‘টিচার স্ট্যান্ডার্ডস ফর মডার্ন বাংলাদেশ’ বিষয়ক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল

প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

রচনায়

রেজিনা আকতার, শিক্ষা অফিসার (প্রশিক্ষণ বিভাগ), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
মোঃ দুলাল মিয়া, শিক্ষা অফিসার (প্রশিক্ষণ বিভাগ), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
মাহবুবুর রহমান, সহকারী বিশেষজ্ঞ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)
মোঃ কাউসার হামিদ, ইনস্ট্রাক্টর (সাধারণ), খাগড়াছড়ি পিটিআই

প্রধান সমন্বয়ক

আবু নূর মোঃ শামসুজ্জামান, মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

উপপ্রধান সমন্বয়ক

মোহাম্মদ আতিকুর রহমান, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পিইডিপি৪), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
মোঃ মাহবুবুর রহমান বিল্লাহ, পরিচালক (প্রশিক্ষণ), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

সম্পাদক

মাহবুবুর রহমান, সহকারী বিশেষজ্ঞ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)

সহযোগী সম্পাদক

মোঃ আব্দুল আলীম, উপপরিচালক (প্রশিক্ষণ বিভাগ), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
মোঃ বায়েজীদ খান, সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ বিভাগ), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

কারিকুলাম সমন্বয়ক

রেজিনা আকতার, শিক্ষা অফিসার (প্রশিক্ষণ বিভাগ), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

পরামর্শক

ফরিদ আহ্‌মদ, মহাপরিচালক, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)

প্রকাশকাল

এপ্রিল ২০২৫
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, মিরপুর, ঢাকা

মুখবন্ধ

একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা এবং বিশ্বায়নের যুগে দেশে দেশে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনীতিতে আমূল পরিবর্তন এসেছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা ক্ষেত্রেও উন্নয়নের গতি ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়নে প্রশিক্ষণের কোনো বিকল্প নেই। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর হতে শিক্ষকগণের মানোন্নয়নের লক্ষ্যে বরাবরই বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। পাশাপাশি বাস্তবতার প্রয়োজনে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা সংস্কার ও যুগোপযোগী করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। এ বাস্তবতা বিবেচনায় পিইডিপি৪ এর আওতায় প্রাথমিক শিক্ষা সুচারুরূপে বাস্তবায়নে সমস্যা, চ্যালেঞ্জ এবং সমাধানের উপায় খোঁজার লক্ষ্যে 'পেশাগত ধারাবাহিক উন্নয়ন (সিপিডি)' নামক স্টাডি পরিচালনার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

'ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়ন (সিপিডি)' স্টাডি এর প্রতিবেদনে বিভিন্ন সমস্যা, চ্যালেঞ্জ/অন্তরায়, মনোভাব, প্রশিক্ষণ আয়োজন, ম্যানুয়াল প্রণয়ন এবং বিভিন্ন কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের সুপারিশ করা হয়। এ স্টাডি প্রতিবেদনের গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য সুপারিশ হলো 'শিক্ষকমান' প্রণয়ন ও সূচক প্রস্তুত করা। শিক্ষকগণকে প্রমাপের লক্ষ্যে সহকারী শিক্ষকের জন্য ০৯টি শিক্ষকমান ও প্রধান শিক্ষকের জন্য ১২ টি শিক্ষকমান এবং পারদর্শিতার সূচক প্রণয়ন করা হয়। যা প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত। এ শিক্ষকমান ও সূচকসমূহ সকল শিক্ষককে অবগত করিয়ে তা অর্জনের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের পাঠদান এবং সুষ্ঠু সামাজিক পরিবেশ গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

শিক্ষকমান সংক্রান্ত এ প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালটির নাম 'টিচার স্ট্যান্ডার্ডস ফর মডার্ন বাংলাদেশ'। এ ম্যানুয়ালটিতে শিক্ষকমান এবং এর গুরুত্ব, গুণগত প্রাথমিক শিক্ষার উপাদান ও শিক্ষকমান রূপান্তর, গুণগত প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনে শিক্ষকমান, গুণগত প্রাথমিক বিদ্যালয় বিনির্মাণে নেতৃত্ব, জাতীয় শিক্ষাক্রমে শিক্ষার্থীর যোগ্যতা এবং শিখনক্ষেত্র, গুণগত প্রাথমিক শিক্ষা রূপান্তরে প্রতিফলনমূলক শিখন অনুশীলন, পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধিতে কার্যকর কমিউনিকেশন, পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে প্রযুক্তি ও শিক্ষকমান অর্জনে করণীয় সম্পর্কে বিভিন্ন অধিবেশন বিন্যস্ত করা হয়েছে।

এ ম্যানুয়াল প্রণয়নে দেশী/বিদেশী শিক্ষাক্রম ও শিক্ষকমান আবলোকনপূর্বক ধারণা গ্রহণ এবং তার প্রতিফলন রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। অবলোকন করা হয়েছে অন্যান্য দেশের পাঠদান কৌশল। এ প্রশিক্ষণ বাস্তবায়নকালীন যেকোন গঠনমূলক, যুক্তিসঙ্গত পরিবর্তনযোগ্য পরামর্শ বিবেচনায় নেয়া হবে। যাতে শিক্ষকগণ মডার্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় বিনির্মানে নেতৃত্ব দিতে পারেন।

এই প্রশিক্ষণের মূল উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীকে বিশ্বমানের করে গড়ে তুলতে শিক্ষককে নবতর ধারণার সাথে সংযুক্ত করা, শিক্ষকমান সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা প্রদান, একুশ শতকের উপযোগী বিদ্যালয় গঠনের প্রয়োজনীয়তা এবং শিক্ষকগণের পেশাগত মান উন্নয়নে সহায়ক পদক্ষেপসমূহ নিশ্চিত করা।

এ ম্যানুয়াল প্রণয়নে যোগ্যতা, মেধা ও দক্ষতার মাধ্যমে যাঁরা নিরলসভাবে অবদান রেখেছেন তাঁদের আমি বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

(আবু নূর মোঃ শামসুজ্জামান)
মহাপরিচালক
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

ম্যানুয়ালের বিষয়বস্তু এবং অধিবেশন সূচি

দিন	অধিবেশন	বিষয়বস্তু
দিন-১	অধিবেশন-১	প্রশিক্ষণ পরিচিতি
	অধিবেশন-২	শিক্ষকমান এবং এর গুরুত্ব
	অধিবেশন-৩	মডার্ন প্রাথমিক শিক্ষার উপাদান ও শিক্ষকমান রূপান্তর
	অধিবেশন-৪	মডার্ন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনে শিক্ষকমান
দিন-২	অধিবেশন-৫	মডার্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় বিনির্মাণে নেতৃত্ব
	অধিবেশন-৬	জাতীয় শিক্ষাক্রমে শিক্ষার্থীর যোগ্যতা এবং শিখনক্ষেত্র
	অধিবেশন-৭	মডার্ন প্রাথমিক শিক্ষা রূপান্তরে প্রতিফলনমূলক শিখন
	অধিবেশন-৮	মডার্ন প্রাথমিক শিক্ষা রূপান্তরে প্রতিফলনমূলক শিখন অনুশীলন
দিন-৩	অধিবেশন-৯	পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধিতে মডার্ন কমিউনিকেশন
	অধিবেশন-১০	পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে প্রযুক্তি
	অধিবেশন-১১	শিক্ষকমান অর্জনে করণীয়
	অধিবেশন-১২	মুক্ত আলোচনা এবং সমাপনী

প্রশিক্ষণ রুটিন

<table>
<tr><th>সময় / তারিখ</th><th>০৯:০০ - ০৯:১৫</th><th>০৯:১৫ - ১০:৪৫</th><th>১০:৪৫- ১১:১৫</th><th>১১:১৬- ১২:৪৫</th><th>১২:৪৫ - ০২:০০</th><th>০২:০১- ০৩:৩০</th><th>৩.৩১ - ৩.৪৫</th><th>৩.৪৬ - ৫.১৫</th></tr>
<tr><td>-</td><td>রেজিস্ট্রেশন</td><td>অধি-১</td><td rowspan="3">চা-বিরতি</td><td>অধি-২</td><td rowspan="3">দুপুরের খাবার বিরতি</td><td>অধি-৩</td><td rowspan="3">চা-বিরতি</td><td>অধি-৪</td></tr>
<tr><td>-</td><td>রিক্যাপ</td><td>অধি-৫</td><td>অধি-৬</td><td>অধি-৭</td><td>অধি-৮</td></tr>
<tr><td>-</td><td>রিক্যাপ</td><td>অধি-৯</td><td>অধি-১০</td><td>অধি-১১</td><td>অধি-১২</td></tr>
</table>

অধিবেশন-০১	প্রশিক্ষণ পরিচিতি

শিখনফল:

এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

ক. প্রাক-মূল্যায়নে অংশগ্রহণ করতে পারবেন;
খ. পরস্পরের সাথে পরিচিত হতে পারবেন;
গ. প্রশিক্ষণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারবেন;
ঘ. প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু বর্ণনা করতে পারবেন।

সময়: ১.৩০ ঘন্টা

পদ্ধতি ও কৌশল: মূল্যায়ন, একক কাজ, আলোচনা, প্রশ্নোত্তর ও প্রদর্শন।

উপকরণ: পোস্টার পেপার, মার্কার, নেম ট্যাগ, পিপিটি এবং প্রাক-মূল্যায়ন শীট।

অংশ ক	প্রাক-মূল্যায়ন	২৫ মিনিট

১. অংশগ্রহণকারীগণকে শুভেচ্ছা জানিয়ে অধিবেশন শুরু করুন। তাদের জানাবেন তিনদিনের প্রশিক্ষণের শুরুতেই তারা প্রাক-মূল্যায়নে অংশগ্রহণ করবেন।
২. সকল অংশগ্রহণকারীগণকে প্রাক-মূল্যায়ন শীট সরবরাহ করুন। প্রাক-মূল্যায়নের জন্য ২৫ মিনিট সময় দিন।
৩. নির্ধারিত সময় শেষ হলে প্রাক-মূল্যায়ন শীট সংগ্রহ করুন।
[বি.দ্র. প্রাক-মূল্যায়ন শীট মূল্যায়ন পূর্বক পরবর্তী অধিবেশনে ফলাফল ঘোষণা করুন।]
৪. ধন্যবাদ জানিয়ে প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে পরস্পরের সাথে পরিচিত হওয়ার জন্য অনুরোধ জানান।

অংশ খ	পরস্পরের সাথে পরিচিতি	৩০ মিনিট

১. প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে (নাম, পদবী, কর্মস্থল, নিজ জেলা) তার পরিচয় দেয়ার জন্য অনুরোধ করুন।
২. পরিচয় প্রদান শেষ হলে সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করুন।

অংশ গ	প্রশিক্ষণের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এবং প্রয়োজনীয়তা	২০ মিনিট

১. কয়েকজন অংশগ্রহণকারীর নিকট জানতে চান **'টিচার স্ট্যান্ডার্ডস ফর মডার্ন বাংলাদেশ' বিষয়ক প্রশিক্ষণ** এর লক্ষ্য কী হতে পারে।
২. ২ বা ৩ অংশগ্রহণকারী বলার পর পিপিটিতে প্রশিক্ষণের লক্ষ্য প্রদর্শন করুন।
৩. এরপর কয়েকজন অংশগ্রহণকারীর নিকট জানতে চাইবেন **'টিচার স্ট্যান্ডার্ডস ফর মডার্ন বাংলাদেশ' বিষয়ক প্রশিক্ষণ** এর উদ্দেশ্য কী হতে পারে।
৪. ২ বা ৩ অংশগ্রহণকারী বলার পর পিপিটিতে প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যসমূহ প্রদর্শন করুন।
৫. এবার ২ বা ৩ অংশগ্রহণকারীর নিকট জানতে চাইবেন এই প্রশিক্ষণটি কেন প্রয়োজন?
৬. তাদের উত্তর শুনার পর সহায়ক তথ্যের আলোকে পিপিটিতে প্রদর্শন এবং আলোচনা করুন।

অংশ ঘ	প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু	১০ মিনিট

১. এবার কয়েকজন অংশগ্রহণকারীর নিকট জানতে চাইবেন **'টিচার স্ট্যান্ডার্ডস ফর মডার্ন বাংলাদেশ' বিষয়ক প্রশিক্ষণ**-এ কী কী বিষয়বস্তু থাকতে পারে তা জানতে চাইবেন।
২. কয়েকজন বলার পর পিপিটি-তে বিষয়বস্তু প্রদর্শন করে আলোচনা করুন।

অংশ ঙ	অধিবেশনের সারসংক্ষেপ, মূল্যায়ন এবং সমাপ্তি	০৫ মিনিট

১. অংশগ্রহণকারীগণের নিকট জানতে চান,
এই প্রশিক্ষণের লক্ষ্য কী?
এই প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য কী কী?

এই প্রশিক্ষণ তাদের কেন প্রয়োজন?
এই প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তুসমূহ কী কী?

২. সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন সমাপ্ত করুন।

সহায়ক তথ্য	অধিবেশন-১: প্রশিক্ষণ পরিচিতি

প্রাক-মূল্যায়ন

লক্ষ্য: মডার্ন বাংলাদেশ বির্নিমাণে লক্ষ্যে শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং শিক্ষার মান উন্নয়ন

উদ্দেশ্য:

- শিক্ষকমান সম্পর্কে শিক্ষকগণকে সুস্পষ্ট ধারণা প্রদান
- শিক্ষকগণের জন্য শিক্ষকমান প্রচলন সম্পর্কে ধারণা প্রদান
- মডার্ন বাংলাদেশ গড়তে শিক্ষকমান এবং শিক্ষকের ভূমিকা সম্পর্কে ধারণা প্রদান
- মডার্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় গড়তে শিক্ষকগণের করণীয় অবহিতকরণ
- শিক্ষকমান অর্জনে করণীয় অবহিতকরণ

'টিচার স্ট্যান্ডার্ডস ফর মডার্ন বাংলাদেশ' বিষয়ক প্রশিক্ষণ কেন প্রয়োজন:

- মডার্ন বাংলাদেশ বির্নিমাণে শিক্ষকগণের ভূমিকা কী তা জানানো;
- শিক্ষক হিসেবে কী জানা এবং কী করা উচিত তা অবহিতকরণ;
- শিক্ষক হিসেবে পেশাগত জীবনে মান উন্নয়নে একটি কাঠামো প্রদান;
- একজন শিক্ষকের লক্ষ্য নির্ধারণে সহায়তা প্রদান;
- শিক্ষকের প্রস্তুতি এবং পেশাগত মান উন্নয়নে একটি গাইড প্রদান;
- একুশ শতকের শিক্ষক হিসেবে কেমন প্রস্তুতি থাকা প্রয়োজন তা অবহিতকরণ।

প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু

দিন	অধিবেশন	বিষয়বস্তু
দিন-১	অধিবেশন-১	প্রশিক্ষণ পরিচিতি
	অধিবেশন-২	শিক্ষকমান এবং এর গুরুত্ব
	অধিবেশন-৩	মডার্ন প্রাথমিক শিক্ষার উপাদান ও শিক্ষকমান রুপান্তর
	অধিবেশন-৪	মডার্ন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনে শিক্ষকমান
দিন-২	অধিবেশন-৫	মডার্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় বিনির্মাণে নেতৃত্ব
	অধিবেশন-৬	জাতীয় শিক্ষাক্রমে শিক্ষার্থীর যোগ্যতা এবং শিখনক্ষেত্র
	অধিবেশন-৭	মডার্ন প্রাথমিক শিক্ষা রুপান্তরে প্রতিফলনমূলক শিখন
	অধিবেশন-৮	মডার্ন প্রাথমিক শিক্ষা রুপান্তরে প্রতিফলনমূলক শিখন অনুশীলন
দিন-৩	অধিবেশন-৯	পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধিতে মডার্ন কমিউনিকেশন
	অধিবেশন-১০	পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে প্রযুক্তি
	অধিবেশন-১১	শিক্ষকমান অর্জনে করণীয়
	অধিবেশন-১২	মুক্ত আলোচনা এবং সমাপনী

অধিবেশন-০২	শিক্ষকমান এবং এর গুরুত্ব

শিখনফল:

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

ক) শিক্ষকমানের ধারণা বর্ণনা করতে পারবেন;

খ) নির্ধারিত শিক্ষকমানসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন;

গ) শিক্ষকমানের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সময়: ১.৩০ মিনিট

পদ্ধতি ও কৌশল: আলোচনা, প্রশ্নোত্তর, মাইন্ডম্যাপিং, মিলকরন, উপস্থাপন, কেসস্টাডি।

উপকরণ: কর্মপত্র, তথ্যপত্র, পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন (পিপিটি), পোস্টার পেপার, মার্কার।

অংশ ক	শিক্ষকমান	২০ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীগণের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করে অধিবেশন শুরু করুন।
- অংশগ্রহণকারীগণকে **কর্মপত্র-১: স্ব-মূল্যায়ন** সরবরাহ করুন। তাদের নিজেকে স্ব-মূল্যায়ন করতে বলুন। এই কাজের জন্য ১০ মিনিট সময় দিন। কর্মপত্রটি পূরণ শেষে সাথে রাখতে বলুন।
- এবার পোস্টার পেপার অথবা মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের লোগোটি প্রদর্শনপূর্বক প্রশ্ন করুন।
    - লোগোতে কি লেখা রয়েছে?
- সবার উত্তর শুনুন এবং "সবার জন্য **মানসম্মত** শিক্ষা" লিখাটিতে **মানসম্মত** শব্দটি দিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করুন।

  প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের লক্ষ্য হচ্ছে সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা।
- এবার তাদের নিকট জানতে চান, মানসম্মত বলতে কী বুঝেন?
- এক-দুই জনের মতামত শুনুন।
- এরপর তাদের নিকট জানতে চান, তাহলে মানসম্মত শিক্ষা বলতে কী বুঝেন?

  মানসম্মত শিক্ষা হলো এমন একধরণের শিক্ষা ব্যবস্থা যেখানে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান, দক্ষতা, মানসিকতা এবং মূল্যবোধ উন্নত করে। এটি নিশ্চিত করে যে শিক্ষার্থীরা শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ে অর্জিত জ্ঞানকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারে এবং সমাজে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে।

  প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের লক্ষ্য হচ্ছে সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা। আর মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজন মানসম্মত শিক্ষক। তাহলে আমরা যে কর্মপত্রটি পূরণ করেছি, মানসম্মত শিক্ষক হতে এই বিষয়সমূহ একজন শিক্ষকের কর্মকান্ডে থাকা দরকার।
- একজন প্রশিক্ষণার্থীর সাহায্যে বোর্ডে শিক্ষকমান শব্দটি লিখুন এবং শব্দটির চারপাশে একটি বৃত্ত আঁকুন (মাইন্ড ম্যাপিং এর মতো)। প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে শিক্ষকমান কী তা বলতে বলুন এবং বোর্ডে বৃত্তের চারপাশে লিখতে বলুন। **সহায়ক তথ্য-১** এর আলোকে শিক্ষকমান সম্পর্কে সকলের ধারণা স্পষ্ট করুন।

অংশ খ	শিক্ষকমান এবং পারদর্শিতা সূচক বা নির্দেশক	৪০ মিনিট

- এবার তাদের নিকট জানতে চান আমাদের দেশে শিক্ষকদের জন্য কতগুলো শিক্ষকমান নির্ধারণ করা হয়েছে। তাদের উত্তর শুনুন। এরপর জিজ্ঞেস করুন, প্রধান শিক্ষকগণের জন্য কতগুলো মান আছে।

  বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার সহকারী শিক্ষকগণের জন্য নয়টি (৯) এবং প্রধান শিক্ষকগণের জন্য ১২টি শিক্ষকমান বা Standard নির্ধারণ করা হয়েছে। ৯টি শিক্ষকমান অর্জনের জন্য মোট ৫৯টি পারদর্শিতার সূচক বা নির্দেশক নির্ধারণ করা হয়েছে। একই সাথে প্রধান শিক্ষকগণের জন্য নির্ধারিত ১২টি শিক্ষকমান অর্জনের জন্য মোট ৭৯টি পারদর্শিতার সূচক বা নির্দেশক নির্ধারণ করা হয়েছে।
- **সহায়ক তথ্য-১** এর আলোকে শিক্ষকমান এবং পারদর্শিতার সূচক বা নির্দেশক বিষয়ক ধারণা স্পষ্ট করুন।

- এবার দ্বৈবচয়নের মাধ্যমে ৩/৪ জনের স্বমূল্যায়িত কর্মপত্রটি নিয়ে আলোচনা শুরু করুন। তাদের বলুন, এই কর্মপত্রে থাকা ৫৯টি বিবৃতির আলোকে ৯টি শিক্ষকমান নির্ধারণ করা হয়েছে। পিপিটি বা পোস্টার পেপারের সাহায্যে ৯টি শিক্ষকমান প্রদর্শন এবং আলোচনা করুন। একই সাথে প্রধান শিক্ষকগণের জন্য নির্ধারিত ১২টি মান প্রদর্শন এবং আলোচনা করুন।
- এরপর সংখ্যা গণনা ভিত্তিতে অংশগ্রহণকারীদেরকে ৫টি দলে ভাগ করুন (১ থেকে ৫ পর্যন্ত গুণে সকল ৫ একসাথে বসে একটি দল গঠন হবে। অনুরূপভাবে সকল ৪ মিলে একটি দল হবে, সকল ৩ মিলে একটি দল, সকল ২ মিলে একটি দল এবং সকল ১ মিলে ১টি দল গঠিত হবে)। প্রত্যেক দলকে **কর্মপত্র-২: শিক্ষকমান** সরবরাহ করুন।
- প্রত্যেক দলকে নির্দেশনা প্রদান করুন। *[কর্মপত্রে পারদর্শিতার সূচক দেয়া আছে। কোন সূচকগুলো কোন মানের সাথে মিলবে তা লিখতে বলুন। তারা দলে আলোচনা করে সূচকের বিপরীতে মান নির্ধারণ করবে।]*
- দলগত কাজটি করার জন্য তাদের ১০ মিনিট সময় দিন। কাজ শেষ একটি দলকে উপস্থাপন করতে বলুন এবং অন্যান্য দলের মতামত জিজ্ঞেস করুন। **সহায়ক তথ্য-২** এর আলোকে মিলিয়ে দিন এবং প্রয়োজনীয় আলোচনা করুন।
- এরপরে প্রধান শিক্ষকমান এবং এর পারদর্শিতার সূচক বা নির্দেশকসমূহ পিঁপিটি বা পোস্টার পেপার বা আলোচনার মাধ্যমে উপস্থাপনা করুন এবং তাদের ধারণা স্পষ্ট করুন।

অংশ গ	শিক্ষকমানের গুরুত্ব	২৫ মিনিট

- পূর্বের গঠন করা প্রতিটি দলকে দুইটি ঘটনা সরবরাহ করুন। তাদের ঘটনা দুইটি পড়ার জন্য ৫ মিনিট সময় দিন।

ঘটনা-১

জনাব ইসলাম মুরারিপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক। তিনি নিয়িমিত পত্রিকা পড়েন এবং ইন্টারনেটে শিক্ষক, শিক্ষা এবং শিখন-শেখানো কার্যক্রম সম্পর্কিত নতুন নতুন তথ্য, তত্ব এবং নিত্য-নতুন পদ্ধতি ও কৌশল খোঁজ করে থাকেন এবং নিজের শিখন-শেখানো কার্যক্রমের মান উন্নয়নে সেসব ব্যবহারের করে থাকেন। তিনি প্রায়ই ভাবেন তাঁর শ্রেণির ছোট ছোট শিক্ষার্থীরাই একদিন অনেক বড় হবে। কেউ ডাক্তার, কেউ ইঞ্জিনিয়ার আবার কেউ ভবিষ্যতে দেশের নেতৃত্ব দিবেন। তাই তিনি এসকল শিক্ষার্থীদের শিখন নিশ্চিতকরণ এবং শিখন মান-উন্নয়নে নিয়মিত রুটিন অনুযায়ী শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করেন। পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের বিশেষ যত্ন নেয়। মাঝে মাঝে তাদেরকে তিনি শ্রেণি পাঠের বাহিরেও লাইব্রেরিতে বাড়তি সময় দেন। প্রতিটি পাঠেই তিনি শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করেন। তাদের অভিভাবকদের সাথে যোগাযোগ করেন। বিদ্যালয় সহশিক্ষাক্রমিক কার্যক্রম শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেন। তিনি শিক্ষার্থীদের মানসিক সাপোর্ট দেয়, উতসাহ দেন। এছাড়াও, নিজের পেশাগত উন্নয়নের বিষয়ে পরামর্শ ও দিকনির্দেশনার জন্য জনাব ইসলাম সবসময় বিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট মানষজনের সাথে ভাল সম্পর্ক বজায় রাখেন। তাই তাঁর সহকর্মীরা তাকে সহযোগীতা করে এবং ভালবাসে।

ঘটনা-২

জনাব ‘ক’ মুরারিপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক। তিনি নিয়িমিত পত্রিকা পড়ার সময় পান না। তবে তিনি ইন্টারনেটে ব্যবহারে বেশ সক্রিয় থাকেন। ইন্টারনেটে তিনি সোস্যাল মিডিয়ায় বন্ধুদের সাথে আড্ডায় মত্ত থাকেন। কখনও কখনও ইউটিউবে ভিডিও দেখে সময় কাটান। তিনি রুটিন অনুযায়ী শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন। দেখা যায় তিনি প্রায়ই ৫-১০ মিনিটি পরে শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করেন। শিক্ষর্থীদের শিখন নিশ্চিতকরণ নিয়ে তার খুব বেশি ভাবনা নেই। তিনি প্রতিদিন গতানুগতিকভাবে পাঠদান করে থাকেন। ঘন্টা বাজলে লাইব্রেরি গিয়ে ফেইসবুকে সক্রিয় হন। মাঝে মাঝে শ্রেণিকক্ষেও ফেইসবুক চালান। নিজের পাঠদানের উন্নয়নে নিয়ে চিন্তা করার চিন্তাই করেন না। পাঠদানকালীন প্রায়ই শিক্ষার্থীদের ধমক দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করেন। বিদ্যালয়ের সকল শিশু তাকে ভয় পায়। দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞা কারণে তিনি পেশাগত উন্নয়নের প্রয়োজন বোধ করেন না। সহকর্মীদের সাথে তিনি সাধারণত রাজনীতি, ফেইসবুক, ব্যবসা নিয়ে আলোচনা করেন।

- ঘটনা দুইটি পড়া হলে তাদের নিকট জানতে চান, দুইটি ঘটনার মিল এবং অমিল কোথায়? কেন এমন হয়েছে? কি হতে পারতো? ঘটনা দুইটি নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা করুন।
- এবার জিজ্ঞেস করুন, উক্ত শিক্ষক দুইজনের কাছে যদি শিক্ষকমানসমূহ থাকতো বা তারা জানতো, তাহলে কি হতো? দুই জন শিক্ষকই যদি শিক্ষকমান অনুসরণ করে শিখন-শেখান কার্যক্রম পরিচালনা করতে তাহলে কেমন হতো? এই আলোচনা থেকে সারসংক্ষেপ করুন, যে শিক্ষকমান অর্জন করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রত্যেক শিক্ষকেরই উচিত শিক্ষকমান অর্জন করা।

- এরপর তাদের প্রত্যেকে তার নিজের খাতায় লিখতে বলুন, শিক্ষকমান অর্জন কেন গুরুত্বপূর্ণ? *[এক্ষেত্রে যে যত বেশি পয়েন্ট লিখতে পারে সে নির্দেশনা দিন।]* এর জন্য ৩ মিনিট সময় দিন।
- লেখা শেষ হলে, প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে বলুন তার পাশের জনের সাথে তার লেখা পয়েন্টগুলো বিনিময় করতে এবং দুইজনেই দুইজনের খাতায় লেখা পয়েন্টসমূহ পড়তে বলুন। এর জন্য ২ মিনিট সময় দিন। এরপর প্রত্যেক তাদের লেখা পয়েন্টগুলো দলে শেয়ার করতে বলুন এবং পোস্টার পেপারে লিখতে বলুন। এর জন্য ৫মিনিট সময় দিন। লেখা শেষ হলে, প্রতিটি দলকে উপস্থাপন করতে বলুন। সহায়ক তথ্য-৩ এর আলোকে তাদের ধারণা স্পষ্ট করুন।

অংশ ঘ	অধিবেশনের সারসংক্ষেপ, মূল্যায়ন এবং সমাপ্তি	০৫ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীগণকে জিজ্ঞেস করার মাধ্যমে অধিবেশনের মূল বিষয়বস্তুর সারসংক্ষেপ করুন –
  - শিক্ষকমান কী?
  - শিক্ষকমান কয়টি? প্রধান শিক্ষকমান কয়টি?
  - শিক্ষকমানের নির্দেশক কয়টি?
  - প্রধান শিক্ষকমানের নির্দেশক কয়টি?
  - প্রধান শিক্ষক এবং সহকারী শিক্ষকগণের শিক্ষকমানের পার্থক্য কোথায়?
  - শিক্ষকমান কেন গুরুত্বপূর্ণ?

- অধিবেশনটি পরিচালনার ক্ষেত্রে সকলের সহযোগীতার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। বিনয়ের সাথে অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করুন।

সহায়ক তথ্য	**অধিবেশন-২: শিক্ষকমান এবং এর গুরুত্ব**

কর্মপত্র-১: স্ব-মূল্যায়ন	
বিবৃতি	**হ্যাঁ/না**
শিক্ষার্থীর শারীরিক, মানসিক, পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক অবস্থা সংবলিত শিক্ষার্থী প্রোফাইল নিয়মিত হালফিল রাখি	
শিক্ষার্থীকে নাম ধরে ডাকি	
শিক্ষার্থীর শারীরিক ও মানসিক, পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক অবস্থা বিবেচনায় শ্রেণি কার্যক্রম পরিকল্পনা করি	
শিক্ষার্থীর শিখনের ধরন ও আচরণ বিবেচনায় শ্রেণি কার্যক্রম পরিকল্পনা করি	
শিক্ষার্থীর আগ্রহ, প্রবণতা, সক্ষমতা, শিখন ঘাটতি ও চাহিদা বিবেচনায় শ্রেণি কার্যক্রম পরিকল্পনা করি	
শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতা, জ্ঞান, দক্ষতা এবং দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ উপর গভীর আস্থা রাখি	
শিক্ষার্থীর কাজে উৎসাহ প্রদান করেন এবং সহায়তা করি	
শিক্ষার্থীর সাথে মর্যাদাপূর্ণ এবং ইতিবাচক আচরণ করি	
শিক্ষকের কথা ও আচরণে শিক্ষার্থীর স্বপ্নময় ভবিষ্যত সম্ভাবনার বিষয়ে ইতিবাচক করে তুলি	
যেকোন ধরনের বুলিং থেকে শিক্ষার্থীদের বিরত রাখতে উদ্বুদ্ধ করি	
বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ যোগ্যতায় এগিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণা প্রদান করি	
শিক্ষার্থীদের ভালো কাজে প্রশংসা করি	
পাঠ উপস্থাপনে শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা রাখি	
শিখন শেখানো কার্যক্রমে শিক্ষাক্রম, যোগ্যতা (শ্রেণি ও বিষয়ভিত্তিক) এবং শিখনফল সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা রাখি	
পাঠ পরিকল্পনা এবং শিখন শেখানো কার্যক্রমে এবং বিভিন্ন প্রকার শিখন শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা রাখি	
পাঠ পরিকল্পনা এবং শিখন শেখানো কার্যক্রমে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুর (প্রযোজ্যক্ষেত্রে) পাঠদানের কৌশল সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা রাখি	
শিখনফল ও বিষয়বস্তুর সাথে সঙ্গতি রেখে পাঠ উপস্থাপন করি	
পাঠের নির্ধারিত শিখনফল অনুসারে যথোপযুক্ত শিখন পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করি	
বিষয়বস্তু উপস্থাপনায় আইসিটিসহ অন্যান্য প্রাসঙ্গিক শিক্ষা উপকরণ তৈরি/প্রণয়ন, পরিমার্জন, সংগ্রহ, নির্বাচন এবং যথাযথ ব্যবহার করি	
পাঠ উপস্থাপনায় শিক্ষার্থীদের আগ্রহ, প্রবণতা ও সামর্থ্য অনুযায়ী শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক বহুমূখী শিখন কৌশল প্রয়োগ করি	
সক্রিয় ও অংশগ্রহণমূলক শিখন কার্যক্রম পরিচালনা করি	
বাচনিক ও অবাচনিক কৌশল ব্যবহার করে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের সাথে কার্যকর যোগাযোগ স্থাপন করি	
শিক্ষার্থীর চিন্তন অনুশীলন ও প্রতিফলনমূলক চর্চার কৌশল এবং নিরাময় কার্যক্রম গ্রহণ করি	
পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য প্রয়োজনীয় সময় ও ব্যবস্থা গ্রহণ করি	
চাহিদার বিবেচনায় শিখন-শেখানোর কাজে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার এবং কার্যকর প্রয়োগ করি	
সহশিক্ষাক্রমিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করি	
আনন্দদায়ক, ভয়ভীতি ও নিরাপদ শিখন সহায়ক পরিবেশ তৈরি করি	
শ্রেণিকক্ষে একীভূত শ্রেণিকার্যক্রম পরিচালনার পরিবেশ তৈরি করি	

কার্যকর শ্রেণি ব্যবস্থাপনা বজায় রাখার জন্য প্রমিত, সুস্পষ্ট ও বোধগম্য ভাষায় নির্দেশনা প্রদান করি	
শিক্ষার্থীদের সাথে হাসিমুখে কথা বলি	
শিক্ষার্থীদেরকে শ্রেণিতে প্রশ্ন করতে বা আলোচনায় অংশ নিতে উৎসাহ প্রদান করি	
শিক্ষার্থীদের পাঠসংশ্লিষ্ট ধারাবাহিক মূল্যায়নে যথাযথ মূল্যায়ন কৌশল নির্ধারণ ও প্রয়োগ করি	
শিক্ষার্থীদেরকে মূল্যায়ন করে মৌখিক ও লিখিত গঠনমূলক ফলাবর্তন ও নিরাময়মূলক ব্যবস্থা প্রদান করি	
ধারাবাহিকভাবে শিখন অগ্রগতি বজায় রাখার জন্য প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অর্জনের লিখিতভাবে রেকর্ড সংরক্ষণ করি	
মূল্যায়নলব্ধ ফলাফল বিশ্লেষণপূর্বক শিক্ষার্থীর শিখন উন্নয়নে তা ব্যবহার করি	
শিক্ষার্থী মূল্যায়নে যোগ্যতাভিত্তিক অভীক্ষাপত্র প্রণয়ন করি	
মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন করেন এবং অভিভাবকে অভিহিত করি	
নিয়মিত নির্ধারিত ছকে স্ব-অনুচিন্তন এবং রিফ্লেক্টিভ জার্নাল লিখি	
নিয়মিত এ্যাকশান রিসার্চ পরিচালনা (প্রতি বছর ০১টি) করি	
নিয়মিত কেইস স্টাডি পরিচালনা (প্রতি বছর ০১টি) করি	
লেসন স্টাডি/টিএসএন/টিএলসি আয়োজন/অংশগ্রহণ (মাসে ০১টি) করি	
সহকর্মীদের পাঠ আগ্রহসহকারে পর্যবেক্ষণ করে ফলাবর্তন প্রদান করি ও নিজের মান উন্নয়নে সচেষ্ট থাকি	
নিজের শিখন-শেখানোর মানোন্নয়নের জন্য সহকর্মী এবং সংশ্লিষ্ট মেন্টরকে শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করি	
পেশাগত উন্নয়নে সহকর্মী বা শিখন শেখানো যেকোনো ইতিবাচক পরার্মশ গ্রহণ করি এবং তা বাস্তবায়ন করি	
স্ব-উদ্যোগে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ গ্রহণ (যেমন, মুক্তপাঠ, ই-লার্নিং প্লাটফর্ম, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি) করি	
পরিবর্তিত ও আধুনিক শিখন-শেখানো কৌশল আয়ত্ব করার জন্য নিয়মিত বই, আর্টিকেল, সংবাদপত্র এবং গবেষণাপত্র ইত্যাদি পড়ি	
সকল অংশীজন এবং সহকর্মীগণের সাথে ইতিবাচক পেশাগত সম্পর্ক বজায় রাখি	
সামর্থ অনুযায়ী সকল সহকর্মীর কাজে স্বতস্ফূর্তভাবে সহযোগিতা এবং উৎসাহ প্রদান করি	
নিয়মিত মা/অভিভাবক সমাবেশ/উঠান বৈঠক আয়োজন করে মা-বাবা/অভিভাবকের সাথে তাদের সন্তানদের অগ্রগতি অবহিত করি	
নিয়মিত হোম ভিজিটের মাধ্যমে তাদের সন্তান ও বিদ্যালয়ে শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নিয়মিত যোগাযোগ করি	
এসএমসি ও পিটিএসহ অন্যান্য সভায় অংশগ্রহণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) করি	
অভিভাবক এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে বিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠান, ছাত্র ভর্তি, ঝরে পড়া রোধ, SLIP বাস্তবায়ন, উপকরণ সংগ্রহসহ যে কোনো কাজে সম্পৃক্ত করি	
সকল অংশীজনের সহায়তায় বিদ্যালয়ের নানাবিধ উন্নয়ন করি	
কর্মস্থলের প্রতিটি কার্যক্রমে যথাসময়ে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ (আগমন, শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা, প্রস্থানসহ অন্যান্য ইত্যাদি) করি	
অর্পিত প্রতিটি দায়িত্ব স্ব-প্রণোদিত ও স্বতস্ফূর্তভাবে সম্পন্ন করি	
প্রধান শিক্ষককে বিদ্যালয় পরিচালনায় সর্বাত্মক সহযোগিতা করি	
জরুরি বা পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে পাঠদান অব্যাহত রাখি	
ড্রেস কোড (পোষাক) মেনে চলি	
পেশাগত জীবনে বিদ্যালয় এবং অন্যান্য সকল কার্যক্রমে সরকারি বিধিবিধান প্রতিপালনসহ স্বচ্ছতা, নৈতিকতা এবং জবাবদিহিতা বজায় রাখি	

সহায়ক তথ্য-১

শিক্ষকমান (Teachers Standards):

শিক্ষকমান হল শিক্ষকের যোগ্যতার একটি সর্বজনীন স্বীকৃতি। এটি শিক্ষকদের কাজের বর্ণনা দেয় এবং একবিংশ শতাব্দীর স্কুলে উচ্চমানের ও কার্যকর শিক্ষার উপাদানগুলো স্পষ্ট করে, যা শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগত ফলাফল উন্নত করে।

শিক্ষকমানসমূহ একটি কাঠামো প্রদান করে যা শিক্ষকদের পেশাগত জীবনে প্রয়োজনীয় জ্ঞান, অনুশীলন এবং পেশাগত যোগাযোগকে স্পষ্ট করে। এটি শিক্ষকের লক্ষ্য নির্ধারণে সহায়তা করে এবং শিক্ষক নিজেই তার সাফল্য বিচার এবং আত্নমূল্যায়ন করতে পারে। এটি শিক্ষকের প্রস্তুতি এবং পেশাগত মান উন্নয়নের গাইড হিসেবে কাজ করে। শিক্ষকমান শিক্ষকগণের কী জানা এবং করা উচিত তার নির্দেশক হিসেবে কাজ করে।

শিক্ষকমান হলো শিক্ষকগণের জ্ঞান, দক্ষতা এবং মূল্যবোধের একটি আদর্শ সেট যা শিক্ষক কর্তৃক যথাযথ পাঠদান এবং শিক্ষার্থীর মানসম্মত শিখন নিশ্চিত করে।

অন্যকথায় শিক্ষকমান হলো শিক্ষকের পেশাগত পারদর্শিতা মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত কিছু আদর্শের **(Standard)** সমন্বয়, যার মাধ্যমে শিক্ষকতা পেশার নির্দিষ্ট ক্ষেত্রগুলোতে শিক্ষকের পারদর্শিতার অবস্থা/মাত্রা যাচাই করা হয়।

শিক্ষকমান এবং নির্দেশক (Standard and Indicators):
বাংলাদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য শিক্ষকমান নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে শিক্ষকের পেশাগত জীবনে বিভিন্ন ক্ষেত্রকে বিবেচনা করা হয়েছে। যেমন, শিক্ষকগণের পেশাগত জ্ঞান এবং উপলব্ধি, পেশাগত অনুশীলন, পেশাগত মূল্যবোধ, এবং পেশাগত সম্পর্ক স্থাপন। এসব ক্ষেত্র বিবেচনায় নিয়ে বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার সহকারী শিক্ষকগণের জন্য নয়টি (৯) এবং প্রধান শিক্ষকগণের জন্য ১২টি শিক্ষকমান বা Standard নির্ধারণ করা হয়েছে।
আবার এসব শিক্ষকমান পরিমাপযোগ্য করার জন্য কতগুলো পারদর্শিতার সূচক বা নির্দেশক **(Indicators)** নির্ধারণ করা হয়েছে। এসব পারদর্শিতার সূচক বা নির্দেশক হলো প্রতিটি শিক্ষকমানের বিপরীতে একজন শিক্ষকের কী জানা এবং করা উচিত তার নির্দেশক।

- ৯টি শিক্ষকমান অর্জনের জন্য মোট ৫৯টি পারদর্শিতার সূচক বা নির্দেশক নির্ধারণ করা হয়েছে। একই সাথে প্রধান শিক্ষকগণের জন্য নির্ধারিত ১২টি শিক্ষকমান অর্জনের জন্য মোট ৭৯টি পারদর্শিতার সূচক বা নির্দেশক নির্ধারণ করা হয়েছে।

শিক্ষকমানের সকল পারদর্শিতার সূচক বা নির্দেশকগুলো প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ (বিটিপিটি) এবং অন্যান্য ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়নমূলক (সিপিডি) প্রশিক্ষণ এর মাধ্যমে অর্জিত হবে। তবে দীর্ঘ মেয়াদী প্রশিক্ষণ হিসেবে প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ (বিটিপিটি) প্রশিক্ষণে শিক্ষকমানের একটি বিশাল সংখ্যার নির্দেশক অর্জন হবে।

৯টি শিক্ষকমান:
১. শিক্ষার্থী ও তাদের শিখন প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানা
২. শিক্ষার্থীর প্রতি গভীর আস্থা ও উচ্চাশা পোষণ এবং তাকে উন্নত জীবনের স্বপ্নদর্শনে উদ্বুদ্ধ করা
৩. বিষয়বস্তু এবং শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল সম্পর্কে জানা
৪. কার্যকর শিখন-শেখানো কার্যক্রম বাস্তবায়ন
৫. সহায়ক এবং নিরাপদ শিখন পরিবেশ তৈরি ও বজায় রাখা
৬. শিক্ষার্থীর শিখন মূল্যায়ন, ফলাবর্তন এবং প্রতিবেদন প্রণয়ন
৭. পেশাগত উন্নয়নে নিজেকে নিয়োজিত রাখা
৮. সকল অংশীজনের সাথে পেশাগত সম্পর্ক বজায় রাখা
৯. শুদ্ধাচার ও পেশাগত অঙ্গীকার

১২টি প্রধান শিক্ষকমান
১. শিক্ষার্থী ও তাদের শিখন প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানা
২. শিক্ষার্থীর প্রতি গভীর আস্থা ও উচ্চাশা পোষণ এবং তাকে উন্নত জীবনের স্বপ্নদর্শনে উদ্বুদ্ধ করা
৩. বিষয়বস্তু এবং শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল সম্পর্কে জানা
৪. কার্যকর শিখন-শেখানো কার্যক্রম বাস্তবায়ন
৫. সহায়ক এবং নিরাপদ শিখন পরিবেশ তৈরি ও বজায় রাখা
৬. শিক্ষার্থীর শিখন মূল্যায়ন, ফলাবর্তন এবং প্রতিবেদন প্রণয়ন
৭. পেশাগত উন্নয়নে নিজেকে নিয়োজিত রাখা
৮. সকল অংশীজনের সাথে পেশাগত সম্পর্ক বজায় রাখা
৯. শুদ্ধাচার ও পেশাগত অঙ্গীকার
১০. একাডেমিক তত্ত্বাবধান, মেন্টরিং ও মনিটরিং
১১. বিদ্যালয়, প্রশিক্ষণ, দাপ্তরিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা
১২. মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা ও নেতৃত্ব

কর্মপত্র-২: শিক্ষকমান	
শিক্ষকমান	**পারদর্শিতার সূচক/নির্দেশক**
	১. পাঠ উপস্থাপনে শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণার প্রতিফলন পাওয়া যায়; ২. শিখন শেখানো কার্যক্রমে শিক্ষাক্রম, যোগ্যতা (শ্রেণি ও বিষয়ভিত্তিক) এবং শিখনফল সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণার প্রতিফলন পাওয়া যায়; ৩. পাঠ পরিকল্পনা এবং শিখন শেখানো কার্যক্রমে এবং বিভিন্ন প্রকার শিখন শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণার প্রতিফলন পাওয়া যায়; ৪. পাঠ পরিকল্পনা এবং শিখন শেখানো কার্যক্রমে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুর (প্রযোজ্যক্ষেত্রে) পাঠদানের কৌশল সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণার প্রতিফলন পাওয়া যায়।
	১. আনন্দদায়ক, ভয়ভীতি ও নিরাপদ শিখন সহায়ক পরিবেশ তৈরি করেন; ২. শ্রেণিকক্ষে একীভূত শ্রেণিকার্যক্রম পরিচালনার পরিবেশ তৈরি করেন; ৩. কার্যকর শ্রেণি ব্যবস্থাপনা বজায় রাখার জন্য প্রমিত, সুস্পষ্ট ও বোধগম্য ভাষায় নির্দেশনা প্রদান করেন; ৪. শিক্ষার্থীদের সাথে হাসিমুখে কথা বলেন; ৫. শিক্ষার্থীদেরকে শ্রেণিতে প্রশ্ন করতে বা আলোচনায় অংশ নিতে উৎসাহ প্রদান করেন।
	১. সকল অংশীজন এবং সহকর্মীদগণের সাথে ইতিবাচক পেশাগত সম্পর্ক বজায় রাখেন; ২. সামর্থ অনুযায়ী সকল সহকর্মীর কাজে স্বতস্ফূর্তভাবে সহযোগিতা এবং উৎসাহ প্রদান করেন; ৩. নিয়মিত মা/অভিভাবক সমাবেশ/উঠান বৈঠক আয়োজন করে মা-বাবা/অভিভাবকের সাথে তাদের সন্তানদের অগ্রগতি অবহিত করেন; ৪. নিয়মিত হোম ভিজিটের মাধ্যমে তাদের সন্তান ও বিদ্যালয়ে শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নিয়মিত যোগাযোগ করেন; ৫. এসএমসি ও পিটিএসহ অন্যান্য সভায় অংশগ্রহণ করেন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে); ৬. অভিভাবক এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে বিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠান, ছাত্র ভর্তি, ঝরে পড়া রোধ, SLIP বাস্তবায়ন, উপকরণ সংগ্রহসহ যে কোনো কাজে সম্পৃক্ত করেন; ৭. সকল অংশীজনের সহায়তায় বিদ্যালয়ের নানাবিধ উন্নয়ন করেন ।
	১. কর্মস্থলের প্রতিটি কার্যক্রমে যথাসময়ে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন (আগমন, শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা, প্রস্থানসহ অন্যান্য ইত্যাদি); ২. অর্পিত প্রতিটি দায়িত্ব স্ব-প্রণোদিত ও স্বতস্ফূর্তভাবে সম্পন্ন করেন; ৩. প্রধান শিক্ষককে বিদ্যালয় পরিচালনায় সর্বাত্মক সহযোগিতা করেন; ৪. জরুরি বা পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে পাঠদান অব্যাহত রাখেন; ৫. ড্রেস কোড (পোষাক) মেনে চলেন; ৬. পেশাগত জীবনে বিদ্যালয় এবং অন্যান্য সকল কার্যক্রমে সরকারি বিধিবিধান প্রতিপালনসহ স্বচ্ছতা, নৈতিকতা এবং জবাবদিহিতা বজায় রাখেন।
	১. শিক্ষার্থীর শারীরিক, মানসিক, পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক অবস্থা সংবলিত শিক্ষার্থী প্রোফাইল নিয়মিত হালফিল রাখেন; ২. শিক্ষার্থীকে নাম ধরে ডাকেন; ৩. শিক্ষার্থীর শারীরিক ও মানসিক, পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক অবস্থা বিবেচনায় শ্রেণি কার্যক্রম পরিকল্পনা করেন; ৪. শিক্ষার্থীর শিখনের ধরন ও আচরণ বিবেচনায় শ্রেণি কার্যক্রম পরিকল্পনা করেন;

	৫. শিক্ষার্থীর আগ্রহ, প্রবণতা, সক্ষমতা, শিখন ঘাটতি ও চাহিদা বিবেচনায় শ্রেণি কার্যক্রম পরিকল্পনা করেন।
	১. শিক্ষার্থীদের পাঠসংশ্লিষ্ট ধারাবাহিক মূল্যায়নে যথাযথ মূল্যায়ন কৌশল নির্ধারণ ও প্রয়োগ করেন; ২. শিক্ষার্থীদেরকে মূল্যায়ন করে মৌখিক ও লিখিত গঠনমূলক ফলাবর্তন ও নিরাময়মূলক ব্যবস্থা প্রদান করেন; ৩. ধারাবাহিকভাবে শিখন অগ্রগতি বজায় রাখার জন্য প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অর্জনের লিখিতভাবে রেকর্ড সংরক্ষণ করেন; ৪. মূল্যায়নলব্ধ ফলাফল বিশ্লেষণপূর্বক শিক্ষার্থীর শিখন উন্নয়নে তা ব্যবহার করেন; ৫. শিক্ষার্থী মূল্যায়নে যোগ্যতাভিত্তিক অভীক্ষাপত্র প্রণয়ন করেন; ৬. মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন করেন এবং অভিভাবকে অভিহিত করেন।
	১. শিখনফল ও বিষয়বস্তুর সাথে সঙ্গতি রেখে পাঠ উপস্থাপন করেন; ২. পাঠের নির্ধারিত শিখনফল অনুসারে যথোপযুক্ত শিখন পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করেন; ৩. বিষয়বস্তু উপস্থাপনায় আইসিটিসহ অন্যান্য প্রাসঙ্গিক শিক্ষা উপকরণ তৈরি/প্রণয়ন, পরিমার্জন, সংগ্রহ, নির্বাচন এবং যথাযথ ব্যবহার করেন; ৪. পাঠ উপস্থাপনায় শিক্ষার্থীদের আগ্রহ, প্রবণতা ও সামর্থ্য অনুযায়ী শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক বহুমূখী শিখন কৌশল প্রয়োগ করেন; ৫. সক্রিয় ও অংশগ্রহণমূলক শিখন কার্যক্রম পরিচালনা করেন; ৬. বাচনিক ও অবাচনিক কৌশল ব্যবহার করে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের সাথে কার্যকর যোগাযোগ স্থাপন করেন; ৭. শিক্ষার্থীর চিন্তন অনুশীলন ও প্রতিফলনমূলক চর্চার কৌশল এবং নিরাময় কার্যক্রম গ্রহণ করেন; ৮. পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য প্রয়োজনীয় সময় ও ব্যবস্থা গ্রহণ করেন; ৯. চাহিদার বিবেচনায় শিখন-শেখানোর কাজে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার এবং কার্যকর প্রয়োগ করেন; ১০. সহশিক্ষাক্রমিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেন।
	১. শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতা, জ্ঞান, দক্ষতা এবং দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ উপর গভীর আস্থা রাখেন; ২. শিক্ষার্থীর কাজে উৎসাহ প্রদান করেন এবং সহায়তা করেন; ৩. শিক্ষার্থীর সাথে মর্যাদাপূর্ণ এবং ইতিবাচক আচরণ করেন; ৪. শিক্ষকের কথা ও আচরণে শিক্ষার্থীর স্বপ্নময় ভবিষ্যত সম্ভাবনার বিষয়ে ইতিবাচকতা লক্ষ করা যায়; ৫. যেকোন ধরনের বুলিং থেকে শিক্ষক নিজেকে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বিরত রাখতে উদ্বুদ্ধ করেন; ৬. বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ যোগ্যতায় এগিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণা দেন; ৭. শিক্ষার্থীদের ভালো কাজে প্রশংসা করেন।
	১. নিয়মিত নির্ধারিত ছকে স্ব-অনুচিন্তন এবং রিফ্লেক্টিভ জার্নাল লিখেন; ২. নিয়মিত এ্যাকশান রিসার্চ পরিচালনা করেন (প্রতি বছর ০১টি) ৩. নিয়মিত কেইস স্টাডি পরিচালনা (প্রতি বছর ০১টি) করেন; ৪. লেসন স্টাডি/টিএসএন/টিএলসি আয়োজন/অংশগ্রহণ করেন (মাসে ০১টি); ৫. সহকর্মীদের পাঠ আগ্রহসহকারে পর্যবেক্ষণ করে ফলাবর্তন প্রদান করেন ও নিজের মান উন্নয়নে সচেষ্ট থাকেন; ৬. নিজের শিখন-শেখানোর মানোন্নয়নের জন্য সহকর্মী এবং সংশ্লিষ্ট মেন্টরকে শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন; ৭. পেশাগত উন্নয়নে সহকর্মী বা শিখন শেখানো যেকোনো ইতিবাচক পরার্মশ গ্রহণ করেন এবং তা বাস্তবায়ন করেন; ৮. স্ব-উদ্যোগে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন (যেমন, মুক্তপাঠ, ই-লার্নিং প্লাটফর্ম, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি); ৯. পরিবর্তিত ও আধুনিক শিখন-শেখানো কৌশল আয়ত্ব করার জন্য নিয়মিত বই, আর্টিকেল, সংবাদপত্র এবং গবেষণাপত্র ইত্যাদি পড়েন।

সহায়ক তথ্য-২

শিক্ষকমান

শিক্ষকমান	পারদর্শিতার সূচক/নির্দেশক
১. শিক্ষার্থী ও তাদের শিখন প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানা	১.১ শিক্ষার্থীর শারীরিক, মানসিক, পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক অবস্থা সংবলিত শিক্ষার্থী প্রোফাইল নিয়মিত হালফিল রাখেন; ১.২ শিক্ষার্থীকে নাম ধরে ডাকেন; ১.৩ শিক্ষার্থীর শারীরিক ও মানসিক, পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক অবস্থা বিবেচনায় শ্রেণি কার্যক্রম পরিকল্পনা করেন; ১.৪ শিক্ষার্থীর শিখনের ধরন ও আচরণ বিবেচনায় শ্রেণি কার্যক্রম পরিকল্পনা করেন; ১.৫ শিক্ষার্থীর আগ্রহ, প্রবণতা, সক্ষমতা, শিখন ঘাটতি ও চাহিদা বিবেচনায় শ্রেণি কার্যক্রম পরিকল্পনা করেন।
২. শিক্ষার্থীর প্রতি গভীর আস্থা ও উচ্চাশা পোষণ এবং তাকে উন্নত জীবনের স্বপ্নদর্শনে উদ্বুদ্ধ করা	২.১ শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতা, জ্ঞান, দক্ষতা এবং দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ উপর গভীর আস্থা রাখেন; ২.২ শিক্ষার্থীর কাজে উৎসাহ প্রদান করেন এবং সহায়তা করেন; ২.৩ শিক্ষার্থীর সাথে মর্যাদাপূর্ণ এবং ইতিবাচক আচরণ করেন; ২.৪ শিক্ষকের কথা ও আচরণে শিক্ষার্থীর স্বপ্নময় ভবিষ্যত সম্ভাবনার বিষয়ে ইতিবাচকতা লক্ষ করা যায়; ২.৫ যেকোন ধরনের বুলিং থেকে শিক্ষক নিজেকে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বিরত রাখতে উদ্বুদ্ধ করেন; ২.৬ বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ যোগ্যতায় এগিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণা দেন; ২.৭ শিক্ষার্থীদের ভালো কাজে প্রশংসা করেন।
৩. বিষয়বস্তু এবং শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল সম্পর্কে জানা	৩.১ পাঠ উপস্থাপনে শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণার প্রতিফলন পাওয়া যায়; ৩.২ শিখন শেখানো কার্যক্রমে শিক্ষাক্রম, যোগ্যতা (শ্রেণি ও বিষয়ভিত্তিক) এবং শিখনফল সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণার প্রতিফলন পাওয়া যায়; ৩.৩ পাঠ পরিকল্পনা এবং শিখন শেখানো কার্যক্রমে এবং বিভিন্ন প্রকার শিখন শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণার প্রতিফলন পাওয়া যায়; ৩.৪ পাঠ পরিকল্পনা এবং শিখন শেখানো কার্যক্রমে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুর (প্রযোজ্যক্ষেত্রে) পাঠদানের কৌশল সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণার প্রতিফলন পাওয়া যায়।
৪. কার্যকর শিখন-শেখানো কার্যক্রম বাস্তবায়ন	৪.১ শিখনফল ও বিষয়বস্তুর সাথে সঙ্গতি রেখে পাঠ উপস্থাপন করেন; ৪.২ পাঠের নির্ধারিত শিখনফল অনুসারে যথোপযুক্ত শিখন পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করেন; ৪.৩ বিষয়বস্তু উপস্থাপনায় আইসিটিসহ অন্যান্য প্রাসঙ্গিক শিক্ষা উপকরণ তৈরি/প্রণয়ন, পরিমার্জন, সংগ্রহ, নির্বাচন এবং যথাযথ ব্যবহার করেন; ৪.৪ পাঠ উপস্থাপনায় শিক্ষার্থীদের আগ্রহ, প্রবণতা ও সামর্থ্য অনুযায়ী শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক বহুমূখী শিখন কৌশল প্রয়োগ করেন; ৪.৫ সক্রিয় ও অংশগ্রহণমূলক শিখন কার্যক্রম পরিচালনা করেন; ৪.৬ বাচনিক ও অবাচনিক কৌশল ব্যবহার করে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের সাথে কার্যকর যোগাযোগ স্থাপন করেন; ৪.৭ শিক্ষার্থীর চিন্তন অনুশীলন ও প্রতিফলনমূলক চর্চার কৌশল এবং নিরাময় কার্যক্রম গ্রহণ করেন; ৪.৮ পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য প্রয়োজনীয় সময় ও ব্যবস্থা গ্রহণ করেন; ৪.৯ চাহিদার বিবেচনায় শিখন-শেখানোর কাজে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার এবং কার্যকর প্রয়োগ করেন; ৪.১০ সহশিক্ষাক্রমিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেন।
৫. সহায়ক এবং নিরাপদ শিখন পরিবেশ তৈরি ও বজায় রাখা	৫.১ আনন্দদায়ক, ভয়ভীতি ও নিরাপদ শিখন সহায়ক পরিবেশ তৈরি করেন; ৫.২ শ্রেণিকক্ষে একীভূত শ্রেণিকার্যক্রম পরিচালনার পরিবেশ তৈরি করেন; ৫.৩ কার্যকর শ্রেণি ব্যবস্থাপনা বজায় রাখার জন্য প্রমিত, সুস্পষ্ট ও বোধগম্য ভাষায় নির্দেশনা প্রদান করেন; ৫.৪ শিক্ষার্থীদের সাথে হাসিমুখে কথা বলেন;

	৫.৫ শিক্ষার্থীদেরকে শ্রেণিতে প্রশ্ন করতে বা আলোচনায় অংশ নিতে উৎসাহ প্রদান করেন।
৬. শিক্ষার্থীর শিখন মূল্যায়ন, ফলাবর্তন এবং প্রতিবেদন প্রণয়ন	৬.১ শিক্ষার্থীদের পাঠসংশ্লিষ্ট ধারাবাহিক মূল্যায়নে যথাযথ মূল্যায়ন কৌশল নির্ধারণ ও প্রয়োগ করেন; ৬.২ শিক্ষার্থীদেরকে মূল্যায়ন করে মৌখিক ও লিখিত গঠনমূলক ফলাবর্তন ও নিরাময়মূলক ব্যবস্থা প্রদান করেন; ৬.৩ ধারাবাহিকভাবে শিখন অগ্রগতি বজায় রাখার জন্য প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অর্জনের লিখিতভাবে রেকর্ড সংরক্ষণ করেন; ৬.৪ মূল্যায়নলব্ধ ফলাফল বিশ্লেষণপূর্বক শিক্ষার্থীর শিখন উন্নয়নে তা ব্যবহার করেন; ৬.৫ শিক্ষার্থী মূল্যায়নে যোগ্যতাভিত্তিক অভীক্ষাপত্র প্রণয়ন করেন; ৬.৬ মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন করেন এবং অভিভাবকে অভিহিত করেন।
৭.পেশাগত উন্নয়নে নিজেকে নিয়োজিত রাখা	৭.১ নিয়মিত নির্ধারিত ছকে স্ব-অনুচিন্তন এবং রিফ্লেক্টিভ জার্নাল লিখেন; ৭.২ নিয়মিত এ্যাকশান রিসার্চ পরিচালনা করেন (প্রতি বছর ০১টি) ৭.৩ নিয়মিত কেইস স্টাডি পরিচালনা (প্রতি বছর ০১টি) করেন; ৭.৪ লেসন স্টাডি/টিএসএন/টিএলসি আয়োজন/অংশগ্রহণ করেন (মাসে ০১টি); ৭.৫ সহকর্মীদের পাঠ আগ্রহসহকারে পর্যবেক্ষণ করে ফলাবর্তন প্রদান করেন ও নিজের মান উন্নয়নে সচেষ্ট থাকেন; ৭.৬ নিজের শিখন-শেখানোর মানোন্নয়নের জন্য সহকর্মী এবং সংশ্লিষ্ট মেন্টরকে শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন; ৭.৭ পেশাগত উন্নয়নে সহকর্মী বা শিখন শেখানো যেকোনো ইতিবাচক পরার্মশ গ্রহণ করেন এবং তা বাস্তবায়ন করেন; ৭.৮ স্ব-উদ্যোগে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন (যেমন, মুক্তপাঠ, ই-লার্নিং প্লাটফর্ম, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি); ৭.৯ পরিবর্তিত ও আধুনিক শিখন-শেখানো কৌশল আয়ত্ব করার জন্য নিয়মিত বই, আর্টিকেল, সংবাদপত্র এবং গবেষণাপত্র ইত্যাদি পড়েন।
৮. সকল অংশীজনের সাথে পেশাগত সম্পর্ক বজায় রাখা	৮.১ সকল অংশীজন এবং সহকর্মীদগণের সাথে ইতিবাচক পেশাগত সম্পর্ক বজায় রাখেন; ৮.২ সামর্থ অনুযায়ী সকল সহকর্মীর কাজে স্বতস্ফূর্তভাবে সহযোগিতা এবং উৎসাহ প্রদান করেন; ৮.৩ নিয়মিত মা/অভিভাবক সমাবেশ/উঠান বৈঠক আয়োজন করে মা-বাবা/অভিভাবকের সাথে তাদের সন্তানদের অগ্রগতি অবহিত করেন; ৮.৪ নিয়মিত হোম ভিজিটের মাধ্যমে তাদের সন্তান ও বিদ্যালয়ে শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নিয়মিত যোগাযোগ করেন; ৮.৫ এসএমসি ও পিটিএসহ অন্যান্য সভায় অংশগ্রহণ করেন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে); ৮.৬ অভিভাবক এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে বিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠান, ছাত্র ভর্তি, ঝরে পড়া রোধ, SLIP বাস্তবায়ন, উপকরণ সংগ্রহসহ যে কোনো কাজে সম্পৃক্ত করেন; ৮.৭ সকল অংশীজনের সহায়তায় বিদ্যালয়ের নানাবিধ উন্নয়ন করেন ।
৯.শুদ্ধাচার ও পেশাগত অঙ্গীকার	৯.১ কর্মস্থলের প্রতিটি কার্যক্রমে যথাসময়ে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন (আগমন, শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা, প্রস্থানসহ অন্যান্য ইত্যাদি); ৯.২ অর্পিত প্রতিটি দায়িত্ব স্ব-প্রণোদিত ও স্বতস্ফূর্তভাবে সম্পন্ন করেন; ৯.৩ প্রধান শিক্ষককে বিদ্যালয় পরিচালনায় সর্বাত্মক সহযোগিতা করেন; ৯.৪ জরুরি বা পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে পাঠদান অব্যাহত রাখেন; ৯.৫ ড্রেস কোড (পোষাক) মেনে চলেন; ৯.৬ পেশাগত জীবনে বিদ্যালয় এবং অন্যান্য সকল কার্যক্রমে সরকারি বিধিবিধান প্রতিপালনসহ স্বচ্ছতা, নৈতিকতা এবং জবাবদিহিতা বজায় রাখেন।

প্রধান শিক্ষকমান

প্রধান শিক্ষকমান	পারদর্শিতার সূচক/নির্দেশক
১. শিক্ষার্থী ও তাদের শিখন প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানা	১.১ শিক্ষার্থীর শারীরিক, মানসিক, পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক অবস্থা সংবলিত শিক্ষার্থী প্রোফাইল নিয়মিত হালফিল রাখেন; ১.২ শিক্ষার্থীকে নাম ধরে ডাকেন; ১.৩ শিক্ষার্থীর শারীরিক ও মানসিক, পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক অবস্থা বিবেচনায় শ্রেণি কার্যক্রম পরিকল্পনা করেন; ১.৪ শিক্ষার্থীর শিখনের ধরন ও আচরণ বিবেচনায় শ্রেণি কার্যক্রম পরিকল্পনা করেন;

	১.৫ শিক্ষার্থীর আগ্রহ, প্রবণতা, সক্ষমতা, শিখন ঘাটতি ও চাহিদা বিবেচনায় শ্রেণি কার্যক্রম পরিকল্পনা করেন।
২. শিক্ষার্থীর প্রতি গভীর আস্থা ও উচ্চাশা পোষণ এবং তাকে উন্নত জীবনের স্বপ্নদর্শনে উদ্বুদ্ধ করা	২.১ শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতা, জ্ঞান, দক্ষতা এবং দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ উপর গভীর আস্থা রাখেন; ২.২ শিক্ষার্থীর কাজে উৎসাহ প্রদান করেন এবং সহায়তা করেন; ২.৩ শিক্ষার্থীর সাথে মর্যাদাপূর্ণ এবং ইতিবাচক আচরণ করেন; ২.৪ শিক্ষকের কথা ও আচরণে শিক্ষার্থীর স্বপ্নময় ভবিষ্যত সম্ভাবনার বিষয়ে ইতিবাচকতা লক্ষ করা যায়; ২.৫ যেকোন ধরনের বুলিং থেকে শিক্ষক নিজেকে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বিরত রাখতে উদ্বুদ্ধ করেন; ২.৬ বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ যোগ্যতায় এগিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণা দেন; ২.৭ শিক্ষার্থীদের ভালো কাজে প্রশংসা করেন।
৩. বিষয়বস্তু এবং শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল সম্পর্কে জানা	৩.১ পাঠ উপস্থাপনে শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণার প্রতিফলন পাওয়া যায়; ৩.২ শিখন শেখানো কার্যক্রমে শিক্ষাক্রম, যোগ্যতা (শ্রেণি ও বিষয়ভিত্তিক) এবং শিখনফল সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণার প্রতিফলন পাওয়া যায়; ৩.৩ পাঠ পরিকল্পনা এবং শিখন শেখানো কার্যক্রমে এবং বিভিন্ন প্রকার শিখন শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণার প্রতিফলন পাওয়া যায়; ৩.৪ পাঠ পরিকল্পনা এবং শিখন শেখানো কার্যক্রমে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুর (প্রযোজ্যক্ষেত্রে) পাঠদানের কৌশল সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণার প্রতিফলন পাওয়া যায়।
৪. কার্যকর শিখন-শেখানো কার্যক্রম বাস্তবায়ন	৪.১ শিখনফল ও বিষয়বস্তুর সাথে সঙ্গতি রেখে পাঠ উপস্থাপন করেন; ৪.২ পাঠের নির্ধারিত শিখনফল অনুসারে যথোপযুক্ত শিখন পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করেন; ৪.৩ বিষয়বস্তু উপস্থাপনায় আইসিটিসহ অন্যান্য প্রাসঙ্গিক শিক্ষা উপকরণ তৈরি/প্রণয়ন, পরিমার্জন, সংগ্রহ, নির্বাচন এবং যথাযথ ব্যবহার করেন; ৪.৪ পাঠ উপস্থাপনায় শিক্ষার্থীদের আগ্রহ, প্রবণতা ও সামর্থ্য অনুযায়ী শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক বহুমূখী শিখন কৌশল প্রয়োগ করেন; ৪.৫ সক্রিয় ও অংশগ্রহণমূলক শিখন কার্যক্রম পরিচালনা করেন; ৪.৬ বাচনিক ও অবাচনিক কৌশল ব্যবহার করে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের সাথে কার্যকর যোগাযোগ স্থাপন করেন; ৪.৭ শিক্ষার্থীর চিন্তন অনুশীলন ও প্রতিফলনমূলক চর্চার কৌশল এবং নিরাময় কার্যক্রম গ্রহণ করেন; ৪.৮ পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য প্রয়োজনীয় সময় ও ব্যবস্থা গ্রহণ করেন; ৪.৯ চাহিদার বিবেচনায় শিখন-শেখানোর কাজে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার এবং কার্যকর প্রয়োগ করেন; ৪.১০ সহশিক্ষাক্রমিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেন।
৫. সহায়ক এবং নিরাপদ শিখন পরিবেশ তৈরি ও বজায় রাখা	৫.১ আনন্দদায়ক, ভয়ভীতি ও নিরাপদ শিখন সহায়ক পরিবেশ তৈরি করেন; ৫.২ শ্রেণিকক্ষে একীভূত শ্রেণিকার্যক্রম পরিচালনার পরিবেশ তৈরি করেন; ৫.৩ কার্যকর শ্রেণি ব্যবস্থাপনা বজায় রাখার জন্য প্রমিত, সুস্পষ্ট ও বোধগম্য ভাষায় নির্দেশনা প্রদান করেন; ৫.৪ শিক্ষার্থীদের সাথে হাসিমুখে কথা বলেন; ৫.৫ শিক্ষার্থীদেরকে শ্রেণিতে প্রশ্ন করতে বা আলোচনায় অংশ নিতে উৎসাহ প্রদান করেন।
৬. শিক্ষার্থীর শিখন মূল্যায়ন, ফলাবর্তন এবং প্রতিবেদন প্রণয়ন	৬.১ শিক্ষার্থীদের পাঠসংশ্লিষ্ট ধারাবাহিক মূল্যায়নে যথাযথ মূল্যায়ন কৌশল নির্ধারণ ও প্রয়োগ করেন; ৬.২ শিক্ষার্থীদেরকে মূল্যায়ন করে মৌখিক ও লিখিত গঠনমূলক ফলাবর্তন ও নিরাময়মূলক ব্যবস্থা প্রদান করেন; ৬.৩ ধারাবাহিকভাবে শিখন অগ্রগতি বজায় রাখার জন্য প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অর্জনের লিখিতভাবে রেকর্ড সংরক্ষণ করেন; ৬.৪ মূল্যায়নলব্ধ ফলাফল বিশ্লেষণপূর্বক শিক্ষার্থীর শিখন উন্নয়নে তা ব্যবহার করেন; ৬.৫ শিক্ষার্থী মূল্যায়নে যোগ্যতাভিত্তিক অভীক্ষাপত্র প্রণয়ন করেন; ৬.৬ মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন করেন এবং অভিভাবকে অভিহিত করেন।
৭.পেশাগত উন্নয়নে নিজেকে নিয়োজিত রাখা	৭.১ নিয়মিত নির্ধারিত ছকে স্ব-অনুচিন্তন এবং রিফ্লেক্টিভ জার্নাল লিখেন; ৭.২ নিয়মিত এ্যাকশান রিসার্চ পরিচালনা করেন (প্রতি বছর ০১টি) ৭.৩ নিয়মিত কেইস স্টাডি পরিচালনা (প্রতি বছর ০১টি) করেন; ৭.৪ লেসন স্টাডি/টিএসএন/টিএলসি আয়োজন/অংশগ্রহণ করেন (মাসে ০১টি); ৭.৫ সহকর্মীদের পাঠ আগ্রহসহকারে পর্যবেক্ষণ করে ফলাবর্তন প্রদান করেন ও নিজের মান উন্নয়নে সচেষ্ট থাকেন;

	৭.৬ নিজের শিখন-শেখানোর মানোন্নয়নের জন্য সহকর্মী এবং সংশ্লিষ্ট মেন্টরকে শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন; ৭.৭ পেশাগত উন্নয়নে সহকর্মী বা শিখন শেখানো যেকোনো ইতিবাচক পরার্মশ গ্রহণ করেন এবং তা বাস্তবায়ন করেন; ৭.৮ স্ব-উদ্যোগে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন (যেমন, মুক্তপাঠ, ই-লার্নিং প্লাটফর্ম, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি); ৭.৯ পরিবর্তিত ও আধুনিক শিখন-শেখানো কৌশল আয়ত্ব করার জন্য নিয়মিত বই, আর্টিকেল, সংবাদপত্র এবং গবেষণাপত্র ইত্যাদি পড়েন।
৮. সকল অংশীজনের সাথে পেশাগত সম্পর্ক বজায় রাখা	৮.১ সকল অংশীজন এবং সহকর্মীদগণের সাথে ইতিবাচক পেশাগত সম্পর্ক বজায় রাখেন; ৮.২ সামর্থ অনুযায়ী সকল সহকর্মীর কাজে স্বতস্ফূর্তভাবে সহযোগিতা এবং উৎসাহ প্রদান করেন; ৮.৩ নিয়মিত মা/অভিভাবক সমাবেশ/উঠান বৈঠক আয়োজন করে মা-বাবা/অভিভাবকের সাথে তাদের সন্তানদের অগ্রগতি অবহিত করেন; ৮.৪ নিয়মিত হোম ভিজিটের মাধ্যমে তাদের সন্তান ও বিদ্যালয়ে শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নিয়মিত যোগাযোগ করেন; ৮.৫ এসএমসি ও পিটিএসহ অন্যান্য সভায় অংশগ্রহণ করেন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে); ৮.৬ অভিভাবক এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে বিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠান, ছাত্র ভর্তি, ঝরে পড়া রোধ, SLIP বাস্তবায়ন, উপকরণ সংগ্রহসহ যে কোনো কাজে সম্পৃক্ত করেন; ৮.৭ সকল অংশীজনের সহায়তায় বিদ্যালয়ের নানাবিধ উন্নয়ন করেন ।
৯. শুদ্ধাচার ও পেশাগত অঙ্গীকার	৯.১ কর্মস্থলের প্রতিটি কার্যক্রমে যথাসময়ে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন (আগমন, শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা, প্রস্থানসহ অন্যান্য ইত্যাদি); ৯.২ অর্পিত প্রতিটি দায়িত্ব স্ব-প্রণোদিত ও স্বতস্ফূর্তভাবে সম্পন্ন করেন; ৯.৩ প্রধান শিক্ষককে বিদ্যালয় পরিচালনায় সর্বাত্মক সহযোগিতা করেন; ৯.৪ জরুরি বা পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে পাঠদান অব্যাহত রাখেন; ৯.৫ ড্রেস কোড (পোষাক) মেনে চলেন; ৯.৬ পেশাগত জীবনে বিদ্যালয় এবং অন্যান্য সকল কার্যক্রমে সরকারি বিধিবিধান প্রতিপালনসহ স্বচ্ছতা, নৈতিকতা এবং জবাবদিহিতা বজায় রাখেন।
১০. একাডেমিক তত্ত্বাবধান, মেন্টরিং ও মনিটরিং	১০.১ শিখন-শেখানোর মানোন্নয়নের জন্য বিদ্যালয়ের একাডেমিক তত্ত্বাবধান করেন; ১০.২ শিখন-শেখানোর মানোন্নয়নের জন্য শিক্ষকদের মেন্টরিং করেন; ১০.৩ শিক্ষকদের শ্রেণিপাঠ পর্যবেক্ষণ করেন ও প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করেন; ১০.৪ নিজের বিদ্যালয়ের সকল কার্যক্রমে সহকর্মীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেন; ১০.৫ সহকর্মীদের কার্যক্রম মনিটরিং করেন ও প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।
১১. বিদ্যালয়, প্রশিক্ষণ, দাপ্তরিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা	১১.১ বিদ্যালয়ের পরিবেশ আকর্ষণীয় করেন; ১১.২ সহকারি শিক্ষকগণের জন্য ইন-হাউস প্রশিক্ষণ আয়োজন করেন; ১১.৩ কার্যকরভাবে নিজ বিদ্যালয়ে নির্ধারিত সাব-ক্লাস্টার প্রশিক্ষণ আয়োজন করেন; ১১.৪ ই-প্রাইমারি, এপিএসসি, শিশু জরীপ, হোমভিজিট, শিশু ভর্তি কার্যক্রম বাস্তবায়নসহ সকল তথ্য হালফিল রাখেন; ১১.৫ সংশ্লিষ্ট সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসারের মহোদয়ের সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদনা চুক্তি (APA) স্বাক্ষর করে তা বাস্তবায়ন করেন; ১১.৬ বিদ্যালয় পর্যায়ে আনুসঙ্গিক, (SLIP), প্রাক-প্রাথমিকের শ্রেণিকক্ষ সজ্জিতকরণ, ওয়াসব্লক মেরামতকরণ, পয়ঃনিস্কাশন, রুটিন মেইনটেইনেন্স ও ক্ষুদ্র সংস্কার ও মেরামতের জন্য বরাদ্ধকৃত অর্থ বিধি মোতাবেক ব্যয় করেন। ১১.৭ সরকার কর্তৃক বরাদ্ধকৃত উপবৃত্তির অর্থ বিধিমোতাবেক বিতরণের জন্য সুবিধাভোগী নির্বাচন ও অর্থ প্রাপ্তি নিশ্চিত করেন; ১১.৮ সরকার থেকে প্রাপ্ত ও অন্যান্য যেকোন উৎস থেকে প্রাপ্ত অর্থ শিক্ষার্থী ও বিদ্যালয়ের জন্য খরচ করেন এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করেন; ১১.৯ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দেশিত সকল নির্দেশনা মেনে চলেন।
১২. মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা ও নেতৃত্ব	১২.১ বিদ্যালয়ের সকল কার্যক্রমে সকলের নিরাপদ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেন; ১১.২ সহকারি শিক্ষক শিক্ষক ও অন্যান্য সহকর্মীদের নিয়ে টিম স্পিরিটে কাজ করেন; ১১.৩ বিধি মোতাবেক সহকর্মী শিক্ষক ও কর্মচারীর ছুটি ব্যবস্থাপনা করেন; ১২.৪ বিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট শিক্ষকগণের মাসিক বেতন প্রাপ্তির জন্য মাসিক রিপোর্ট প্রণয়ন করেন; ১২.৫ স্টুডেন্ট কাউন্সিল, কাবদল গঠন, খুদে ডাক্তার দল, হলদে পাখির দল গঠন করে তাদের কার্যক্রম নিশ্চিত করেন;

	১২.৬ বিদ্যালয়ের কার্যক্রম দক্ষতার সাথে পরিচালনা করেন।

সহায়ক তথ্য-৩

শিক্ষকমানের গুরুত্ব:

বর্তমান বিশ্বে বাংলাদেশকে একটি মডার্ন জাতি হিসেবে গড়ে তোলার জন্য শিক্ষকদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষকমান একজন শিক্ষককে আর্দশ শিক্ষক এবং মানসম্মত শিক্ষক হতে সহায়তা করে।

- একজন শিক্ষকের কী জানা এবং করা উচিত তা জানার জন্য
- শিখন-শেখানো কাজে কার্যক্রর উপাদান কোনগুলো তা জানার জন্য
- একজন শিক্ষকের লক্ষ্য কী হওয়া উচিত তা নির্ধারণ করার জন্য
- একজন শিক্ষকের প্রস্তুতি কেমন হওয়া দরকার তা জানার জন্য
- শিখন-শেখানো কার্যক্রমের মান্নোয়ের জন্য
- পাঠে নতুন জ্ঞান, পদ্ধতি ও ধারণা ব্যবহারের জন্য
- শিক্ষকের আত্ম-উন্নয়নের জন্য
- শিক্ষার্থীদের শিখন আচরণ সনাক্তের জন্য
- সঠিক মূল্যায়ন ও ফলাবর্তন প্রদান করার জন্য
- চাকুরির নিয়মনীতি মেনে চলার জন্য
- উন্নত সমাজ গঠনের জন্য
- শিক্ষকের দক্ষতা, জ্ঞান এবং প্রতিফলিত অনুশীলনের বিকাশে সহায়তার জন্য
- মানসম্মত শিক্ষা, পেশাদারিত্ব এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য
- পেশাদারিত্বের বিকাশ শিক্ষকমান একটি অনুঘটক হিসেবে কাজ করে
- শিক্ষকের ধারাবাহিক উন্নতি জন্য
- উচ্চ-মানসম্পন্ন শিক্ষাদান অনুশীলনকে উৎসাহিত করে
- শিক্ষকের কর্মক্ষমতা মূল্যায়ন, গুণগত শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনায় অনুপ্রাণিত করে
- শিক্ষকের পেশাদার লক্ষ্য পূরণে কাজ করে
- শিক্ষকমান শিক্ষকের নেতৃত্বকে উৎসাহিত করে
- শিক্ষকের শিখন-শেখানো পদ্দতি-কৌশলকে আকর্ষিত করে
- শিখন-শেখানোর কাজে একুশ শতকের দক্ষতা অর্জন নিশ্চিত হতে সাহায্য করে
- জীবনব্যাপী শিখন উৎসাহিত করে
- শিক্ষার্থীকে বোঝা এবং তাদের শিখন নিশ্চিত করতে সাহায্য করে

তথ্যসূত্র: Australian Institute for Teaching and School Leadership 2011, *Australian Professional Standards for Teachers*, AITSL, Melbourne.

অধিবেশন-০৩	মডার্ন প্রাথমিক শিক্ষার উপাদান ও শিক্ষকমান রুপান্তর

শিখনফল:

এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ,

ক) মডার্ন প্রাথমিক শিক্ষার ধারণা বর্ণনা করতে পারবেন;
খ) মডার্ন প্রাথমিক শিক্ষার উপাদানসমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন;
গ) মডার্ন বাংলাদেশ বির্নিমাণে মডার্ন প্রাথমিক শিক্ষা প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
ঘ) মডার্ন প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে শিক্ষকমানের রুপান্তর করতে পারবেন।

সময়: ১.৩০ ঘন্টা

পদ্ধতি: মাইন্ড ম্যাপিং, প্রশ্নোত্তর, থিং-পেয়ার-শেয়ার, দলগত কাজ, আলোচনা, উপস্থাপনা।

উপকরণ: বোর্ড, পিপিটি, কর্মপত্র-১, কর্মপত্র-২ এবং অন্যান্য।

অংশ ক	মডার্ন প্রাথমিক শিক্ষা	২৫ মিনিট

- অধিবেশনের শুরুতেই অংশগ্রহণকারীগণকে স্বাগত জানিয়ে অধিবেশন শুরু করবেন।
- বোর্ডে ‘মডার্ন প্রাথমিক শিক্ষা’ শব্দটি লিখুন এবং মাইন্ড ম্যাপিং পদ্ধতি অনুসরণ করে মডার্ন প্রাথমিক শিক্ষা বলতে অংশগ্রহণকারীগণ কী বুঝে তা লিখুন। প্রয়োজনে একজন অংশগ্রহণকারীর সহায়তা নিন। লেখা শেষ হলে পয়েন্টসমূহ রিপিট করুন।
- **সহায়ক তথ্য-১** এর আলোকে তাদের ধারণা স্পষ্ট করুন।
- এরপর অংশগ্রহণকারীগণের নিকট জানতে চান, মডার্ন প্রাথমিক শিক্ষা বৈশিষ্ট্য কী হতে পারে? কয়েকজনে উত্তর শুনুন। এরপর **সহায়ক তথ্য-১** এর আলোকে পিপিটি প্রদর্শন করে তাদের ধারণা স্পষ্ট করুন।

অংশ খ	মডার্ন প্রাথমিক শিক্ষার উপাদান	২০ মিনিট

- এবার অংশগ্রহণকারীগণকে, ‘মডার্ন প্রাথমিক শিক্ষার উপাদানসমূহ কী হবে?’ তা নিয়ে ২ মিনিট চিন্তা করে নিজ নিজ খাতায় লিখতে বলুন। এরপর প্রত্যেকে তার লেখা তার পাশের জনের সাথে বিনিময় করতে বলুন এবং একে অপরের খাতা চেক করতে বলুন। জোড়ায় কাজ করার পর তারা তাদের বিদ্যমান দলে/গ্রুপে প্রত্যেকের লেখা শেয়ার করে দলগত কাজ উপস্থাপনের জন্য ৫মিনিট সময় দিন। এরপর তাদের দলগত কাজ উপস্থাপন করতে বলুন।
- উপস্থাপন শেষে প্রতিটি উপাদান **সহায়ক তথ্য-২** এর আলোকে সকলের ধারণা স্পষ্ট করবেন।

অংশ গ	মডার্ন বাংলাদেশ বির্নিমাণে মডার্ন প্রাথমিক শিক্ষা প্রয়োজনীয়তা	২০ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীগণকে মডার্ন বাংলাদেশ বির্নিমাণে মডার্ন প্রাথমিক শিক্ষা প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে একটা করে পয়েন্ট বলতে বলুন। সেগুলো বোর্ড/পিপিটিতে লিখুন।
- লেখা শেষ হলে প্রয়োজনে সহায়ক তথ্য-৩ এর সাহায্যে তাদের ধারণা স্পষ্ট করুন।

অংশ ঘ	মডার্ন প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে শিক্ষকমানের রুপান্তর	২০ মিনিট

- এবার অংশগ্রহণকারীগণের নিকট জানতে চান, মডার্ন প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে শিক্ষকমানের রুপান্তর কীভাবে করা যেতে পারে? ১/২ জনের উত্তর শুনুন। তাদের আলোচনার প্রেক্ষিতে এবার বলুন আমরা এখন মডার্ন প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে শিক্ষকমানের রুপান্তর কীভাবে করা যায় তা পূর্বে দলেই আলোচনা করে একটি কর্মপত্র পূরণ করবো।
- তাদের কর্মপত্র-১ সরবরাহ করুন। তাদের বলুন, প্রতিটি দল আলোচনা করে কর্মপত্রটি পূরণ করুন। এর জন্য তাদের ১০ মিনিট সময় দিন।
- সময় শেষ হলে দৈব চয়নে ১/২টি দলকে উপস্থাপন করতে বলুন। উপস্থাপনকালীন অন্য দলের ভিন্নমত থাকলে আলোচনা করুন।
- উপস্থাপন শেষ হলে ধন্যবাদ দিন।

অংশ ঙ	অধিবেশনের সারসংক্ষেপ, মূল্যায়ন এবং সমাপ্তি	০৫ মিনিট

- কয়েকজনকে দৈবচয়নে জিজ্ঞেস করুন
  - মডার্ন প্রাথমিক শিক্ষা কী?
  - এর বৈশিষ্ট্য কী?
  - এর উপাদানসমূহ কি কি?
  - শিক্ষকমানকে কীভাবে রূপান্তর করা যাবে?
- সবশেষ আজকের অধিবেশনের সারসংক্ষেপ করুন।
- সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে অধিবেশন সমাপ্ত করুন।

সহায়ক তথ্য	অধিবেশন-৩: মডার্ন প্রাথমিক শিক্ষার উপাদান ও শিক্ষকমান রূপান্তর

সহায়ক তথ্য-১

মডার্ন প্রাথমিক শিক্ষা

বিশ্বব্যবস্থায় ডিজিটাল প্রযুক্তি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রোবোটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, ভার্চুয়াল রিয়ালিটি, অগমেন্টেন্ট রিয়ালিটি, মেশিন লার্নিং, থ্রি-ডি প্রিন্টিং, ক্লাউড কম্পিউটিং, বায়োটেকনোলজি, ড্রোন, ব্লকচেইন টেকনোলজি ইত্যাদি বিষয়সমূহ মানুষের চিন্তা-চেতনায় এবং মন-মানসিকতায় ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে। এই অভাবনীয় পরিবর্তন মোকাবেলার অংশ হিসেবে নতুন প্রজন্মকে একবিংশ শতাব্দির চ্যালেঞ্জ গ্রহণে অভিযোজিত হতে হবে। এসব বিবেচনায় বাংলাদেশ সরকার এদেশকে ২০৪১ সালের মধ্যে মডার্ন বাংলাদেশ বির্নিমাণের ঘোষণা দিয়েছেন। এই মডার্ন বাংলাদেশ হবে সাশ্রয়ী, টেকসই, জ্ঞানভিত্তিক, বুদ্ধিদীপ্ত ও উদ্ভাবনী। যার ভিত্তি হবে মডার্ন নাগরিক, মডার্ন সমাজ, মডার্ন অর্থনীতি এবং মডার্ন সরকার।

মডার্ন বাংলাদেশে মডার্ন নাগরিক তৈরি করতে প্রয়োজন মডার্ন শিক্ষাব্যবস্থা। মডার্ন শিক্ষাব্যবস্থা বাস্তবায়নে মডার্ন প্রাথমিক শিক্ষা অগ্রগণ্য। মডার্ন প্রাথমিক শিক্ষা হবে আধুনিক প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবনী শিক্ষাদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের একুশ-শতকের জন্য প্রস্তুত করা। এই শিক্ষাব্যবস্থায় প্রতিটি শিক্ষার্থীর রুচি, প্রবণতা, চাহিদা, সক্ষমতা বিবেচনায় তার শিখন কার্যক্রম পরিচালনা করা। রিয়াল-টাইম মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শিখন নিশ্চিত করা। এটি শিশুর ভবিষ্যৎ প্রযুক্তি পরিচালনার যোগ্য করে তোলা।

মডার্ন প্রাথমিক শিক্ষা হল শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দেওয়ার একটি উদ্ভাবনী এবং সার্বিক পদ্ধতি, যা উন্নত প্রযুক্তি, ব্যক্তিগতকৃত শিক্ষাদান এবং আধুনিক শিক্ষামূলক পদ্ধতির সংমিশ্রণ ঘটায়। যার লক্ষ্য একটি আকর্ষণীয়, দক্ষ এবং অভিযোজিত শিক্ষা পরিবেশ তৈরি করা এবং শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যতের চাহিদা পূরণে সক্ষম করে তোলা।

মডার্ন প্রাথমিক শিক্ষার বৈশিষ্ট্য:

মডার্ন প্রাথমিক শিক্ষা হলো ইন্টারনেটভিত্তিক, ডিজিটাল পদ্ধতি নির্ভর, উদার, নমনীয়, সহজবোধ্য, ব্লেন্ডেড ও শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক। যেকোনো শিক্ষার্থী যেকোনো সময় যেকোনো স্থান থেকে শিখন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে দক্ষতা অর্জন করতে পারবে। শিক্ষক প্রতিটি শিক্ষার্থীর রুচি, প্রবণতা, চাহিদা ও সক্ষমতা বিবেচনা করে পদ্ধতি-কৌশল নির্বাচনপূর্বক আলাদা আলাদাভাবে রিয়েল-টাইম অনুসরণ করে শিখন কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। একইসাথে প্রতিটা শিক্ষার্থীকে দ্রুত ও যথাযথভাবে মূল্যায়ন ও ফলাবর্তন প্রদান করবেন।

মডার্ন শিক্ষা প্রাথমিক শিক্ষা বৈশিষ্ট্যগুলো হলো-

- শিক্ষা ব্যবস্থা তৈরি করা হবে শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক (Student Centred): প্রতিটি শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত চাহিদা, শেখার ধরন, আগ্রহ এবং ক্ষমতা অনুযায়ী শিক্ষাদান পদ্ধতি, শিখন সামগ্রী এবং শিখন মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালিত হবে। শ্রেণিকক্ষের সকল কার্যক্রম হবে শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক। ডেটা অ্যানালিটিক্স প্রযুক্তি (Data analytical Technology) ব্যবহার করে শিক্ষার্থীর চাহিদা, প্রবণতা এবং সক্ষমতা অনুযায়ী শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালিত হবে। শিক্ষার্থী শিখন ধরণ, প্রবণতা এবং সক্ষমতার ভিত্তিতে লার্নিং প্রোফাইল (Learning Profile) তৈরি করতে হবে। শিক্ষার্থীর পারসোনালাইজড লার্নিংকে (যেমন-মুক্তপাঠ, শিক্ষক বাতায়ন, কিশোর বাতায়ন, ১০মিনিট স্কুল, খান একাডেমী ইত্যাদি।) উৎসাহিত করতে হবে।
- মডার্ন প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যমে শিখন হবে পারস্পরিক বা আন্তমিথস্ক্রিয়ামূলক (Interactive): প্রচলিত শিখন মাধ্যমের সাথে আরো যুক্ত হবে প্রযুক্তিগত শিখন মাধ্যমে (যেমন, Recorded Audio-video/Video Tutorials আদান-প্রদান, social media/learning management system/online platform-এর মাধ্যমে তথ্য আদান-প্রদান, Live Stream/Online Class/Blended education/online school– এ যোগদান, educational websites/social media/learning management system/online platform/ Remote learning platform/distant learning platform-এর মাধ্যমে শিখন)।
- প্রতিটি শিশুর শিখন নিশ্চিত হবে খেলাচ্ছলে এবং চাহিদাভিত্তিক (Personalized) : শিশুরা শিখবে খেলাচ্ছলে (Gamified way of Learning)। শিশুর ব্যক্তিগত শিখন ধরণ অনুযায়ী শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে শিখন নিশ্চিত হবে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও মেশিন লার্নিং এলগরিদম ব্যবহার করে প্রতিটি শিশুর ব্যক্তিগত শিখন ধরণ (Individual Learning Style) গুরুত্ব দিয়ে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।
- শিখন মূল্যায়ন এবং ফলাবর্তন হবে তাৎক্ষণিক (Realtime): শিখন মূল্যায়ন হবে ধারাবাহিক যেখানে সফটওয়ার কিংবা এপ্সভিত্তিক মূল্যায়ন করা যাবে। এতে শিক্ষার্থীকে রিয়েল টাইম (Realtime) মূল্যায়ন এবং তাৎক্ষণিক ফলাবর্তন প্রদান করা যাবে। অনলাইনভিত্তিক মূল্যায়ন ব্যবস্থায় শিক্ষক-শিক্ষার্থী-অভিভাবক-শিক্ষা প্রশাসন যুগপৎভাবে কাজ করার সুযোগ পাবে। প্রতিদিন শিক্ষার্থী মূল্যায়ন করার সুযোগ হবে। সফটওয়ারে ইনপুট দেয়ায় প্রতিটি শিক্ষার্থীর লার্নিং প্রোফাইল (Learning Profile) অনুযায়ী তার অগ্রগতি এবং উন্নয়ন খুব সহজে ট্র্যাক করা যাবে এবং সে অনুযায়ী পরবর্তী কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে।

- শিক্ষার্থী শিখন হবে সহজবোদ্ধ ও সহজগম্য (Flexible and Accessible): শিক্ষার্থী যেকোনো সময় যেকোনো স্থান থকে ইন্টারাক্টিভ (Inter-active) ও ব্লেন্ডেড এপ্রোচ (Blended Approach) অনুসরণ করে সহজেই নিজ শিখন সম্পন্ন করতে পারে। কোনো শিক্ষার্থী নির্দিষ্ট কোনো শিখন থেকে পিছিয়ে পড়লে বা অনুপস্থিত থাকলে সে নিজ থেকে, অভিভাবকের সহায়তায় বা শিক্ষকের সহায়তায় উক্ত পাঠ সম্পন্ন করতে পারে। চাইলে সে বিশেষ প্রয়োজনে অনলাইনের মাধ্যমেও পাঠে অংশগ্রহণ করে শিখন কাজ সম্পন্ন করে পারে। এছাড়া ব্লেন্ডেড শিখন কার্যক্রমের জন্য যে লার্নিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (Learning Management System) আছে, সেখান থেকেও সে শিখতে পারবে এবং শিক্ষকের সাথে যোগাযোগ করতে পারবে। একইসাথে শিক্ষার্থীর শিখন ধরণ অনুযায়ী শিখন-শেখানো কার্যক্রম এবং শিখন মূল্যায়নে বিকল্প ব্যবস্থা (Alternative Assessment) ব্যবহৃত হবে। সকল শিখন মাধ্যমে সকল শিখন বৈচিত্রসম্পন্নের শিক্ষার্থীর প্রবেশাধিকার (Access for All) থাকবে।
- শিখন পদ্ধতি হবে মিশ্র (Blended): মডার্ন শিক্ষা একধরণের ব্লেন্ডেড বা মিশ্র শিখন পদ্ধতি। ব্লেন্ডেড বা মিশ্র শিখন পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী স্বশরীরে (in-person) অথবা অনলাইনে (Online live) উপস্থিত থেকে অথবা অনলাইন মাধ্যম (Recorded Video/Audio) ব্যবহার করে শিখন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে পারে। ব্লেন্ডেড শিখন সকল পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে পর্যায়ক্রমিকভাবে প্রচলিত শ্রেণি শিখনের সাথে মোবাইল শিখন, learning management system/online platform/ Remote learning platform/distant learning platform-এর মাধ্যমে শিখন, ইন্টারেকটিভ ডিভাইস এবং অনলাইন কার্যক্রমের সংমিশ্রিত কার্যকর, উদ্ভাবনী ও সমস্যা সমাধানমূলক একটি ধারাবাহিক আনুষ্ঠানিক শিখন সমাধান। ব্লেন্ডেন্ড শিখন হবে,
  ১. শিখন-শেখানো কার্যক্রম অনুশীলন (Face To Face, Live/online, TV/Radio, Recorded Class)
  ২. ভার্চুয়াল কন্টেন্ট ও রিসোর্স (Digital Text Book, Digital Content, শিক্ষক বাতায়ন, কিশোর বাতায়ন)
  ৩. মূল্যায়ন ব্যবস্থা (Project Based Learning, ধারাবাহিক এবং অনলাইনভিত্তিক)
  4. শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়ন (Face To Face, Online Training)
  ৫. অন্তভূক্তিমূলক ডিজিটাল অবকাঠামো (Hi-tech, Low-tech, No-tech-এর মিশ্রন)
  ৬. সংশ্লিষ্ট জনের অংশিদারিত্ব (Community, Public-private, Int' Org. EdTech Company)
  ৭. শিক্ষা ব্যবস্থাপনা (Monitoring & Evaluation, Transparency & Accountability, Quality Assurance)
  ৮. নীতি নির্ধারণী কার্যক্রম (ICT Policy, Education Policy, Copy right Policy)

- ডিজিটাল অন্তর্ভূক্তিমূলক (Digitally Inclusive): শিক্ষায় সকল শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণের সুযোগ নিশ্চিত করে। ডিজিটাল মাল্টিমিডিয়া শ্রেণিকক্ষে সবরকম ডিজিটাল ডিভাইস, নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ ও উচ্চগতির ইন্টারনেট কানেক্টিভিটিসহ শিখনে প্রয়োজনীয় সকল ধরণের সুযোগ-সুবিধা বিদ্যমান থাকে। ডিজিটাল অন্তর্ভূক্তিমূলক শিক্ষাতে সারা বিশ্বে প্রচলিত সর্বাধুনিক প্রযুক্তি, উদ্ভাবনী চিন্তা ও কৌশল ব্যবহার করে রিয়েল-টাইম মূল্যায়ন ও ফলাবর্তনের মাধ্যমে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক, নীতি-নির্ধারক পর্যায় থেকে শুরু করে সরকারী-বেসরকারী, ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান, এনজিও, দেশীয়-আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান সবাই নিজ নিজ অবস্থান থেকে সমবেত প্রচেষ্টার মাধ্যমে এ শিক্ষার উন্নয়নে কাজ করে।
- রুপান্তর উপযোগী ও অভিযোজনমুখী (Adaptable & Transformable): ২১ শতকের যুগান্তর সৃষ্টিকারী প্রযুক্তির সাথে তালমিলিয়ে নতুন প্রজন্মকে জনমীতি থেকে জনশক্তিতে রূপান্তর করার একমাত্র হাতিয়ার মডার্ন প্রাথমিক শিক্ষা। সেই লক্ষ্যে শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা হয়েছে। বর্তমানে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রম ২০২১-এ ডিজিটাল প্রযুক্তির সমন্বয়, ইন্টারাক্টিভ কন্টেন্ট, ব্লেন্ডেন্ড এপ্রোচ, রুপান্তর উপযোগী এবং অভিযোগজনমূখী বিবেচনায় প্রণয়ন করা হয়েছে।

সহায়ক তথ্য-২

মডার্ন প্রাথমিক শিক্ষার উপাদান

প্রচলিত শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থার ইন্টারনেট সম্বলিত ডিজিটাল অবকাঠামোর সমন্বয়ে পরিবর্তিত অত্যাধুনিক ব্যবস্থাই মডার্ন প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা। এই শিক্ষা ব্যবস্থার মূল উপাদানগুলো হলো:

১. বিদ্যালয় (School)
২. শিক্ষার্থী (Student)
৩. শিক্ষক (Teacher)
৪. শিক্ষাক্রম (Curriculum)
৫. শিখন-শেখানো কার্যক্রম (Teacher-learning Activities)
৬. মডার্ন প্রযুক্তি (Smart Technology)
৭. ব্যক্তিগতকৃত শিক্ষাদান (Personalized Learning)
৮. উদ্ভাবনী শিক্ষাদান পদ্ধতি (Innovative Teaching-Learning methods)
৯. একবিংশ শতাব্দীর দক্ষতার উন্নয়ন (Skill Enhancing for 21st Century)
১০. যোগাযোগ ও সহযোগিতা (Communication & Collaboration)
১১. সমন্বিত ও ন্যায়সংগত প্রবেশাধিকার (Combined & Integrated Access)
১২. রিয়েল টাইম মূল্যায়ন ও ফলাবর্তন (Real-Time Assessment & Feedback)
১৩. ডিজিটালাইজড প্রশাসনিক ও একাডেমিক ব্যবস্থাপনা (Digitalized Academic & Administrative Management)
১৪. প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও প্রতিফলিত শিক্ষক (Trained & Self-reflective Teacher)
১৫. একীভূত শিখন পরিবেশ (Inclusive Learning-Infrastructure)
১৬. শিক্ষকদের ক্ষমতায়ন (Teacher's Empowerment)

১. বিদ্যালয় (School):

মডার্ন প্রাথমিক শিক্ষায় বিদ্যালয় হবে এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেখানে শিক্ষার্থীদের শিখনকে ত্বরান্বিত করতে বিভিন্ন ডিজিটাল সামগ্রী ও প্রযুক্তির ব্যবহার করা হয়। বিদ্যালয়ে প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ও নিরাপদ ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত শিখন সমাধান, শিখনে সক্রিয় অংশগ্রহণ, সহযোগিতামূলক শিখন, শিখন রিয়াল টাইম মূল্যায়ন এবং একাডেমিক অর্জন নিশ্চিত করে। মডার্ন বাংলাদেশের মডার্ন নাগরিক তৈরি করবে মডার্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়। বিদ্যালয়ে মডার্ন অবকাঠামো থাকবে যেখানে ডিজিটাল ডিভাইস (কম্পিউটার, টেবলেট, ইন্টারেক্টিভ হোয়াইটবোর্ড), উচ্চগতির ইন্টারনেট সংযোগ এবং শিখন-শেখানোর বিভিন্ন সফটওয়ার এপ্লিকেশনসহ মডার্ন ক্লাসরুম থাকবে। বিদ্যালয়ের একটি লার্নিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম থাকবে যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা কখনো অনলাইনে, কখনে ফিলিপ্ট (Flipped) ক্লাসরুমে সংযুক্ত হতে পারবে, মূল্যায়ন কার্যক্রমে অংশ নিতে পারবে এবং অনলাইনে নিজেদের মধ্যে বা শিক্ষকের সহায়তায় সহযোগিতামূলকভাবে শিখন কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে। বিদ্যালয় প্রযুক্তির নিরাপদ ব্যবহার এবং সাইবার নিরাপত্তার বিষয়গুলো সর্বোচ্চ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করবে।

২. শিক্ষার্থী (Student): মডার্ন প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হবে শিক্ষার্থীকে কেন্দ্র করে। শিক্ষার্থীদেরকে পাঠ্যপুস্তকে সীমাবদ্ধ না রেখে জীবনমূখী শিক্ষায় উদ্বুদ্ব করতে হবে। শিখন আয়োজন হবে অভিজ্ঞতাভিত্তিক, সমস্যা সমাধানমূলক, সহযোগীতামূলক, সক্রিয় এবং জীবনমুখী। শিক্ষার্থীদের ডিজিটাল লিটারেসিতে সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে। শিক্ষার্থীরা তাদের শিখনের সাথে সম্পৃক্ত ডিজিটাল ডিভাইসগুলো ব্যবহারে সক্ষম করে তুলতে হবে। শিক্ষার্থীরা তার সহপাঠীর সাথে সহযোগিতামূলক শিখনে উদ্বুদ্ব করতে হবে, তাদের নিজেদের শিখনের গতি, সক্ষমতা বিবেচনায় নিজেদের শিখনের দায়িত্ব নিজেরাই নিতে সক্ষম তুলতে হবে। শিক্ষার্থীরা যাতে স্বশরীরে (in-person) অথবা অনলাইনে (Online live) উপস্থিত থেকে অথবা অনলাইন মাধ্যম (Recorded Video/Audio) ব্যবহার করে শিখন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে পারে, সেই ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষার্থীকে রিয়েল টাইম (Realtime Assessment) মূল্যায়ন করে শিখন ঘাটতি (Learning Gap) চিহ্নিত করতে হবে এবং তাৎক্ষণিক ফলাবর্তন (Feedback) প্রদান করতে হবে, প্রয়োজনে নিরাময়মূলক ব্যবস্থা (Remedial Action) নিতে হবে। শিক্ষার্থীর শিখন ধরণ (Individual Learning Style) গুরুত্ব দিয়ে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। শিক্ষার্থী শিখন ধরণ, প্রবণতা এবং সক্ষমতার ভিত্তিতে লার্নিং প্রোফাইল (Learning Profile) তৈরি করতে হবে।

৩. শিক্ষক (Teacher): শিক্ষককে কেবল তাদের বিষয়ের জ্ঞানে পারদর্শী নন বরং আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে কার্যকরভাবে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনায় দক্ষ হতে হবে। তারা শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত চাহিদা বুঝে এবং শিক্ষার্থীর পূর্ণ বিকাশে বা শিখন নিশ্চিতকরণে পৌঁছাতে সহায়তা করার জন্য শিক্ষকের শেখানোর অভিজ্ঞতা ব্যক্তিগতকৃত করার দক্ষতা থাকতে হবে। শিক্ষার্থীদের প্রযুক্তির নিরাপদ ব্যবহার এবং সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক ব্যবহারিক জ্ঞানে দক্ষ করে তোলতে হবে। শিক্ষক উচ্চতর শিক্ষা প্রযুক্তি এবং

পেডাগোজিতে নিজের দক্ষতাকে সর্বদা যুগোপযোগী রাখতে সচেষ্ট থাকতে হবে। শিক্ষার সকল ক্ষেত্রে সকল শিক্ষার্থী শিখন এবং প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষার্থীদের জন্য লার্নিং প্রোফাইল তৈরি করে তাদের শিখন ঘাটত দূর করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৪. শিক্ষাক্রম (Curriculum): মডার্ন প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রম হবে অভিযোজনক্ষম এবং রুপারন্তর যোগ্য। প্রতিটি শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত চাহিদা, শিখন ধরন, আগ্রহ এবং ক্ষমতা অনুযায়ী শিক্ষাদান পদ্ধতি, শিখন সামগ্রী, মূল্যায়ন পদ্ধতি এবং একুশ শতকের দক্ষতাসমূহ বিবেচনায় নিয়ে প্রণয়ন করতে হবে মডার্ন প্রাথমিক শিক্ষাক্রম। এই শিক্ষাক্রম অভিজ্ঞতাভিত্তিক, সমস্যা সমাধানমূলক, সহযোগীতমূলক, সক্রিয়, জীবনমুখী এবং ব্লেন্ডেন্ড হবে।

৫. শিখন-শেখানো কার্যক্রম (Teacher-learning Activities):
মডার্ন প্রাথমিক শিক্ষায় শিখন-শেখানো কার্যক্রম হবে আনন্দময়, ব্যবহারিক বা কাজভিত্তিক বা হাতে কলমে শিখন, অভিজ্ঞতাভিত্তিক, প্রজেক্টভিত্তিক, সমস্যাভিত্তিক, সহযোগিতামূলক, চ্যালেঞ্জভিত্তিক, অনুসন্ধানভিত্তিক, একক-জোড়া-দলগত কাজসহ স্ব-প্রণোদিত শিখনের সংমিশ্রণ, প্রেক্ষাপটনির্ভর, অনলাইন বা ফ্লিপ্ট (Flipped) ব্যবহার করে শিখন, ক্রিয়াকলাপভিত্তিক শিখন (play and activity based) ইত্যাদি। এছাড়াও শিক্ষাদের উচ্চতর চিন্তন দক্ষতা অনুশীলনের ব্যবস্থা থাকবে বিভিন্ন কার্যক্রমে।

৬. মডার্ন প্রযুক্তি (Smart Technology): বিদ্যালয় প্রযুক্তি সমৃদ্ধ (Distance Learning System, Learning Management System, Virtual Reality, Augmented Reality, Educational Applications, Interactive Whiteboard, Smartboard, Digital Student Device, Laptop/Computer, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও মেশিন লার্নিং, ক্লাউড কম্পিউটিং ইত্যাদি) থাকবে। ই-লার্নিং প্লাটফর্ম (মুক্তপাঠ, শিক্ষক বাতায়ন, কিশোর বাতায়ন, ১০মিনিট স্কুল, খান একাডেমী ইত্যাদি) এবং ভার্চুয়াল শ্রেণিকক্ষের (গুগল ক্লাসরুম, জুম ও গুগল মিট সফটওয়ার ইত্যাদি ব্যবহার) ব্যবস্থা থাকবে।

৭. ব্যক্তিগতকৃত শিক্ষাদান (Personalized Learning): শিক্ষার্থীর শিখন ধরণ, দক্ষতা, প্রবণতা এবং সক্ষমতার উপর ভিত্তি করে ব্যক্তিগতকৃত শিক্ষাদান (Personalized Learning) পদ্ধতি নিশ্চিত করতে হবে। প্রতিটি শিক্ষার্থীর নির্দিষ্ট চাহিদা, প্রবণতা, সক্ষমতা বিবেচনা করে পাঠ পরিকল্পনায় কার্যক্রম, উপকরণ নির্বাচন এবং ব্যবহার নির্ধারণ করা।

৮. উদ্ভাবনী শিক্ষাদান পদ্ধতি (Innovative Teaching-Learning methods): শিক্ষক সবর্দা শিক্ষার্থীদের উপযোগী শিক্ষাদান পদ্ধতি ব্যবহার করবে যেখানে শিক্ষার্থীদের সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা, সৃজনশীলতা, প্রকল্পভিত্তিক, সহযোগীতামূলক এবং সমস্যা সমাধান দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। শিক্ষার্থীরা একক, জোড়ায় বা দলগত আলোচনা বা কার্যকলাপের মাধ্যমে যোগাযোগ দক্ষতার প্রয়োগ ঘটাবে। শিক্ষার্থীদের কার্যক্রম থাকবে ভবিষ্যৎ জীবনে প্রয়োগমূখী।

৯. একবিংশ শতাব্দীর দক্ষতার উন্নয়ন (Skill Enhancing for 21st Century): একবিংশ শতাব্দীর সাধারণ দক্ষতাসমূহ যেমন, Active Listening, Teamwork, Problem solving, Time Management, Adoptability, Networking, Leadership, Innovative, Creative, Emotional Intelligence, Critical Thiniking, Conflict Resolution, Attention to detail, Communication, collaboration, tecnology literacy ইত্যাদি উন্নয়ন ঘটাতে হবে যাতে শিক্ষার্থীরা ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হতে পারে। একুশ শতকের প্রযুক্তির ইতিবাচক ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

১০. যোগাযোগ ও সহযোগিতা (Communication & Collaboration): একুশ শতকের অন্যতম দক্ষতা হলো যোগাযোগ এবং সহযোগিতা। শিক্ষক-শিক্ষার্থী-অভিভাবক-শিক্ষা প্রশাসন-কমিউনিটি শিক্ষার্থীর শিখন এবং নৈতিকতা উন্নয়নে যুগপৎ কাজ করতে হবে। প্রতিনিয়ত শিক্ষার্থীর অগ্রগতির প্রতিবেদন সম্পর্কে অবহিত করতে হবে। শিক্ষার্থী দলগত কাজ যেমন-প্রজেক্ট ওয়ার্ক দিতে হবে যাতে তারা একসঙ্গে এবং অভিজ্ঞতা শেয়ার করে কাজ সম্পাদন করতে পারে।

১১. সমন্বিত ও ন্যায়সংগত প্রবেশাধিকার (Combined & Integrated Access): মডার্ন প্রাথমিক শিক্ষায় সকল চাহিদার শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ে, শ্রেণিকক্ষে, শিখন-শেখানো কার্যক্রমে, সহশিক্ষাক্রমিক কার্যক্রমে, অনলাইন প্ল্যাটফর্মে সহজে এবং ন্যায়সংগজ্ঞ প্রবেশাধিকার পাবে। শিক্ষার্থীর প্রয়োজনানুযায়ী ফলাবর্তন এবং সহায়তা প্রদান করতে হবে।

১২. রিয়েল টাইম মূল্যায়ন ও ফলাবর্তন (Real-Time Assessment & Feedback): সফটওয়ার কিংবা এপ্সভিত্তিক মূল্যায়ন করা হলে শিক্ষার্থীদের রিয়েল টাইম এসেসমেন্ট এবং ফলাবর্তন দেয়া সম্ভব হবে। অনলাইন সফটওয়ার ভিত্তিক এ মূল্যায়ন ও ফলাবর্তনে শিক্ষক-শিক্ষার্থী- প্রশাসন যুগপৎভাবে কাজ করার সুযোগ থাকছে। প্রতিদিনের পাঠ শেষে শিক্ষার্থীর নির্দিষ্ট অর্জন তাৎক্ষণিকভাবে সফটওয়ারে ইনপুট দেয়ার সুযোগ থাকায় প্রত্যেক শিশুর অগ্রগতি ও উন্নয়নের ক্ষেত্র সহজেই বুঝা সম্ভব হবে।

১৩. ডিজিটালাইজড প্রশাসনিক ও একাডেমিক ব্যবস্থাপনা (Digitalized Academic & Administrative Management): ডিজিটালাইজড প্রশাসনিক ও একাডেমিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বিদ্যালয়ের প্রতিটি কর্মকান্ডের এবং প্রতিটি শিক্ষার্থীর তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ, ফলাফল প্রস্তুতকরণ, বিতরণ, বিদ্যালয়ের সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার এবং সহজভাবে করা যাবে। প্রতিটি শিক্ষার্থীর শিখন ঘাটতি সহজেই ট্যাক করা যাবে।

১৪. প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও প্রতিফলিত শিক্ষক (Trained & Self-reflective Teacher) : মডার্ন প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় সকল শিক্ষক হবে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত। তারা বিষয়-জ্ঞানে পারদর্শীতার সাথে সাথে কার্যকর শিখন পদ্ধতি, শিশু মনোবিজ্ঞান, শিখন মূল্যায়ন, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে দক্ষ হবেন। শিক্ষক হবেন একজন প্রতিফলিত শিক্ষক যিনি নিয়মিত নিজের শিখন-শেখানো পদ্ধতি পর্যালোচনা করেন, নিজেকে উন্নত করার চেষ্টা করেন, এবং শিক্ষার্থীর শিখন নিশ্চিত করার জন্য নতুন ধারণা ও পদ্ধতি প্রয়োগ করেন।

১৫. একিভূত শিখন পরিবেশ (Inclusive Learning-Infrastructure): একীভূত শিখন পরিবেশ হলো যেখানে সকল শিক্ষার্থী একই ছাদের নিচে নির্বিশেষে যেমন- জাতি-ধর্ম, বিশ্বাস, আর্থিক সক্ষমতা, পারিবারিক-সামাজিক পরিচয়, বর্ণ, শেখার ধরন ও চাহিদা ইত্যাদি বিবেচাওনায় বৈষম্যহীনভাবে সমান সুযোগ-সুবিধা ও সহায়তা পায়। এই ধরনের পরিবেশে শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ প্রতিভা বিকাশের সুযোগ পায়।

১৬. শিক্ষকদের ক্ষমতায়ন (Teacher's Empowerment): মডার্ন প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষকদের সকল ধরনের কাজকে সহজ করে দিবে। শিখন-শেখানো কার্যক্রম ছাড়াও শিক্ষক আরো কতগুলো কাজ করতে হয়। যেমন- গ্রেডিং সিস্টেম, অ্যাটেন্ডেন্স ট্র্যাকার এবং শিখন মূল্যায়ন, লার্নিং প্রোফাইল ইত্যাদি কাজসমূহ অনলাইনে খুব সহজেই করা যাবে। এতে করে শিক্ষক তার শিখন-শেখানো কাজে বেশি সময় দিতে পারবেন।

সহায়ক তথ্য-৩

মডার্ন **বাংলাদেশ বিনির্মাণে মডার্ন প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা**

মডার্ন বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্য অর্জনে মডার্ন প্রাথমিক শিক্ষা অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে। কারণ প্রাথমিক শিক্ষাই শিক্ষার ভিত্তি স্থাপন করে। জ্ঞান, দক্ষতা ও মূল্যবোধ সমৃদ্ধ শিশুরাই ভবিষ্যতে দেশের নেতৃত্ব দেবে এবং দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

মডার্ন প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় বিষয়ভিত্তিক জ্ঞানের পাশাপাশি ২১ শতকের দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করে যা শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করবে। তাই মডার্ন প্রাথমিক শিক্ষা মডার্ন বাংলাদেশ বির্নিমাণে অন্যতম প্রধান সহায়ক হিসেবে কাজ করবে। এর প্রয়োজনীয়তা নিম্নরূপ-

- মডার্ন প্রাথমিক শিক্ষা মডার্ন নাগরিক তৈরি করবে।
- মডার্ন প্রাথমিক শিক্ষা একুশ শতকের দক্ষতা অর্জনে প্রধান নিয়ামক হিসেবে কাজ করবে।
- মডার্ন প্রাথমিক শিক্ষা সৃজনশীল শিক্ষার্থী তৈরি করবে।
- মডার্ন প্রাথমিক শিক্ষা সহযোগিতা এবং সহমর্মিতা বৃদ্ধি করবে।
- মডার্ন প্রাথমিক শিক্ষা কার্যকর যোগাযোগ সৃষ্টি ভূমিকা রাখবে।
- শিক্ষার্থীর শিখন নিশ্চিত করবে।
- শিক্ষার্থী-শিক্ষকের ডিজিটাল লিটারেসি অর্জনে সহায়তা করবে।
- মডার্ন প্রাথমিক শিক্ষা চতুর্থ শিল্প বিল্পবের প্রযুক্তি ব্যবহার সক্ষমতা বৃদ্ধি করবে।
- মডার্ন প্রাথমিক শিক্ষা মডার্ন সমাজ নির্মাণে সহায়তা করবে।

মডার্ন প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে শিক্ষকমানের রুপান্তর

কর্মপত্র-১: মডার্ন প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে শিক্ষকমান রুপান্তর	
পারদর্শিতার সূচক/নির্দেশক	**মডার্ন প্রাথমিক শিক্ষায় রুপান্তর কীভাবে করা যাবে**
শিক্ষার্থীর শারীরিক, মানসিক, পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক অবস্থা সংবলিত শিক্ষার্থী প্রোফাইল নিয়মিত হালফিল রাখেন	
শিক্ষার্থীকে নাম ধরে ডাকেন	
শিক্ষার্থীর শারীরিক ও মানসিক, পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক অবস্থা বিবেচনায় শ্রেণি কার্যক্রম পরিকল্পনা করেন	
শিক্ষার্থীর শিখনের ধরন ও আচরণ বিবেচনায় শ্রেণি কার্যক্রম পরিকল্পনা করেন	
শিক্ষার্থীর আগ্রহ, প্রবণতা, সক্ষমতা, শিখন ঘাটতি ও চাহিদা বিবেচনায় শ্রেণি কার্যক্রম পরিকল্পনা করেন	
শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতা, জ্ঞান, দক্ষতা এবং দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ উপর গভীর আস্থা রাখেন	
শিক্ষার্থীর কাজে উৎসাহ প্রদান করেন এবং সহায়তা করেন	
শিক্ষার্থীর সাথে মর্যাদাপূর্ণ এবং ইতিবাচক আচরণ করেন	
শিক্ষকের কথা ও আচরণে শিক্ষার্থীর স্বপ্নময় ভবিষ্যত সম্ভাবনার বিষয়ে ইতিবাচকতা লক্ষ করা যায়	
যেকোন ধরনের বুলিং থেকে শিক্ষার্থীদের বিরত রাখতে উদ্বুদ্ধ করেন	
বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ যোগ্যতায় এগিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণা দেন	
শিক্ষার্থীদের ভালো কাজে প্রশংসা করেন	
পাঠ উপস্থাপনে শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণার প্রতিফলন পাওয়া যায়	
শিখন শেখানো কার্যক্রমে শিক্ষাক্রম, যোগ্যতা (শ্রেণি ও বিষয়ভিত্তিক) এবং শিখনফল সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণার প্রতিফলন পাওয়া যায়	
পাঠ পরিকল্পনা এবং শিখন শেখানো কার্যক্রমে এবং বিভিন্ন প্রকার শিখন শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণার প্রতিফলন পাওয়া যায়	
পাঠ পরিকল্পনা এবং শিখন শেখানো কার্যক্রমে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুর (প্রযোজ্যক্ষেত্রে) পাঠদানের কৌশল সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণার প্রতিফলন পাওয়া যায়	
শিখনফল ও বিষয়বস্তুর সাথে সঙ্গতি রেখে পাঠ উপস্থাপন করেন	
পাঠের নির্ধারিত শিখনফল অনুসারে যথোপযুক্ত শিখন পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করেন	
বিষয়বস্তু উপস্থাপনায় আইসিটিসহ অন্যান্য প্রাসঙ্গিক শিক্ষা উপকরণ তৈরি/প্রণয়ন, পরিমার্জন, সংগ্রহ, নির্বাচন এবং যথাযথ ব্যবহার করেন	
পাঠ উপস্থাপনায় শিক্ষার্থীদের আগ্রহ, প্রবণতা ও সামর্থ্য অনুযায়ী শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক বহুমূখী শিখন কৌশল প্রয়োগ করেন	
সক্রিয় ও অংশগ্রহণমূলক শিখন কার্যক্রম পরিচালনা করেন	
বাচনিক ও অবাচনিক কৌশল ব্যবহার করে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের সাথে কার্যকর যোগাযোগ স্থাপন করেন	

শিক্ষার্থীর চিন্তন অনুশীলন ও প্রতিফলনমূলক চর্চার কৌশল এবং নিরাময় কার্যক্রম গ্রহণ করেন	
পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য প্রয়োজনীয় সময় ও ব্যবস্থা গ্রহণ করেন	
চাহিদার বিবেচনায় শিখন-শেখানোর কাজে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার এবং কার্যকর প্রয়োগ করেন	
সহশিক্ষাক্রমিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেন	
আনন্দদায়ক, ভয়ভীতি ও নিরাপদ শিখন সহায়ক পরিবেশ তৈরি করেন	
শ্রেণিকক্ষে একীভূত শ্রেণিকার্যক্রম পরিচালনার পরিবেশ তৈরি করেন	
কার্যকর শ্রেণি ব্যবস্থাপনা বজায় রাখার জন্য প্রমিত, সুস্পষ্ট ও বোধগম্য ভাষায় নির্দেশনা প্রদান করেন	
শিক্ষার্থীদের সাথে হাসিমুখে কথা বলেন	
শিক্ষার্থীদেরকে শ্রেণিতে প্রশ্ন করতে বা আলোচনায় অংশ নিতে উৎসাহ প্রদান করেন	
শিক্ষার্থীদের পাঠসংশ্লিষ্ট ধারাবাহিক মূল্যায়নে যথাযথ মূল্যায়ন কৌশল নির্ধারণ ও প্রয়োগ করেন	
শিক্ষার্থীদেরকে মূল্যায়ন করে মৌখিক ও লিখিত গঠনমূলক ফলাবর্তন ও নিরাময়মূলক ব্যবস্থা প্রদান করেন	
ধারাবাহিকভাবে শিখন অগ্রগতি বজায় রাখার জন্য প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অর্জনের লিখিতভাবে রেকর্ড সংরক্ষণ করেন	
মূল্যায়নলব্ধ ফলাফল বিশ্লেষণপূর্বক শিক্ষার্থীর শিখন উন্নয়নে তা ব্যবহার করেন	
শিক্ষার্থী মূল্যায়নে যোগ্যতাভিত্তিক অভীক্ষাপত্র প্রণয়ন করেন	
মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন করেন এবং অভিভাবকে অভিহিত করেন	
নিয়মিত নির্ধারিত ছকে স্ব-অনুচিন্তন এবং রিফ্লেক্টিভ জার্নাল লিখেন	
নিয়মিত এ্যাকশান রিসার্চ পরিচালনা (প্রতি বছর ০১টি) করেন	
নিয়মিত কেইস স্টাডি পরিচালনা (প্রতি বছর ০১টি) করেন	
লেসন স্টাডি/টিএসএন/টিএলসি আয়োজন/অংশগ্রহণ (মাসে ০১টি) করেন	
সহকর্মীদের পাঠ আগ্রহসহকারে পর্যবেক্ষণ করে ফলাবর্তন প্রদান করি ও নিজের মান উন্নয়নে সচেষ্ট থাকেন	
নিজের শিখন-শেখানোর মানোন্নয়নের জন্য সহকর্মী এবং সংশ্লিষ্ট মেন্টরকে শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন	
পেশাগত উন্নয়নে সহকর্মী বা শিখন শেখানো যেকোনো ইতিবাচক পরার্মশ গ্রহণ করি এবং তা বাস্তবায়ন করেন	
স্ব-উদ্যোগে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ গ্রহণ (যেমন, মুক্তপাঠ, ই-লার্নিং প্লাটফর্ম, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি) করেন	
পরিবর্তিত ও আধুনিক শিখন-শেখানো কৌশল আয়ত্ব করার জন্য নিয়মিত বই, আর্টিকেল, সংবাদপত্র এবং গবেষণাপত্র ইত্যাদি পড়েন	
সকল অংশীজন এবং সহকর্মীগণের সাথে ইতিবাচক পেশাগত সম্পর্ক বজায় রাখেন	
সামর্থ অনুযায়ী সকল সহকর্মীর কাজে স্বতস্ফূর্তভাবে সহযোগিতা এবং উৎসাহ প্রদান করেন	
নিয়মিত মা/অভিভাবক সমাবেশ/উঠান বৈঠক আয়োজন করে মা-বাবা/অভিভাবকের সাথে তাদের সন্তানদের অগ্রগতি অবহিত করেন	
নিয়মিত হোম ভিজিটের মাধ্যমে তাদের সন্তান ও বিদ্যালয়ে শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নিয়মিত যোগাযোগ করেন	
এসএমসি ও পিটিএসহ অন্যান্য সভায় অংশগ্রহণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) করেন	

অভিভাবক এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে বিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠান, ছাত্র ভর্তি, ঝরে পড়া রোধ, SLIP বাস্তবায়ন, উপকরণ সংগ্রহসহ যে কোনো কাজে সম্পৃক্ত করেন	
সকল অংশীজনের সহায়তায় বিদ্যালয়ের নানাবিধ উন্নয়ন করেন	
কর্মস্থলের প্রতিটি কার্যক্রমে যথাসময়ে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ (আগমন, শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা, প্রস্থানসহ অন্যান্য ইত্যাদি) করেন	
অর্পিত প্রতিটি দায়িত্ব স্ব-প্রণোদিত ও স্বতস্ফূর্তভাবে সম্পন্ন করেন	
প্রধান শিক্ষককে বিদ্যালয় পরিচালনায় সর্বাত্মক সহযোগিতা করেন	
জরুরি বা পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে পাঠদান অব্যাহত রাখেন	
ড্রেস কোড (পোষাক) মেনে চলেন	
পেশাগত জীবনে বিদ্যালয় এবং অন্যান্য সকল কার্যক্রমে সরকারি বিধিবিধান প্রতিপালনসহ স্বচ্ছতা, নৈতিকতা এবং জবাবদিহিতা বজায় রাখেন	

তথ্যসূত্র:

১. ব্লেন্ডেড শিক্ষার রূপরেখা প্রণয়ন বিষয়ক জাতীয় টাস্কফোর্স-২০২২।
২. শিক্ষাক্রম ও বাংলাদেশের শিক্ষা, আ. মালেক ও মরিয়ম
৩. শিখন, শিক্ষন ও প্রশিক্ষণ, আঃ মালেক
4. Retrieved from:https://a2i.gov.bd/wp-content/uploads/2023/05/Six-Elements-Accelerating-Education-for-a-Smart-Bangladesh
5. Retrieved from:https://a2i.gov.bd/a2i-trending-insights/smart-education-accelerator
6. Retrieved from: https://ugc.gov.bd/sites/default/files/files/ugc.portal.gov.bd/_policies/ddeb0952_f123_4d24_8ddf_53b9b24031f8/
7. Retrieved from: https://www.linkedin.com/pulse/revolutionising-education-21st-century-arun-singh, April 8, 2023, Time: 2.28pm
8. Callea, D. Training and development in professional teaching: the Cambridge DELTA experience.
9. Cornford, I. R. (2002). Reflective teaching: Empirical research findings and some implications for teacher education. Journal of Vocational education and Training, 54(2), 219-236.
10. Retrieved from: https://oasis.col.org/server/api/core/bitstreams/dd5e08df-ec0a-4fdc-9de6-6c925da5441c/content

অধিবেশন-০৪	মডার্ন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনে শিক্ষকমান

শিখনফল:

এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ,

ক) মডার্ন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনে শিক্ষকমানের ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন;
খ) মডার্ন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনে রিসোর্সসমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন;

সময়: ১.৩০ ঘন্টা
পদ্ধতি: মাইন্ড ম্যাপিং, থিংক-পেয়ার-শেয়ার, দলগত কাজ, আলোচনা, উপস্থাপনা।
উপকরণ: বোর্ড, পোস্টার পেপার, পিপিটি, কর্মপত্র-১, এবং অন্যান্য।

অংশ ক	মডার্ন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনে শিক্ষকমান	২৫ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীগণকে শুভেচ্ছা জানিয়ে অধিবেশন শুরু করুন।
- মডার্ন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনে শিক্ষকমান কী ভূমিকা রাখবে এই বিষয়ে তাদের ডাইরিতে লিখতে বলুন। এর জন্য ৫মিনিট সময় দিন।
- এরপর প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে তার লেখা তার পাশের জনের সাথে বিনিময় করতে বলুন এবং তার পার্টনার কি লিখেছে তা পড়তে বলুন। এরপর প্রতিটি টেবিলে বসা অংশগ্রহণকারীগণকে দলভিত্তিক পয়েন্ট আঁকারে পোস্টার পেপার লিখতে বলুন। এক্ষেত্রে সকলে মতামতকে বিবেচনায় নিয়ে পোস্টার পেপারে লিখতে বলুন।
- দলীয় কাজ শেষ হলে উপস্থাপন করতে বলুন।

অংশ খ	মডার্ন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনে শিক্ষকমান	৬০ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীগণকে দুই জন করে জোড়া গঠন করতে বলুন। প্রতিটি জোড়াকে কর্মপত্র-১ সরবরাহ করুন। শিক্ষকমানের প্রতিটি নির্দেশকের আলোকে কর্মপত্রটি পূরণ করতে বলুন। এর জন্য ২০ মিনিট সময় দিন।
- জোড়া কাজ শেষ হলে উপস্থাপন করতে বলুন। প্রতি জোড়া তাদের উপস্থাপনকালীন প্রয়োজনীয় আলোচনা করে সকলের ধারণা স্পষ্ট করুন।

অংশ গ	অধিবেশনের সারসংক্ষেপ, মূল্যায়ন এবং সমাপ্তি	০৫ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীগণের মধ্যে থেকে ১ বা ২ জনকে এই অধিবেশনের সারসংক্ষেপ করতে বলুন।
- ধন্যবাদ দিয়ে অধিবেশন সমাপ্ত করতে বলুন।

সহায়ক তথ্য	অধিবেশন-২: মডার্ন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনে শিক্ষকমান

কর্মপত্র-১:

মডার্ন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনে শিক্ষকমান						
শিক্ষকমান	**বাস্তবায়নে কৌশল কী হবে**	**বাস্তবায়নে কার কার দায়িত্ব**	**কি কি রির্সোসের প্রয়োজন হবে**	**উপকার কী হবে**	**সমস্যা কী তৈরি হবে**	**উত্তরণের উপায় কী হবে**
১. শিক্ষার্থী ও তাদের শিখন প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানা						
২. শিক্ষার্থীর প্রতি গভীর আস্থা ও উচ্চাশা পোষণ এবং তাদের উন্নত জীবনের স্বপ্নদর্শনে উদ্বুদ্ধ করা						
৩. বিষয়বস্তু এবং শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল সম্পর্কে জানা						
৪. কার্যকর শিখন-শেখানো কার্যক্রম বাস্তবায়ন						
৫. সহায়ক এবং নিরাপদ শিখন পরিবেশ তৈরি ও বজায় রাখা						
৬. শিক্ষার্থীর শিখন মূল্যায়ন, ফলাবর্তন এবং প্রতিবেদন প্রণয়ন						
৭. পেশাগত উন্নয়নে নিজেকে নিয়োজিত রাখা						
৮. সকল অংশীজনের সাথে পেশাগত সম্পর্ক বজায় রাখা						
৯. শুদ্ধাচার ও পেশাগত অঙ্গীকার						

প্র.শি. ১০. একডেমিক তত্ত্বাবধান, মেন্টরিং ও মনিটরিং						
প্র.শি. ১১. বিদ্যালয়, প্রশিক্ষণ, দাপ্তরিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা						
প্র.শি. ১২. মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা ও নেতৃত্ব						

অধিবেশন-০৫	মডার্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় বিনির্মাণে নেতৃত্ব

শিখনফল:

এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ,

ক) মডার্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় বিনির্মাণে নেতৃত্বের ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন;

খ) মডার্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় বিনির্মাণে প্রধান শিক্ষক এবং সহকারী শিক্ষকগণের প্রশাসনিক নেতৃত্বের ভূমিকা চিহ্নিত করতে পারবেন;

গ) মডার্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় বিনির্মাণে প্রধান শিক্ষক এবং সহকারী শিক্ষকগণের একাডেমিক নেতৃত্বের ভূমিকা চিহ্নিত করতে পারবেন;

সময়: ১.৩০ ঘন্টা

পদ্ধতি: মাইন্ড ম্যাপিং, প্রশ্ন-উত্তর, দলগত কাজ, আলোচনা, উপস্থাপনা।

উপকরণ: বোর্ড, পোস্টার পেপার, পিপিটি।

অংশ ক	মডার্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় বিনির্মাণে নেতৃত্ব	২৫ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীগণকে শুভেচ্ছা জানিয়ে অধিবেশন শুরু করুন।
- অংশগ্রহণকারীগণকে ১ মিনিট চিন্তা করতে বলুন যে, মডার্ন প্রাথমিক শিক্ষা বির্নিমাণে নেতা ও নেতৃত্ব কেমন হওয়া দরকার?
- কয়েকজনের নিকট থেকে শুনুন। **সহায়ক তথ্য-১** এর আলোকে পিপিটি প্রর্দশনপূর্বক সকলের ধারণা স্পষ্ট করুন।

অংশ খ	মডার্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় বিনির্মাণে শিক্ষকের নেতৃত্বের প্রশাসনিক ভূমিকা	২৫ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীগণের নিকট জানতে চান, মডার্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় বিনির্মাণে শিক্ষকের নেতৃত্বের প্রশাসনিক ভূমিকা কেমন হবে?
- একজন অংশগ্রহণকারীগণকে বোর্ডে সকলের পয়েন্টগুলো লেখার জন্য অনুরোধ জানান।
- **সহায়ক তথ্য-২** এর আলোকে পিপিটি প্রর্দশনপূর্বক সকলের ধারণা স্পষ্ট করুন।

অংশ গ	মডার্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় বিনির্মাণে শিক্ষকের নেতৃত্বের একাডেমিক ভূমিকা	৩৫ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীগণের নিকট জানতে চান, মডার্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় বিনির্মাণে শিক্ষকের নেতৃত্বের একাডেমিক ভূমিকা কেমন হবে?
- একজন অংশগ্রহণকারীগণকে বোর্ডে সকলের পয়েন্টগুলো লেখার জন্য অনুরোধ জানান।
- **সহায়ক তথ্য-২** এর আলোকে পিপিটি প্রর্দশনপূর্বক সকলের ধারণা স্পষ্ট করুন।

অংশ গ	অধিবেশনের সারসংক্ষেপ, মূল্যায়ন এবং সমাপ্তি	০৫ মিনিট

- কয়েকজনের নিকট জানতে চান, মডার্ন নেতা এবং মডার্ন নেতৃত্ব কী?
- একজনকে এই অধিবেশনের সারসংক্ষেপ করতে বলুন।
- সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে আজকের অধিবেশন সমাপ্ত করুন।

সহায়ক তথ্য	অধিবেশন-২: মডার্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় বিনির্মাণে নেতৃত্ব

সহায়ক তথ্য-১

মডার্ন নেতা

ঐতিহ্যগতভাবে নেতা মানে বোঝায় যিনি কোন দল, গোত্র বা গোস্টিকে পরিচালনা করে থাকেন। স্থান কাল পাত্রভেদে নেতার বৈচিত্র দেখা যায়। স্বাভাবিকভাবে নেতা তার নেতৃত্ববলে অনুসারীদের পরিচালনা করে নিজ প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে কাজ করে থাকেন। দলের অনুসারীরাও নেতার আদেশ ও নির্দেশ মেনে প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে নিজেদের নিয়োজিত করে থাকেন।

কিন্তু বর্তমানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, মেশিন মার্নিং ও রোবটিক্সের যুগে নেতৃত্বের জ্ঞান, দক্ষতা, কৌশল ও ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এখন একজন নেতা তার প্রতিস্ঠান পরিচালনার জন্য ডিজিটাল প্রযুক্তি (কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, আইসিটি প্রযুক্তি) ব্যবহার করে অতি দ্রুততার সাথে কম সময়, কম খরচ ও কম পরিশ্রম অথচ কার্যকরভাবে যে কোন কাজ মুহূর্তেই সম্পাদন করে থাকেন।

একজন নেতা সাধারণত কোনো দল, প্রতিষ্ঠান বা জনগোষ্ঠীকে নির্দিষ্ট কোনো বিষয়ে প্রথমে সচেতন করে তোলেন। তারপর তিনি তাদের সংগঠিত, অনুপ্রাণিত ও প্রভাবিত করে সেই লক্ষ্য অর্জনের কর্মে তাদেরকে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত করেন। তিনি তার অনুসারীদেরকে দিক নির্দেশনা ও সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে সকলের সাধারণ লক্ষ্য অর্জনের দিকে পরিচালিত করেন।

কোনো প্রতিষ্ঠানে শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠান প্রধান বা উচ্চপদে আসীন ব্যক্তিবর্গই নেতা নন, বরং সাধারণ কোনো কর্মীও তার অধিক্ষেত্রে নিজ গুণ, দক্ষতা ও কর্মতৎপরতার মাধ্যমে নেতা হিসেবে ভূমিকা পালন করতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে, একটি প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনের জন্য শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠানের প্রধান বা আনুষ্ঠানিকভাবে নেতৃত্বের আসনে দায়িত্বপালনকারী ব্যক্তিগণের নেতৃত্বই যথেষ্ট নয়। প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য কর্মীগণকেও নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে নেতৃত্বের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া অতীব জরুরী।

মডার্ন নেতৃত্ব

নেতার কাজকে নেতৃত্ব বলা হয়। নেতা যাই করেন তাই নেতৃত্ব। একজন মডার্ন নেতা তার প্রযুক্তিজ্ঞান, প্রভাব, দক্ষতা, যোগ্যতা ও বিচক্ষণতার মাধ্যমে দল বা প্রতিষ্ঠানকে মডার্নলি পরিচালনা করে থাকেন। নেতৃত্বকে বিভিন্ন শিক্ষাবিদ বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। কোনো কোনো শিক্ষাবিদের মতে, নেতৃত্বে হলো একটি প্রক্রিয়া। আবার কোনো কোনো শিক্ষাবিদ মনে করেন, নেতৃত্ব হলো মানুষের আচরণ, চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রভাবিত করার একটি গুণ।

শিক্ষা বিশেষজ্ঞরা নেতৃত্বকে একটি প্রক্রিয়া হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। তাদের মতে, নেতৃত্ব হলো নেতা ও অনুসারীদের মধ্যে সংঘটিত একটি প্রক্রিয়া যেখানে নেতা ও অনুসারী উভয়েই অংশগ্রহণ করেন। অন্যদিকে, কিছু বিশেষজ্ঞ নেতৃত্বকে ব্যক্তির গুণ বা বৈশিষ্ট্য হিসেবে দেখেন। তাদের মতে, কোনো নেতা কর্তৃক অনুসারীদের প্রভাবিত ও পরিচালনা করার কাজকেই নেতৃত্ব বলে।

সাধারণত, কোনো সাধারণ লক্ষ্য অর্জনের জন্য কোনো দল, প্রতিষ্ঠান বা জনগোষ্ঠীকে কোনো বিষয়ে সচেতন, সংগঠিত, অনুপ্রাণিত ও প্রভাবিত করা। সেই লক্ষ্য অর্জনের কর্মে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত করা; এবং লক্ষ্য অর্জনের দিকে পরিচালিত করার কর্মতৎপরতাকে নেতৃত্ব বলে। সকল ধরনের সংজ্ঞারই সারকথা হলো নেতৃত্ব হলো একটি প্রভাব প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে একটি দল বা জনগোষ্ঠী তাদের সাধারণ লক্ষ্য অর্জন করে।

নেতৃত্বের আরও কয়েকটি সংজ্ঞা

- লক্ষ্য অর্জনের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের আচরণ প্রভাবিত করার দক্ষতাকে বলা হয় নেতৃত্ব।
- নেতৃত্ব হলো এমন এক প্রক্রিয়া, যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি নির্দেশনা, পরামর্শ ও কৌশল দ্বারা অপরকে নিয়ন্ত্রণ কিংবা আচার আচরণ ও মনোভাবের উপর প্রভাব বিস্তার করে।
- নেতৃত্ব হচ্ছে নেতা কর্তৃক প্রভাব বিস্তারের একটি সামাজিক প্রক্রিয়া যাতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা লক্ষ্য অর্জনের জন্য স্বেচ্ছায় কাজে অংশগ্রহণে কাজ করে।
- নেতৃত্ব হচ্ছে জনগনকে প্রভাবিত করার এমন একটি কলা-কৌশল যাতে তারা দলীয় লক্ষ্য অর্জনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে উদ্বুদ্ধ হয়।
- নেতৃত্ব হচ্ছে লক্ষ্য নির্ধারণ ও বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত একটি সংগঠিত দলের কার্যাবলীকে প্রভাবিত করার প্রক্রিয়া।

সহায়ক তথ্য-২: মডার্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং সহকারী শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য

প্রশাসনিক দায়িত্ব ও কর্তব্য

- মডার্ন উপকরণসমূহ (লেপটপ, প্রজেক্টর, ইন্টার‍্যাক্টিভ/মডার্ন বোর্ড, ইন্টারনেট, মাল্টিমিডিয়া) যথাযথ সংরক্ষণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করবেন।
- শ্রেণীকক্ষে মডার্ন উপকরণসমূহ ব্যবহার নিশ্চিত করবেন।
- মডার্ন উপকরণসমূহের নিয়মিত সফটোয়ার আপডেট নিশ্চিত করবেন।
- মডার্ন উপকরণসমূহ হার্ডোয়ার মেরামত নিশ্চিত করবেন।
- সহকারী শিক্ষকদের মডার্ন উপকরণসমূহ ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করবেন।
- সহকারী শিক্ষকদের মডার্ন উপকরণসমূহ ব্যবহারে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিয়ে তাকবেন ।

- নিরবিচ্ছিন্ন ইন্টারনেট সংযোগ নিশ্চিত করা।
- মডার্ন বা বায়োমেট্রিক হাজিরার ব্যবস্থা করা।
- সহকারী শিক্ষকদের মডার্ন প্রযুক্তি ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করবেন।
- প্রধান শিক্ষক স্কুলের যাবতীয় রেকর্ড, রেজিস্টার ও ফাইল সংরক্ষণ করবেন।
- স্কুল এলাকায় স্কুল গমনোপযোগী শিশুদের বাৎসরিক জরিপের কাজ শিক্ষকমণ্ডলী ও ম্যানেজিং কমিটির সদস্যদের সহযোগিতায় সম্পন্ন করবেন এবং শিশু জরিপের স্থায়ী রেজিস্টার সংরক্ষণ করবেন।
- শিশুদের অভিভাবকবৃন্দকে তাদের সন্তানদের স্কুলে প্রেরণের জন্য উদ্বুদ্ধ করবেন।
- শিক্ষকমণ্ডলী, ম্যানেজিং কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং অভিভাবকদের সহযোগিতায় বিদ্যালয়ে শিশুদের দৈনিক ও নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিত করবেন।
- বাৎসরিক পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবেন এবং উহার আলোকে সাপ্তাহিক রুটিন প্রণয়ন করবেন।
- বিদ্যালয়ে বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী সভা, বাৎসরিক ক্রীড়ানুষ্ঠান ও অভিভাবক দিবস উদযাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- সহকারী শিক্ষকদের এক সঙ্গে অনধিক ৩ দিন পর্যন্ত নৈমিত্তিক ছুটি মঞ্জুর করতে পারবেন।
- সংশ্লিষ্ট সকলকে সরকারি আদেশ ও আইন সম্পর্কে অবহিত করবেন।
- স্কুলে ম্যানেজিং কমিটির সদস্যদের সহযোগিতায় স্কুলগৃহ, আসবাবপত্র ও অন্যান্য সম্পদের নিয়মিত সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- প্রয়োজনীয় রিপোর্ট ও রিটার্ন নিয়মিত প্রণয়নপূর্বক সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট যথানিয়মে প্রেরণ করবেন।
- ট্রান্সফার সার্টিফিকেট ইস্যু করবেন।
- প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা/বৃত্তি পরীক্ষায় ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করবেন।
- স্কুলে ম্যানেজিং কমিটি গঠনের নিমিত্তে সময়মত ব্যবস্থা গ্রহণ এবং সদস্যসচিবের দায়িত্ব পালন করবেন।
- শিক্ষক অভিভাবক সমিতি গঠন ও উহার কার্যকারিতা নিশ্চিত করবেন।
- সরকার প্রদত্ত পাঠ্যপুস্তক ও অন্যান্য সরবরাহকৃত দ্রব্য ও সাজ-সরঞ্জামাদি ম্যানেজিং কমিটির অনুমোদনক্রমে বিতরণ করবেন।
- বিদ্যালয় শ্রেণিকক্ষ, বিদ্যালয় আঙ্গিনা, উঠান এবং শৌচাগার ইত্যাদির তথা বিদ্যালয় পরিবেশের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করবেন।
- পাঠোন্নতির লক্ষ্যমাত্রা পর্যালোচনার নিমিত্তে সহকারী শিক্ষকদের সঙ্গে প্রতি মাসে অন্ততপক্ষে ২টি অধিবেশনের ব্যবস্থা করবেন এবং সিদ্ধান্তসমূহ রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করবেন।
- সহকারী শিক্ষকদের এসিআর অনুস্বাক্ষরপূর্বক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সহকারী উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসার সমীপে প্রেরণ করবেন।
- সহকারী শিক্ষকদের ছুটি, বদলিসহ অন্যান্য আবেদনপত্র মন্তব্য সহকারে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সমীপে প্রেরণ করবেন।
- মাসে অন্ততপক্ষে একবার ম্যানেজিং কমিটির অধিবেশনের ব্যবস্থা করবেন এবং অধিবেশনে গৃহীত সিদ্ধান্তবলি বাস্তবায়ন করবেন।
- সরকার ও স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত অর্থ, আসবাবপত্র, শিক্ষা উপকরণ ও অন্যান্য সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য ক্যাশবুক ও স্টক রেজিস্টার সংরক্ষণ করবেন।
- স্কুলের শিক্ষক ও অন্যান্য কর্মচারীদের মাসিক বেতন বিল তৈরি করে সহকারী উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসারের নিকট নিয়মিতভাবে দাখিল করবেন।
- বিভিন্ন সময়ে সরকার/অধিদপ্তর/উপজেলা পরিষদ কর্তৃক আরোপিত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করবেন।
- এসএমসি এবং শিক্ষক-অভিভাবক সমিতি গঠন নিশ্চিত করবেন।
- এসএমসি-এর সহায়তা নিয়ে পরিকল্পনা কমিটি গঠন করবেন।
- শিক্ষক, শিক্ষার্থী, শিক্ষক-অভিভাবক সমিতির সদস্যবৃন্দ এবং স্থানীয় জনগণের মধ্যে উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি ও বাস্তবায়ন সম্পর্কিত তথ্যাদি প্রদর্শনের ব্যবস্থা করবেন।
- স্থানীয় জনগণকে পরিকল্পনা তৈরি ও বাস্তবায়নের সাথে সম্পৃক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।
- পরিকল্পনায় যে বাজেট থাকবে তার কিয়দংশ অর্থায়নের জন্য তিনি জনগণকে উদ্বুদ্ধ করবেন।
- সঠিকভাবে খরচের ভাউচার তৈরি করবেন এবং রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।
- পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রেক্ষিতে খরচের বিবরণী তৈরি করবেন ও ভাউচারসহ উপজেলা অফিসে প্রেরণ করবেন।
- উল্লিখিত দায়িত্বসমূহ সম্পাদনের লক্ষ্যে অন্যান্য শিক্ষকের সহায়তা গ্রহণ করবেন (সকল শিক্ষক একটি টিম হিসেবে কাজ করবে)।

- সাব-ক্লাস্টার ট্রেনিং এর দিন, তারিখ এবং বিষয় শিক্ষকদের যথাসময়ে জানিয়ে দিবেন। সাব-ক্লাস্টার ট্রেনিং অনুষ্ঠানের জন্য সবরকম আয়োজন সম্পন্ন করবেন। যেমন: বসার জায়গা, শিক্ষা উপকরণ ইত্যাদি।
- প্রশিক্ষণের দিন প্রধান শিক্ষক নিজে উপস্থিত থাকবেন এবং অন্যান্য শিক্ষকের উপস্থিতি নিশ্চিত করবেন।
- প্রশিক্ষণের দিন সাধারণত শিক্ষকদের নৈমিত্তিক ছুটি প্রদান করা যাবে না।

একাডেমিক দায়িত্ব ও কর্তব্য

- সকল শিক্ষক মডার্ন উপকরণ (লেপটপ, প্রজেক্টর, ইন্টার‍্যাক্টিভ/মডার্ন বোর্ড, ইন্টারনেট, মাল্টিমিডিয়া) ব্যবহার করে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা করে কিনা তদারকি করবেন।
- সকল শিক্ষক মডার্ন উপকরণ (লেপটপ, প্রজেক্টর, ইন্টার‍্যাক্টিভ/মডার্ন বোর্ড, ইন্টারনেট, মাল্টিমিডিয়া) পরিচালনা ও ব্যবহারের নির্দেশনা দিবেন।
- শ্রেণি কার্যক্রমে মডার্ন উপকরণসমূহ ব্যবহার নিশ্চিত করবেন।
- শ্রেণি কার্যক্রমে শিক্ষকগণ ইন্টার‍্যাক্টিভ কন্টেন্ট ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করবেন।
- শ্রেণি কার্যক্রমে শিক্ষকগণ ইন্টার‍্যাক্টিভ কন্টেন্ট তৈরীতে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও নির্দেশনা দিবেন।
- শ্রেণি কার্যক্রমে শিক্ষকগণকে বিষয়ভিত্তিক ইন্টার‍্যাক্টিভ কন্টেন্ট তৈরীতে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও নির্দেশনা দিবেন।
- শিক্ষকবৃন্দ শিক্ষার্থীদের কার্যকর নির্দেশ প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর উন্নয়ন হচ্ছে কি না তা মনিটরিং-এর মাধ্যমে নিশ্চিত করা।
- শিক্ষার্থীদের মানসম্মত শিক্ষা প্রদানের জন্য পেশাগত উন্নয়নের মাধ্যমে শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় জ্ঞান এবং দক্ষতা নিশ্চিত করা।
- বিদ্যালয়ের এ্যাসেসমেন্ট ও ইভালুয়েশন প্রক্রিয়া তত্ত্বাবধান করা।
- শিক্ষার্থীদের প্রাতিষ্ঠানিক সফলতার জন্য সহায়তা প্রদান নিশ্চিত করা।
- শিক্ষার্থীদের উন্নতি অর্জন তরান্বিত করতে অভিভাবক ও কমিউনিটিকে জড়িত করা।
- শিক্ষার্থীদের শিখনে সহায়তা প্রদানের জন্য রিসোর্স সরবরাহ নিশ্চিত করা।
- প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গমনোপযোগী শিশুদের বিদ্যালয়ে নিয়মিত পাঠানোর জন্য অভিভাবকদের উদ্বুদ্ধ করা।
- সহকারী শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়মিত স্কুলে উপস্থিতি নিশ্চিত করবেন।
- নিয়মিত প্রতিদিন লিখিতভাবে অন্তত দুই জন শ্রেণি শিখন-শেখানো কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করে শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা।
- পাঠের পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে সহকারী শিক্ষকগণ দৈনিক পাঠ পরিকল্পনা এবং শিক্ষা উপকরণ তৈরি বা সংগ্রহ করেছেন কি না সে সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া।
- সহকারী শিক্ষকগণ তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করছেন কি না সে সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া।
- নিয়মিত পাক্ষিক সভায় সকল পর্যবেক্ষণ উত্থাপণ করে আলোচনা করবেন ও সম্মিলিতভাবে উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করবেন।
- বিদ্যালয় পাঠাগারের উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করা।

✓ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি-

- শিক্ষা বিজ্ঞান ও বাংলাদেশের শিক্ষা, আ মালেক, মরিয়ম, শাহ্নেয়াজ।
- প্রধান শিক্ষকদের জন্য লিডারশিপ প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল ২০১৩ ও ২০২৪
- একাডেমিক তত্ত্বাবধান প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল-২০১৫

অধিবেশন-০৬	জাতীয় শিক্ষাক্রমে শিক্ষার্থীর যোগ্যতা এবং শিখনক্ষেত্র

শিখনফল:

এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ,

ক) জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখার আলোকে শিক্ষার্থী যোগ্যতার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
খ) প্রাথমিক স্তরের মূল যোগ্যতার সাথে শিখন ক্ষেত্রের সম্পর্ক নির্ণয় করতে পারবেন;
গ) ক্ষেত্রভিত্তিক প্রাথমিক স্তরের যোগ্যতাগুলোর শিখন-ক্ষেত্র চিহ্নিত করতে পারবেন।

সময়: ১.৩০ ঘন্টা
পদ্ধতি: ব্রেনস্টর্মিং, আলোচনা, দলগত কাজ, মার্কেট প্লাস, উপস্থাপনা।
উপকরণ: বোর্ড, পোস্টার পেপার, ভিপ কার্ড, পিপিটি, কর্মপত্র-১, এবং অন্যান্য।

অংশ ক	জাতীয় শিক্ষাক্রমে শিক্ষার্থীর যোগ্যতার ধারণা	৪০ মিনিট

- অংশগ্রহণকারী সকল প্রশিক্ষণার্থীকে স্বাগত জানিয়ে অধিবেশন শুরু করুন।
- একটি আনন্দদায়ক একটিভিটি দিয়ে শুরু করুন। যেমন “সাইমন সেইজ” এর মাধ্যমে অধিবেশন শুরু করুন। [বলুন সাইমন সেজ “টাচ ইয়র হেড, টাচ ইয়র নওজ’ আপনি টাচ বললে প্রশিক্ষণার্থীরা নিজ নিজ অংশ টাচ করবে ....টাচ না বলে শুধু অঙ্গের নাম বললে এক্ষেত্রে তারা টাচ করলে ডিচকোয়ালিফাইড হবে। এ আনন্দদায়ক এক্টিভিটিটা কিছুক্ষণ চালান।] সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে নিজ নিজ আসন গ্রহণে অনুরোধ জানান।
- উপস্থিত সকলকে একটি করে বিপ কার্ড প্রদান করুন।
- হাউজে উন্মুক্ত প্রশ্ন রাখুন, “যোগ্যতা কী?”। সবাইকে ৩০-৪০ সেকেন্ড ভাবতে সময় দিন। প্রত্যেককে নিজ বিপ কার্ডে পয়েন্ট আকারে উত্তর লিখতে বলুন।
- এবার তাদের উত্তর/মতামত শেয়ার করতে বলুন ও সবাইকে মতামতে অংশগ্রহণ করতে বলুন। এভাবে কয়েকজনের মতামত শুনুন। আলোচনার মাধ্যমে ধারণা স্পষ্ট করুন।
- **সহায়ক তথ্য-১** এর আলোকে পিপিটির মাধ্যমে যোগ্যতা/শিক্ষার্থী যোগ্যতার ধারণা উপস্থাপন করুন।
- এবার প্রশ্ন করুন “যোগ্যতার উপাদান” কী? সবাইকে ৩০-৪০ সেকেন্ড ভাবতে সময় দিন। কয়েকজনের কাছ থেকে মতামত শুনুন। একজনকে দিয়ে সবার মতামত অনুসারে বোর্ডে মাইন্ড ম্যাপিং করুন।

  আমরা শিক্ষার্থী যোগ্যতার পরিচয়ে দেখেছি যে, জ্ঞান, দক্ষতা এবং ইতিবাচক মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি সমন্বিতভাবে অর্জিত হলে শিক্ষার্থীর মাঝে যোগ্যতা গড়ে উঠে।
  তার মানে যোগ্যতার উপাদান হলো- জ্ঞান, দক্ষতা এবং ইতিবাচক মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি।
- **সহায়ক তথ্য-১** এর আলোকে পিপিটির মাধ্যমে শিক্ষার্থী/ যোগ্যতার উপাদানগুলো উপস্থাপন করুন।
- সবাইকে চারটি দলে ভাগ করুন। [দল ভাগ করার ক্ষেত্রে আপনার ডান পাশ থেকে অংশগ্রহণকারীগণকে ক্রমান্বয়ে ১,২,৩,৪ বলতে বলুন। সবার বলা শেষ হলে প্রত্যেক ১,২,৩,৪ বলা প্রশিক্ষণার্থীকে ১, ২, ৩, ও ৪ নং দলে ভাগ করুন।]
- এবার প্রত্যেক দলে সহায়ক তথ্য-১ প্রদান করুন।
- কর্মপত্র ৯.১ অনুযায়ী দল নং ১ ও ৩ কে জ্ঞান ও মূল্যবোধ, আর ২ ও ৪ কে দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি উপর পর্যালোচনা করে পোস্টারে লিখে উপস্থাপন করতে বলুন। তাদের প্রয়োজনীয় উপকরণ পোস্টার, মার্কার, সাইনপেন সরবরাহ করুন। কাজটি করার জন্য তাদের ১৫ মিনিট সময় দিন।

কর্মপত্র-১

উপাদানের বৈশিষ্ট	অধিক্ষেত্র/বিষয়	বর্ণনা	উদাহরণ
জ্ঞান.........			
দক্ষতা.........			
মূল্যবোধ.........			
দৃষ্টিভঙ্গি.........			

- দলগত আলোচনা ও দলীয় কাজ চলাকালীন ঘুরে ঘুরে দেখুন। সবার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করুন। প্রয়োজনে তাদের আলোচনায়/কাজে সহযোগীতা করুন।
- যেকোন দুই দলকে উপস্থাপন করতে বলুন বাকীদের আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে বলুন।

অংশ খ	মূল যোগ্যতার সাথে শিখন ক্ষেত্রের সম্পর্ক নির্ণয় ও ক্ষেত্রভিত্তিক যোগ্যতার শিখন-ক্ষেত্র	৪৫ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞেস করুন পরিমার্জিত কারিকুলাম ২০২১ এ কয়টি মূল যোগ্যতা আছে? সেগুলো কি কি? কয়েকজনের উত্তর শুনুন ও পারলে বলতে বলুন। এবার প্রশ্ন করুন পরিমার্জিত কারিকুলাম ২০২১ এ কয়টি শিখন ক্ষেত্রে আছে? কয়েকজনের উত্তর শুনুন।
- সবাইকে সহায়ক তথ্য-২ প্রদান করুন এবং তথ্যপত্র-২ এ থাকা মূল যোগ্যতাগুলো, মূল যোগ্যতার বিপরীতে কয়টি শিখন-ক্ষেত্র ও শিখন-ক্ষেত্র থেকে বিষয় নির্বাচন আছে তা দলগতভাবে দেখতে বলুন। ৫ মিনিট সময় দিন।
- দেখা শেষ হলে দল থেকে বলতে বলুন, কয়টি মূল যোগ্যতা, কয়টি শিখন ক্ষেত্র ও বিষয় আছে তা কি কি?
- তথ্যপত্র -২ এর আলোকে পিপিটির মাধ্যমে মূল যোগ্যতা, শিখন-ক্ষেত্র ও নির্বাচিত বিষয় উপস্থাপন করুন।

> শিক্ষাক্রমের দশটি মূল যোগ্যতা অর্জনে যথাযথ পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য শিক্ষার্থীদের শিখনের দশটি ক্ষেত্র নির্ধারণ করা হয়েছে।
> শিক্ষার্থীর বিকাশের ক্ষেত্র, পূর্বে নির্ধারিত নীতি, মূল্যবোধ, মূল যোগ্যতা ও দক্ষতা, পরিস্থিতি বিশ্লেষণমূলক গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল এবং জাতীয় পর্যালোচনাসমূহের ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ শিখন-বিষয়গুলো বিবেচনায় এনে শিখন-ক্ষেত্র নির্বাচন করা হয়েছে।
> এই নির্বাচনের সময় স্থানীয় ও বৈশ্বিক বিভিন্ন চাহিদা ও প্রেক্ষাপট যেমন বিবেচনা করা হয়েছে, একই সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে একাডেমিক অগ্রাধিকার এবং উচ্চশিক্ষা ও কর্মজগতের বর্তমান ও ভবিষ্যত পরিপ্রেক্ষিত।
> মূল যোগ্যতা ১০ টি, শিখন ক্ষেত্রে ১০ টি ও প্রাথমিক স্তরের জন্য নির্বাচিত বিষয় ০৮ টি।
> শিখন ক্ষেত্র ভিত্তিক প্রাথমিক স্তরের যোগ্যতা ২৩ টি।

- এবার জিজ্ঞেস করুন ১০টি মূল যোগ্যতার সাথে শিখন-ক্ষেত্র/নির্বাচিত বিষয়ের কোন সম্পর্ক আছে কিনা? কয়েকজনের মতামত শুনুন।
- ১০টি মূল যোগ্যতার কোনটির সাথে শিখন-ক্ষেত্রগুলোর কোন কোনটির সম্পর্ক বিদ্যমান তা নির্ণয়ে নিম্নোক্ত ভিডিওটি প্রদর্শন করুন।
- ভিডিও দেখার সুবিধার্থে আসন বিন্যাস করুন এবং সবাইকে নিজ নিজ খাতায় নোট ডাউন করতে বলুন।

[সংশ্লিষ্ট ভিডিওটি প্রদর্শন প্রদর্শন করুন। Ctrl বাটনটি চেপে লিংকে ক্লিক করুন।]

https://drive.google.com/drive/folders/1CL-9lGxJ9EFsFi9WD0hILFNVC-KO2EDM

- ভিডিওটি দেখা শেষ হলে কোন মূল যোগ্যতার সাথে শিখন-ক্ষেত্রগুলোর কোন কোনটির সম্পর্ক বিদ্যমান বলতে বলুন।
- এবার আবার বলুন যে, প্রাথমিক স্তরের শিখন ক্ষেত্রভিত্তিক নির্দিষ্ট সংখ্যক যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়েছে। সেগুলো কী ও কয়টি? কয়েজনের মতামত শুনুন। বলুন ....

> প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত মূল যোগ্যতার ভিত্তিতে এবং প্রাথমিক শিক্ষার সমাপন পর্যায়ে শিক্ষার্থীর বয়স, সামর্থ্য, মানসিক পরিপক্কতা, ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের বর্তমান ও ভবিষ্যত চাহিদা, বিদ্যালয়ের ভৌত সুবিধাদি, শিক্ষকের প্রস্তুতি, ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রেখে প্রাথমিক স্তরের শিখন ক্ষেত্রভিত্তিক যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়।
> এই স্তরের শিক্ষা শেষে শিক্ষার্থীর কতটুকু আচরনিক পরিবর্তন, জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের বিকাশ ঘটবে বলে আশা করা যায় তা সুনির্দিষ্ট করা হয়।
> প্রাথমিক স্তরের শিখন ক্ষেত্রভিত্তিক মোট ২৩ টি যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়েছে।

- সবাইকে এবার পূর্বের চারটি দলে আবার সংযুক্ত হতে বলুন। প্রতিটি দলে কর্মপত্র ৯.২.১ ও ৯.২.২ প্রদান করুন। ১০টি শিখন ক্ষেত্রের বিপরীতে প্রাথমিক স্তরের শিখন ক্ষেত্রভিত্তিক ২৩ টি যোগ্যতা এলোমেলোভাবে সাজানো আছে। দলে আলোচনা/পর্যালোচনা করে ১০টি শিখন ক্ষেত্রের সাথে কোন কোন যোগ্যতাগুলো যায় তা মিল করে কর্মপত্র ২ এর খালি ঘরে শুধু নম্বরগুলো সাজিয়ে লিখতে বলুন। [যেমন; শিখনক্ষেত্রে-১, ভাষা ও যোগাযোগ, যোগ্যতা হবে- ৩, ৯, ১৪]

ক্রমিক নং	শিখন-ক্ষেত্র	শিখন-ক্ষেত্রভিত্তিক প্রাথমিক স্তরের যোগ্যতা
০১	ভাষা ও যোগাযোগ	
০২	গণিত ও যুক্তি	
০৩	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি	

০৪	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	
০৫	ডিজিটাল প্রযুক্তি	
০৬	পরিবেশ ও জলবায়ু	
০৭	সমাজ ও বিশ্ব নাগরিকত্ব	
০৮	মূল্যবোধ ও নৈতিকতা	
০৯	শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা	
১০	শিল্প ও সংস্কৃতি	

শিখন-ক্ষেত্রভিত্তিক প্রাথমিক স্তরের যোগ্যতা

১. শারীরিক বৈশিষ্ট্য ও পরিবর্তন সম্পর্কে জেনে স্বাস্থ্যবিধি (ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, শরীরচর্চা ও খেলাধুলা), খাদ্য ও পুষ্টি, সাধারণ রোগ প্রতিকার, পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি মেনে স্বাস্থ্যসম্মত, সুরক্ষিত ও নিরাপদ জীবন যাপনে সক্ষম ও অভ্যস্থ হওয়া।

২. মানসিক বৈশিষ্ট্য ও পরিবর্তন সম্পর্কে জেনে এর পরিচর্চার (আত্মসচেতনতা, মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণ, আবেগ ব্যবস্থাপনা, সুস্থ বিনোদন চর্চা ইত্যাদি) মাধ্যমে সুস্থ, নিরাপদ, সুরক্ষিত ও আনন্দময় ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবন যাপনে সক্ষম ও অভ্যস্থ হওয়া।

৩. একাধিক ভাষায় কথোপকথন, বক্তৃতা, বর্ণনা শুনে এবং পঠন দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে লিখিত বা অঙ্কিত বিষয়বস্তু পড়ে এবং বুঝে জ্ঞানার্জন অব্যাহত রাখতে সমর্থ হওয়া।

৪. পারিবারিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে ভাষা ব্যবহার করে, পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার আলোকে মনোভাব ও অনুভূতি সহজ, সঠিক ও কার্যকরভাবে নানান মাধ্যমে প্রকাশ ও আদান-প্রদান করতে পারা।

৫. গল্প, কবিতা, ছড়াসহ সৃজনশীল রচনা শুনে ও পড়ে আনন্দ লাভ করতে পারা; এবং আবৃত্তি ও ভূমিকাভিনয়ের মাধ্যমে তা প্রকাশ করতে পারা।

৬. গাণিতিক সংখ্যা ও প্রক্রিয়ার (যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ) ধারণা লাভ করে গাণিতিক সমস্যা সমাধানের দক্ষতা অর্জন করা।

৭. জ্যামিতিক আকৃতি ও বিভিন্ন ধরণের পরিমাপের ধারণা লাভ করে প্রাত্যহিক জীবনে তা ব্যবহার করতে পারা।

৮. পর্যবেক্ষণ ও পারস্পরিক যোগাযোগের (মিথষ্ক্রিয়া) মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণ করে যৌক্তিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার দক্ষতা অর্জন করা।

৯. জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, সংস্কৃতি, লিঙ্গ, আর্থ-সামাজিক অবস্থান, সক্ষমতা ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যেরপ্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে সম্প্রীতিবোধে উদ্দীপ্ত হওয়া এবং ব্যক্তিগত জীবনে তা চর্চা করা।

১০. মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জেনে এর চেতনায় দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধে উদ্দীপ্ত হওয়া এবং নিজের দায়িত্ব ও অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে পরিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন কর্মকান্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণ করা।

১১. বাংলাদেশের ভৌগোলিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক পরিবেশ এবং এর আন্ত:সম্পর্ক বুঝতে পারা এবং আন্তর্জাতিক পরিমন্ডল, আন্তর্জাতিকতাবোধ, বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও বিশ্ব সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহী ও শ্রদ্ধাশীল হওয়া।

১২. তথ্য, যোগাযোগ ও বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির অব্যাহত বিকাশ সম্পর্কে অবহিত থাকা, নিত্যনতুন প্রযুক্তি সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা এবং দৈনন্দিন জীবনের নানাক্ষেত্রে এর নিরাপদ, ইতিবাচক, কার্যকর ও যথাযথ ব্যবহারে সক্ষম হওয়া।

১৩. ছবি আঁকা, ছড়া, কবিতা, গল্প, গান, অভিনয় ইত্যাদির মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, জাতীয় ঐতিহ্য, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি লালন করতে সক্ষম হওয়া।

১৪. চারু ও কারুকলা, সংগীত, নৃত্য, খেলাধুলা এবং সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহনের মাধ্যমে নান্দনিকতাবোধ অর্জন করে সৃজনশীল মানুষ হিসেবে আত্মপ্রকাশে সক্ষম হওয়া।

১৫. বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্কৃতি (রূপকথা, গান, গল্প, লোকাচার, খেলা, চলচ্চিত্র, উৎসব, খাবার ইত্যাদি) সম্পর্কে জানা এবং তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও সহনশীল আচরণ প্রদর্শন করে লালন ও চর্চা করা।

১৬. প্রকৃতি, পরিবেশ, জলবায়ু ইত্যাদির গুরুত্ব ও আন্তঃসম্পর্ক বুঝে মানবসমাজ ও বাস্তুসংস্থান টিকিয়ে রাখায় এগুলোর গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারা এবং প্রকৃতি ও পরিবেশকে ভালোবাসতে পারা।

১৭. প্রকৃতি, পরিবেশ ও জলবায়ু দূষণের কারণ ও প্রতিকার, দুর্যোগ, পরিবেশের প্রতিকূলতা, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সম্পর্কে জেনে পরিবেশ সংরক্ষণে সচেষ্ট হওয়া এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে খাপ খাওয়াতে পারা।

১৮. টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ, পরিমিত ও পুনঃ ব্যবহার করতে পারা।
১৯. নিজ নিজ ধর্মীয় আদর্শ ও অনুশাসন অনুশীলনের মাধমে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি অর্জন করে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে সক্ষম হওয়া।
২০. নৈতিক গুণাবলি (সততা, স্বচ্ছতা, পরমতসহিষ্ণুতা, সদাচার, সহমর্মিতা, ন্যায়পরায়ণতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ) অর্জন এবং ভালো-মন্দ ও ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্য করতে সক্ষম হয়ে ব্যাক্তি, পরিবার, বিদ্যালয়ে ও সমাজে তা চর্চা করা।
২১. মানুষ-প্রকৃতি-জীবজগৎ ও পৃথিবীর প্রতি ভালোবাসা ও মমত্ববোধ প্রদর্শন করা।
২২. চারপাশের পরিবেশ, প্রাকৃতিক ঘটনা ও ঘটনা প্রবাহ সম্পর্কে কৌতুহলী হয়ে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে যৌক্তিক ও বিজ্ঞানভিত্তিক কার্যকারণ ব্যাখ্যা করতে পারা।
২৩. বাড়ি, বিদ্যালয় ও নিকট পরিবেশের প্রপঞ্চ, ঘটনা ও ঘটনা প্রবাহ চিহ্নিত করা এবং বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া ও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের পদ্ধতিসমুহ জেনে ও অনুশীলন করে সৃজনশীল উপায়ে কল্যাণকর সমাধানে সচেষ্ট হওয়া।

- তাদের প্রয়োজনীয় উপকরণ পোস্টার, মার্কার, সাইনপেন সরবরাহ করুন। কাজটি করার জন্য তাদের ১৫ মিনিট সময় দিন। দলগত আলোচনা ও দলীয় কাজ চলাকালীন ঘুরে ঘুরে দেখুন। সবার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করুন। প্রয়োজনে তাদের আলোচনায়/কাজে সহযোগীতা করুন।
- কাজ শেষে ১টি দলের পোস্টার প্রেজেন্ট করতে বলুন, বাকীদের মিলিয়ে নিয়ে আলোচনায় অংশ নিতে বলুন।
- উপস্থাপন শেষ হলে তথ্যপত্র ৯.২ এর আলোকে ১০টি শিখন ক্ষেত্রের বিপরীতে প্রাথমিক স্তরের শিখন ক্ষেত্রভিত্তিক ২৩ টি যোগ্যতা পিপিটির মাধ্যমে উপস্থাপন করুন।

অংশ গ	**অধিবেশনের সারসংক্ষেপ, মূল্যায়ন এবং সমাপ্তি**	**০৫ মিনিট**

কয়েকজনকে জিজ্ঞেস করুন –

- শিক্ষার্থী যোগ্যতার কী? এর উপাদান কয়টি?
- শিক্ষার্থী যোগ্যতার সংজ্ঞাটি বলুন।
- মূল যোগ্যতা কয়টি? শিখন ক্ষেত্রে কয়টি ও প্রাথকি স্তরের নির্বাচিত বিষয় কয়টি?
- প্রাথমিক স্তরের মূল যোগ্যতার সাথে শিখন ক্ষেত্রের সম্পর্ক আছে কিনা?

অধিবেশনটিতে সকলের সহযোগীতা করার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। বিনয়ের সাথে অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করুন।

সহায়ক তথ্য	অধিবেশন-২: জাতীয় শিক্ষাক্রমে শিক্ষার্থীর যোগ্যতা এবং শিখনক্ষেত্র

সহায়ক তথ্য-১

জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা যোগ্যতার ধারণাকে কেন্দ্র করে জাতীয় শিক্ষাক্রম-২০২১ প্রণয়ন করা হয়েছে।

যোগ্যতা ও দক্ষতা এক জিনিস নয়। যোগ্যতা একটা বৃহৎ ধারণা। দক্ষতা যোগ্যতার অংশ মাত্র।

জ্ঞান, দক্ষতা এবং ইতিবাচক মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি সমন্বিতভাবে অর্জিত হলে শিক্ষার্থীর মাঝে যোগ্যতা গড়ে উঠে।

পরিবর্তনশীল প্রেক্ষাপটে অভিযোজনের জন্য জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয়ে অর্জিত সক্ষমতাকে জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখায় শিক্ষার্থীর যোগ্যতা হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। সংক্ষেপে বললে যোগ্যতা হলো পরিবর্তনশীল প্রেক্ষাপটে অভিযোজনের জন্য জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ, ও দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বিত সক্ষমতা।

উদাহরণ-

একটি গাড়ি কীভাবে চালনা করতে হয় তা যখন বই পড়ে বা শুনে বা দেখে একজন শিক্ষার্থী জানতে পারে, তার জ্ঞান অর্জিত হয়। ঐ শিক্ষার্থী যদি গাড়ির বিভিন্ন যন্ত্রাংশগুলো হাতে-কলমে পরিচালনা করতে শেখে অর্থাৎ গাড়ি সামনে, পেছনে, ডানে বা বামে চালাতে পারে কিংবা ব্রেক করতে পারে, তবে তার দক্ষতা তৈরি হয়। আর যদি সে গাড়ি চালিয়ে নিজের ও রাস্তার সকল মানুষ, প্রাণী ও সম্পদের নিরাপত্তা রক্ষা করে গন্তব্যে পৌঁছানোর সক্ষমতা অর্জন করে, তবে ঐ শিক্ষার্থীর গাড়ি চালনা বিষয়ে যোগ্যতা অর্জিত হয়। এখানে জ্ঞান, দক্ষতা এবং মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি সমন্বিতভাবে কাজ করেছে। তাই শিক্ষার্থীর যোগ্যতা একটি সমন্বিত উপাদানগত সক্ষমতা যা ধাপে ধাপে অর্জিত হয়।

- যোগ্যতা হলো এক ধরণের সক্ষমতা যা ব্যক্তি বিভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অর্জন করে, সে অভিজ্ঞতা ব্যক্তি জীবনে প্রয়োগ করে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করতে পারে বা প্রয়োজনের তাগিদে ব্যবহার করে প্রয়োজন মেটাতে পারে।
- সাধারণভাবে বলা যায়, শিক্ষার্থীর মাঝে জ্ঞান, দক্ষতা এবং ইতিবাচক মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি সমন্বিতভাবে অর্জিত হলে যোগ্যতা গড়ে উঠে।

সূত্রঃ জাতীয় কারিকুলাম রূপরেখা ২০২৩

শিক্ষার্থী যোগ্যতার ধারণা

একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সক্ষম নাগরিক সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ দেশই যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম অনুসরণ করছে। জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা যোগ্যতার ধারণাকে কেন্দ্র করে জাতীয় শিক্ষাক্রম-২০২১ প্রণয়ন করা হয়েছে। সাধারণভাবে বলা যায়, **জ্ঞান, দক্ষতা এবং ইতিবাচক মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি সমন্বিতভাবে অর্জিত হলে শিক্ষার্থীর মাঝে যোগ্যতা গড়ে উঠে।**

উদাহরণস্বরূপ, একটি গাড়ি কীভাবে চালনা করতে হয় তা যখন বই পড়ে বা শুনে বা দেখে একজন শিক্ষার্থী জানতে পারে, **তার জ্ঞান অর্জিত হয়।** ঐ শিক্ষার্থী যদি গাড়ির বিভিন্ন যন্ত্রাংশগুলো হাতে-কলমে পরিচালনা করতে শেখে অর্থাৎ গাড়ি সামনে, পেছনে, ডানে বা বামে চালাতে পারে কিংবা ব্রেক করতে পারে, **তবে তার দক্ষতা তৈরি হয়।** আর যদি সে গাড়ি চালিয়ে নিজের ও রাস্তার সকল মানুষ, প্রাণী ও সম্পদের নিরাপত্তা রক্ষা করে গন্তব্যে পৌঁছানোর সক্ষমতা অর্জন করে, **তবে ঐ শিক্ষার্থীর গাড়ি চালনা বিষয়ে যোগ্যতা অর্জিত হয়। এখানে জ্ঞান, দক্ষতা এবং মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি সমন্বিতভাবে কাজ করেছে।** তাই শিক্ষার্থীর যোগ্যতা একটি সমন্বিত উপাদানগত সক্ষমতা যা ধাপে ধাপে অর্জিত হয়।

উপযুক্ত বিশ্লেষণে এটা স্পষ্ট যে, **শিক্ষার্থীর যোগ্যতার ধারণাসমূহের ভেতর কিছু উপাদান সার্বজনীন; যেমন: জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ,** আবার কিছু উপাদান বিভিন্ন দেশ নিজস্ব প্রেক্ষাপট অনুযায়ী সংযুক্ত করেছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট বিবেচনায় যোগ্যতাকে চারটি উপাদানের সমন্বয়ে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। সেগুলো হলো: মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি, দক্ষতা ও জ্ঞান।

চিত্র: ০১ শিক্ষার্থী যোগ্যতার উপাদান

শিক্ষার্থী যোগ্যতার সংজ্ঞা

মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে পরিবর্তনশীল প্রেক্ষাপটে অভিযোজনের জন্য জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয়ে অর্জিত সক্ষমতাকে জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখায় শিক্ষার্থীর যোগ্যতা হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। সংক্ষেপে বললে **যোগ্যতা হলো পরিবর্তনশীল প্রেক্ষাপটে অভিযোজনের জন্য জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ, ও দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বিত সক্ষমতা।**

শিক্ষার্থীর যোগ্যতার উপাদান:

১. জ্ঞান
২. দক্ষতা
৩. মূল্যবোধ
৪. দৃষ্টিভঙ্গি

১. শিক্ষার্থীর কাঙ্ক্ষিত জ্ঞান

জ্ঞান হচ্ছে কোনো বিষয়ে প্রতিষ্ঠিত তথ্য, ধারণা বা তত্ত্ব। জ্ঞান যেমন তত্ত্বীয় ধারণা নির্ভর, তেমনি অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কোনো কার্যক্রম পারদর্শিতার সঙ্গে সম্পন্ন করতে পারার বাস্তব অনুধাবননির্ভরও। জ্ঞানকে প্রেক্ষাপট অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায়।

OECD দেশসমূহে ব্যবহৃত জ্ঞানের সংজ্ঞা ও ধরন অনুসারে চারটি ধরনে বিভাজিত করা হয়েছে।
১. বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান (Disciplinary knowledge)। বিষয়ভিত্তিক ধারণা ও বিষয়বস্তু
২. আন্তঃবিষয়ক জ্ঞান (Inter-disciplinary knowledge): একটি বিষয়ের ধারণা ও বিষয়বস্তুর সঙ্গে অন্য বিষয়ের ধারণা ও বিষয়বস্তুর সংযোগ করতে পারা
৩. বিষয়ভিত্তিক বিশেষ জ্ঞান (Epistemic knowledge)। বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞদের কাজ ও চিন্তা বুঝতে পারা।
৪. পদ্ধতিগত জ্ঞান (Procedural knowledge): কোন কাজ ধাপে ধাপে কীভাবে করতে হয় সে সম্পর্কিত।

২. শিক্ষার্থীর কাঙ্ক্ষিত দক্ষতা

দক্ষতা হচ্ছে এক ধরনের সক্ষমতা (Ability or Capability) যা সুচিন্তিত, পদ্ধতিগত এবং স্থায়ী প্রচেষ্টার (Efforts) মাধ্যমে সাবলীল বা অভিযোজনক্ষম কার্যক্রম বা ক্রিয়াকলাপ দ্বারা অর্জন করা যায়। কার্যক্রম বা ক্রিয়াকলাপের ধরন, লক্ষ্য বা পদ্ধতির উপর নির্ভর করে দক্ষতাও ভিন্ন ভিন্ন ধরনের হয়।
যেমন কোনো ধারণা নিয়ে কার্যক্রম হলে তা যেমন জ্ঞানগত দক্ষতা, আবার বস্তু নিয়ে হলে তা ব্যবহারিক বা কারিগরি দক্ষতা এবং মানুষ বা সমাজ নিয়ে হলে তা সামাজিক, মনোসামাজিক বা আবেগীয় দক্ষতা।

যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রমে যোগ্যতার দ্বিতীয় ও অন্যতম উপাদান দক্ষতা। ডেলর কমিশন (১৯৯৬) শিক্ষার চারটি স্তম্ভের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দক্ষতাকে সংজ্ঞায়িত ও গুচ্ছবদ্ধ করেছে। যেমন;

শিক্ষার স্তম্ভ	দক্ষতার গুচ্ছ
জানার জন্য শিখন (Learning to know)	শেখার দক্ষতা (Skills for learning)
পারদর্শিতার জন্য শিখন (Learning to do)	জীবিকার দক্ষতা (Skills for livelihood)
ক্ষমতায়নের জন্য শিখন (Learning to be)	নিজের ক্ষমতায়নের দক্ষতা (Skills for self-empowerment)
সকলের সঙ্গে বসবাসের জন্য শিখন (Learning to live together)	সক্রিয় নাগরিকের দক্ষতা (Skills for citizenship)

OECD ২০৩০ সালের জন্য শিক্ষা ও দক্ষতা রূপরেখায় দক্ষতাসমূহকে মূলত তিনটি গুচ্ছে সংজ্ঞায়িত করেছে।

১. জ্ঞানগত এবং চিন্তা নিয়ে চিন্তা করার দক্ষতা (Cognitive and meta cognitive skills)
২. সামাজিক ও আবেগীয় দক্ষতা (Social and emotional skills)
৩. বাস্তব বা ব্যবহারিক দক্ষতা (Physical and practical skills)

সার্বিক বিবেচনায় জাতীয় কারিকুলাম-২০২১ এ সকল ধরনের দক্ষতাকে মূলত তিনটি গুচ্ছে ভাগ করা যায়:

১. মৌলিক দক্ষতা (Foundational skills):

যে দক্ষতাসমূহ অন্যান্য দক্ষতা, যোগ্যতা অর্জনের জন্য অপরিহার্য, যেমন: সাক্ষরতা (Literacy, Numeracy), ডিজিটাল সাক্ষরতা (Digital Literacy) ইত্যাদি।

২. রূপান্তরযোগ্য দক্ষতা (Transferable skills):

যে দক্ষতাসমূহ প্রেক্ষাপট ও সময় অনুযায়ী রূপান্তর করে প্রয়োগ করা যায় এবং যা সময়ের সঙ্গে টিকে থাকতে সহায়তা করে, যেমন: সূক্ষ্ম চিন্তন, সৃজনশীল চিন্তন, সমস্যা সমাধান ইত্যাদি।

৩. জীবিকা-সংশ্লিষ্ট দক্ষতা (Livelihood related skills):
যে দক্ষতাসমূহ মানুষকে কোনো কাজ করতে পারদর্শী করে গড়ে তোলে। যেমন: বৃত্তিমূলক (অকুপেশনাল) বা ট্রেডভিত্তিক দক্ষতা।

গুচ্ছসমূহের দক্ষতাকে সুস্পষ্টভাবে আলাদা করা যায় না। এদের মধ্যেও পারস্পরিক নির্ভরশীলতা যেমন নিবিড়ভাবে থাকে তেমনি এক গুচ্ছের দক্ষতা অন্য গুচ্ছেও প্রবেশ করতে পারে। এ তিনটি গুচ্ছভুক্ত দক্ষতা যেমন শিখনক্রম, শিখন-শেখানো কৌশল এবং মূল্যায়ন কৌশলে যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়। সেজন্য গুচ্ছভিত্তিক দক্ষতাসমূহের বিবরণ এভাবে হতে পারে।

- সূক্ষ্ম চিন্তন দক্ষতা (Critical thinking skills)
- সৃজনশীল চিন্তন দক্ষতা (Creative thinking skills)
- সমস্যা সমাধান দক্ষতা (Problem solving skills)
- সিদ্ধান্ত গ্রহণ দক্ষতা (Decision making skills)
- যোগাযোগ দক্ষতা (Communication skillls)
- স্ব-ব্যবস্থাপনা দক্ষতা (Self-management skills)
- সহযোগিতামূলক দক্ষতা (Collaboration skills)
- বিশ্ব নাগরিকত্ব দক্ষতা (Global Citizenship skills)
- জীবিকায়ন দক্ষতা (Employability skills)
- মৌলিক দক্ষতা (Foundational skills-Literacy, Numeracy)
- ডিজিটাল দক্ষতা (Digital skills)

- **সূক্ষ্ম চিন্তন দক্ষতা (Critical thinking skills)**

কোনো বিষয় অনুপুঙ্খভাবে অনুধাবন বা সমস্যা সমাধান করার জন্য তথ্য-উপাত্ত অনুসন্ধান, বিশ্লেষণ ও ব্যবহার করার বিশেষ ধরনের পদ্ধতিগত চিন্তন প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে পারাকে সূক্ষ্ম চিন্তন দক্ষতা (Critical Thinking) নামে অভিহিত করা হয়। সূক্ষ্ম চিন্তন করার সময় মানুষ চিন্তনের কতগুলো শৃঙ্খলাবদ্ধ ধাপ অনুসরণ করে কোনো একটি সমাধান বা সিদ্ধান্তে পৌঁছায়। এমন দক্ষতায় পারদর্শী শিক্ষার্থীরা যেকোনো জটিল বিষয় নিয়ে কাজ করার সময় অনুসন্ধানী দৃষ্টিকোণ থেকে একাধিক চিন্তন দক্ষতাকে সমন্বয় করে কাজ করে। যেমন বিষয়টির ধরন অনুযায়ী চিন্তার কৌশল নিয়ে চিন্তা করা, অনুসন্ধানী প্রশ্ন করার কৌশল অনুসরণ, বিশ্লেষণ-সংযোজন ও যৌক্তিকতা নির্ধারণ ইত্যাদি। এর ফলে জটিল বিষয় নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়া সম্ভব হয়।

- **সৃজনশীল চিন্তন দক্ষতা (Creative thinking skills)**

গতানুগতিক চিন্তাভাবনার বাইরে নিজস্ব মতামতের মাধ্যমে নতুন ধারণা সৃষ্টি ও বাস্তবায়নের দক্ষতাই সৃজনশীল চিন্তন দক্ষতা। এমন দক্ষতায় পারদর্শী শিক্ষার্থীরা কোনো বিষয় নিয়ে কাজ করার সময় গতানুগতিক চিন্তা ধারার পরিবর্তে নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করে; এর মাধ্যমে যেমন নতুন কৌশল ও উপায় বেরিয়ে আসে অন্য দিকে তেমনি নতুন পথের এবং সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়। পরিবর্তনশীল বিশ্বে এমন দক্ষতাই ব্যক্তি ও সমাজকে এগিয়ে নিতে সাহায্য করে।

- **সমস্যা সমাধান দক্ষতা (Problem solving skills)**

সমস্যা চিহ্নিত করে পদ্ধতিগতভাবে সে সমস্যার কার্যকরী সমাধানে উপনীত হওয়ার দক্ষতাই সমস্যা সমাধান দক্ষতা। সমস্যা সমাধানের নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়া চর্চা করার মধ্য দিয়ে এই দক্ষতা শাণিত হয়। এক্ষেত্রে সমস্যার কারণ চিহ্নিত করে তা বিশ্লেষণ করা, সে অনুযায়ী সমাধানের সম্ভাব্য উপায়সমূহ যাচাই বাছাই করে সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে এই দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

- **সিদ্ধান্ত গ্রহণ দক্ষতা (Decision making skills)**

পরিস্থিতি অনুধাবন করে কোনো সমস্যার তথ্যভিত্তিক একাধিক সমাধানে উপনীত হওয়া এবং যৌক্তিকভাবে একটি সমাধান বাছাই করাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ দক্ষতা। অনেকেই যৌক্তিক চিন্তা না করেই সিদ্ধান্ত নেয়। সিদ্ধান্ত গ্রহণে যারা পারদর্শী তারা সুনির্দিষ্টভাবে বিষয়টিকে চিহ্নিত করে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করেন, এরপর সম্ভাবনা ও ঝুঁকি বিবেচনা করে সম্ভাব্য উপায়সমূহ যাচাই বাছাইয়ের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেন।

- **যোগাযোগ দক্ষতা (Communication skillls)**

কার্যকরভাবে ভাবের আদান-প্রদান, তথ্য বা মতামত গ্রহণ ও প্রকাশ করার দক্ষতাই যোগাযোগ দক্ষতা। আমরা বিভিন্ন ভাষিক ও অভাষিক (মৌখিক ও লিখিত বার্তা, অভিব্যক্তি, সংকেত ইত্যাদি) উপায় ব্যবহার করে তথ্য, মতামত, অনুভূতি ইত্যাদি গ্রহণ ও প্রকাশ করি। এক্ষেত্রে সক্রিয় শ্রবণ, উপস্থাপন শৈলী, আগ্রহের সঙ্গে বার্তা দেয়া-নেয়ার দক্ষতার সমন্বিত প্রয়োগ যোগাযোগ দক্ষতাকে বৃদ্ধি করে।

- **স্ব-ব্যবস্থাপনা দক্ষতা (Self-management skills)**

সমৃদ্ধ জীবন ও উন্নত সমাজ গঠনে ব্যক্তির বিভিন্ন দক্ষতার পাশাপাশি প্রয়োজন স্ব-ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কার্যকরভাবে আত্ম-পরিচর্যা বা নিজেকে ইতিবাচকভাবে পরিচালিত করার সক্ষমতা অর্জন করে ভালো থাকা। এজন্যে বিশেষ কিছু দক্ষতার সমন্বয় প্রয়োজন, যেমন: আত্মসচেতনতা ও আত্ম-বিশ্লেষণ করার দক্ষতা, আবেগিক বুদ্ধিমত্তা, সামাজিক বুদ্ধিমত্তা, আত্মনিয়ন্ত্রণ, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব নিয়ন্ত্রণ, পারস্পরিক সম্পর্কের ফলপ্রসূ ব্যবহার, প্রাত্যহিক জীবনযাপন দক্ষতা এবং সর্বোপরি সময় ব্যবস্থাপনা দক্ষতা।

- **সহযোগিতামূলক দক্ষতা (Collaboration skills)**

কোনো কাজ সম্পাদনে ও উৎকর্ষ অর্জনে পারস্পরিক সহযোগিতা গুরুত্বপূর্ণ। এর জন্যে প্রয়োজন সম- মনোভাব ও দলগত চেতনা সৃষ্টি করা। বৈচিত্র্যকে মূল্য দিয়ে বিভেদ কমিয়ে আনা, সহযোগিতার ক্ষেত্র ও কার্যক্রম সুনির্দিষ্ট করা এবং কার্যকর যোগাযোগের মাধ্যমে সহযোগিতার পরিধি প্রসারিত করা মূলত এই দক্ষতার অন্তর্গত।

- **বিশ্ব নাগরিকত্ব দক্ষতা (Global Citizenship skills)**

বিশ্ব নাগরিকত্ব হলো এমন একটি ধারণা, যা মানুষকে জাতীয় ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট উপলব্ধি করে সেখানে তার অবস্থান সুনির্দিষ্ট করতে সহায়তা করে। বিশ্ব নাগরিকত্বের দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তি জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে তার নিজ পরিসর, সমাজ, সংস্কৃতি তথা দেশে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে একটি যোগাযোগ নেটওয়ার্ক স্থাপন করেন যা বৈষম্যহীন বিশ্ব তৈরিতে এবং মানবাধিকার, গণতন্ত্র ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখে। বিশ্ব নাগরিকত্বের দক্ষতাসম্পন্ন প্রজন্ম, দেশ তথা বিশ্বের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং পরিবেশগত উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। বৈশ্বিক নাগরিকত্ব মানুষের জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটিয়ে সকলের জন্য একটি শান্তিপূর্ণ, সহনশীল, একীভূত, সুরক্ষিত এবং টেকসই বিশ্ব গড়ে তুলতে উদ্বুদ্ধ করে। টেকসই উন্নয়নমুলক শিক্ষা (Education for Sustainable Development-ESD) কৌশল অনুসরণ করে বিশ্ব নাগরিকত্বের দক্ষতাসম্পন্ন প্রজন্ম তৈরি করতে হবে।

৩. শিক্ষার্থীর কাঙ্ক্ষিত মূল্যবোধ

মূল্যবোধ হচ্ছে এক ধরনের নীতি বা বিশ্বাস (Guiding principles/beliefs) যা যেকোনো ধরনের সিদ্ধান্ত, সমাধান বা অগ্রাধিকার নির্ধারণে প্রভাব বিস্তার করে এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। **ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, জাতীয় এবং বৈশ্বিক অভিজ্ঞতা ও বিশ্বাসের দীর্ঘ দিনের চর্চার মধ্য দিয়ে মূল্যবোধ গড়ে ওঠে যা পরবর্তীকালে অনুসৃত হয়।** জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির উন্নয়নের সঙ্গেও মূল্যবোধ ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং তাদের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতাও বিদ্যমান। ধরন অনুযায়ী মূল্যবোধকে বিভিন্নভাবে গুচ্ছবদ্ধ করা যায় যেমন- ব্যক্তিগত, সামাজিক, মানবিক, ধর্মীয় ইত্যাদি। অনেক ধরণের মূল্যবোধের মাঝে নিম্নোক্ত মূল্যবোধগুলো শিক্ষার্থীর কাঙ্খিত যোগ্যতা গঠনে ভূমিকা পালন করে।

- সংহতি: এক হয়ে থাকার মানসিকতা। ভিন্নতা, বৈচিত্র্য ও শ্রেণিভেদ সত্ত্বেও ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও অগ্রাধিকারকে পেছনে রেখে কতগুলো সামষ্টিক ইচ্ছা, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং মানবিক মূল্যবোধের পরিপ্রক্ষিতে সকলে মিলে বড় কোনো লক্ষ্য অর্জনে কাজ করা।
- দেশপ্রেম: ব্যক্তিস্বার্থের উর্ধ্বে ওঠে জাতীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে নিজ দেশের সার্বিক কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত রাখাই হচ্ছে দেশপ্রেম।
- সম্প্রীতি: ভিন্নতা, বৈচিত্র্য ও শ্রেণিভেদের মধ্যেও বিদ্যমান দৃঢ়তাসমূহের সম্মিলনে সর্বোচ্চ ঐক্য প্রদর্শন এবং বজায় রাখাই হচ্ছে সম্প্রীতি।
- পরমতসহিষ্ণুতা ভিন্নমত বা ভিন্ন চিন্তাধারাকে সূক্ষ্ম চিন্তন দক্ষতা প্রয়োগের মাধ্যমে গ্রহণ বা বর্জনের স্বাধীনতা এবং এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সহনশীলতা প্রর্দশন হচ্ছে পরমতসহিষ্ণুতা। বিভিন্ন শ্রেণি, পেশা ও ধর্মের অনুসারীদের মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং অন্যের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহনশীলতা প্রদর্শন হচ্ছে পরমতসহিষ্ণুতা।
- শ্রদ্ধা: স্থায়িত্বপূর্ণ ও মর্যাদাপূর্ণ সহাবস্থানে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সম্মানবোধ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গের মানুষসহ সকল মানুষের বৈশিষ্ট্য, স্বাতন্ত্র্য ও গুণাবলির আলোকে পারস্পরিক ইতিবাচক অনুভূতির প্রকাশই শ্রদ্ধা বা সম্মান।
- সহমর্মিতা: অন্যের মনের অবস্থা ও অনুভূতি আন্তরিকভাবে অনুধাবন করে তার সঙ্গে একাত্ম হওয়া।
- শুদ্ধাচার: শুদ্ধাচার মানে নিজের কাছে দায়বদ্ধ থেকে যেকোনো পরিস্থিতিতে নৈতিকভাবে সঠিক সিদ্ধান্ত এবং পদক্ষেপ গ্রহণ করা। ব্যক্তি বা প্রাতিষ্ঠানিক কোনো পরীবিক্ষণ ছাড়াই নিজ দায়বদ্ধতা থেকে নৈতিকভাবে সঠিক সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপ নেয়াই শুদ্ধাচার।

চেতনা ও মূল্যবোধ বিমূর্ত অনুভূতি, বোধ বা ধারণা। এগুলোর অনুসরণ ও চর্চা হয় কিনা, তার বোধগম্যতার সূচক হচ্ছে মানুষের মাঝে কি কি গুণাবলি বা বৈশিষ্ট্য অর্জিত হয়েছে তা পর্যবেক্ষণ ও অনুধাবন করা। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনান্তে শিক্ষার্থীদের মধ্যে মানবিক গুণাবলি প্রত্যাশা করা হয়েছে যা অর্জন করলে চেতনা ও মূল্যবোধের চর্চার প্রতিফলন অনুভব করা যাবে।

গুণাবলি	**বর্ণনা**
সততা	একটি নৈতিক গুণ যা সত্যবাদিতা ও ন্যায়পরায়ণতার চর্চা করতে উদ্বুদ্ধ করে
উদ্যম	দীর্ঘস্থায়ী শারীরিক ও মানসিক কর্মক্ষমতা
গণতান্ত্রিকতা	পরমতসহিষ্ণু এবং সকলের মত প্রকাশের অধিকারের ব্যাপারে সচেতন ও শ্রদ্ধাশীল
অসাম্প্রদায়িকতা	নিজ সম্প্রদায়সহ সকল সম্প্রদায়ের মানুষের বিশ্বাস, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল
উদ্যোগ	কোনো কাজ বা সমস্যা সমাধানে আগ্রহী হওয়া ও শেষ পর্যন্ত অনুপ্রাণিত থাকা
ইতিবাচকতা	কোনো কাজ, কথা, ঘটনা বা বিষয়ের ভাল দিক বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপ নেয়া
নান্দনিকতা	সৃজনশীল কাজের সৌন্দর্য উপলব্ধি করে তার চর্চা করার মননশীল মনোভাব পোষণ করা
মানবিকতা	মানুষ ও সৃষ্টি জগতকে ভালবাসা, পরিচর্যা করা, সংরক্ষণ করা ও নিরাপত্তা প্রদানে সচেষ্ট হওয়া
দায়িত্বশীলতা	সকল দায়িত্ব ও কাজ সময়মত, গরত্ব সহকারে ও যথাযথভাবে সম্পাদন করা

৪. শিক্ষার্থীর কাঙ্ক্ষিত দৃষ্টিভঙ্গি

দৃষ্টিভঙ্গি বলতে শিখনের মাধ্যমে অর্জিত প্রবণতা বা সক্ষমতা, যা সচেতন বা অসচেতনভাবে কোনো বিষয়কে মূল্যায়ন করা অথবা কোনো ধারণা, ব্যক্তি বা পরিস্থিতির প্রতি **নির্দিষ্ট উপায়ে সক্রিয় হওয়া বা সাড়া দেওয়াকে** বোঝানো হয়েছে। **দৃষ্টিভঙ্গি নির্ভর করে মূল্যবোধ ও বিশ্বাসের ওপর যা তার আচরণকে প্রভাবিত করে।**

জাতীয় শিক্ষাক্রম-২০২১ প্রণয়নে দৃষ্টিভঙ্গির তিনটি উপাদানকে বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে-

- ব্যক্তিগত বিশ্বাস
- ইতিবাচক সামাজিক রীতি সম্পর্কিত বিশ্বাস
- আত্মবিশ্বাস

শিক্ষার্থীর যোগ্যতার প্রতিটি উপাদান যেমন মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি, দক্ষতা ও জ্ঞান কিছু বৈশিষ্ট্য আকারে দেখা যায়।

জ্ঞান	দক্ষতা	মূল্যবোধ	দৃষ্টিভঙ্গি
• নিজ সমাজ ও বিশ্ব সম্পর্কে ধারণা লাভ • সূক্ষ বিশ্লেষণের মাধ্যমে আন্তবিষয়ক সম্পর্ক স্থাপন • পাঠ্যপুস্তক ও পাঠ বহির্ভূত বিষয়ের মধ্যে সংযোগ স্থাপন	• সূক্ষ্মচিন্তন ও সমস্যা সমাধান • সৃজনশীল চিন্তন ও কল্পনা • মৌলিক ও ডিজিটাল সাক্ষরতা • সহযোগিতা ও যোগাযোগ • সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও স্ব-ব্যবস্থাপনা • অভিযোজন • জীবন ও জীবিকার জন্য প্রস্তুতি • বিশ্ব নাগরিকত্ব	• সংহতি • দেশপ্রেম • পরমতসহিষ্ণুতা • শ্রদ্ধা ও সহমর্মিতা • অসাম্প্রদায়িকতা	• ইতিবাচক • গঠনমূলক

সহায়ক তথ্য-২

পরিমার্জিত জাতীয় কারিকুলাম-২০২১ এ সমন্বিত দশটি মূল যোগ্যতা

শিক্ষার্থীর যোগ্যতার উপাদান তথা জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি উপর ভিত্তি করে প্রাথমিক স্তরের ১০ টি মূল যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়েছে।

১. অন্যের মতামত ও অবস্থানকে সম্মান ও অনুধাবন করে, প্রেক্ষাপট অনুযায়ী নিজের, মতামত যথাযথ মাধ্যমে সৃজনশীলভাবে প্রকাশ করতে পারা।

২. যেকোনো ইস্যুতে সূক্ষ্ম চিন্তার মাধ্যমে সামগ্রিক বিষয়সমূহ বিবেচনা করে সকলের জন্য যৌক্তিক ও সর্বোচ্চ কল্যাণকর সিদ্ধান্ত নিতে পারা।

৩. ভিন্নতা ও বৈচিত্রকে সম্মান করে নিজস্ব কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ধারক হয়ে নিজ দেশের প্রতি ভালোবাসা ও বিশ্বস্ততা প্রদর্শনপূর্বক বিশ্ব নাগরিকের যোগ্যতা অর্জন করা।

৪. সমস্যার প্রক্ষেপণ, দ্রুত অনুধাবন, বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ এবং ভবিষ্যৎ তাৎপর্য বিবেচনা করে সকলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে যৌক্তিক ও সর্বোচ্চ কল্যাণকর সিদ্ধান্ত নিতে ও সমাধান করতে পারা।

৫. পারস্পারিক সহযোগিতা, সম্মান ও সম্প্রীতি বজায় রেখে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের মাধ্যমে পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারা এবং পরবর্তী প্রজন্মের জন্য নিরাপদ বাসযোগ্য পৃথিবী তৈরিতে ভূমিকা রাখতে পারা।

৬. নতুন দৃষ্টিকোণ, ধারণা, দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগের মাধ্যমে নতুনপথ, কৌশল ও সম্ভাবনা সৃষ্টি করে শৈল্পিকভাবে তা উপস্থাপন এবং জাতীয় ও বিশ্বকল্যাণে ভূমিকা রাখতে পারা।

৭. নিজের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নিয়ে নিজ অবস্থান ও ভূমিকা জেনে ঝুঁকিহীন নিরাপদ ও গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় এবং বৈশ্বিক সম্পর্ক ও যোগাযোগ তৈরি করতে ও বজায় রাখতে পারা।

৮. প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে ঝুঁকি ও দূর্যোগ মোকাবেলা এবং মানবিক মর্যাদা অক্ষুন্ন রেখে নিরাপদ ও সুরক্ষিত জীবন ও জীবিকার জন্য নিজেকে প্রস্তুত রাখতে পারা।

৯. পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে দৈনন্দিন উদ্ভূত সমস্যা গাণিতিক, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত দক্ষতা ব্যবহার করে সমাধান করতে পারা।

১০. ধর্মীয় অনুশাসন, সততা ও নৈতিক গুণাবলি অর্জন এবং শুদ্ধাচার অনুশীলনের মাধ্যমে প্রকৃতি ও মানব- কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করতে পারা।

শিখন-ক্ষেত্র

শিক্ষাক্রমের দশটি মূল যোগ্যতা অর্জনে যথাযথ পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য শিক্ষার্থীদের শিখনের দশটি ক্ষেত্র নির্ধারণ করা হয়েছে। **শিক্ষার্থীর বিকাশের ক্ষেত্র, পূর্বে নির্ধারিত নীতি, মূল্যবোধ, মূল যোগ্যতা ও দক্ষতা, পরিস্থিতি বিশ্লেষণমূলক গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল এবং জাতীয় পর্যালোচনাসমূহের ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ শিখন-বিষয়গুলো বিবেচনায় এনে শিখন-ক্ষেত্র নির্বাচন করা হয়েছে।** এই নির্বাচনের

সময় স্থানীয় ও বৈশ্বিক বিভিন্ন চাহিদা ও প্রেক্ষাপট যেমন বিবেচনা করা হয়েছে, একই সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে একাডেমিক অগ্রাধিকার এবং উচ্চশিক্ষা ও কর্মজগতের বর্তমান ও ভবিষ্যত পরিপ্রেক্ষিত।

যোগ্যতাগুলো অর্জনকল্পে শিক্ষাক্রমে যেসকল শিখন-ক্ষেত্র নির্বাচন করা হয়েছে, সেগুলো হলো:

১. ভাষা ও যোগাযোগ (Language & Communication)
২. গণিত ও যুক্তি (Mathematics & Reasoning)
৩. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (Science & Technology)
৪. ডিজিটাল প্রযুক্তি (Digital Technology)
৫. পরিবেশ ও জলবায়ু (Environment & Climate)
৬. সমাজ ও বিশ্বনাগরিকত্ব (Society & Global Citizenship)
৭. জীবন ও জীবিকা (Life & Livelihood)
৮. মূল্যবোধ ও নৈতিকতা (Values & Morality)
৯. শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য এবং সুরক্ষা (Physical & Mental Health and Protection)
১০. শিল্প ও সংস্কৃতি (Arts & Culture)

শিখন-ক্ষেত্রভিত্তিক প্রাথমিক স্তরের যোগ্যতা

প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত মূল যোগ্যতার ভিত্তিতে এবং প্রাথমিক শিক্ষার সমাপন পর্যায়ে শিক্ষার্থীর বয়স, সামর্থ্য, মানসিক পরিপক্কতা, ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের বর্তমান ও ভবিষ্যত চাহিদা, বিদ্যালয়ের ভৌত সুবিধাদি, শিক্ষকের প্রস্তুতি, ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রেখে প্রাথমিক স্তরের শিখন ক্ষেত্রভিত্তিক যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়। এই স্তরের শিক্ষা শেষে শিক্ষার্থীর কতটুকু আচরনিক পরিবর্তন, জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের বিকাশ ঘটবে বলে আশা করা যায় তা সুনির্দিষ্ট করা হয়।

শিখন-ক্ষেত্র	শিখন-ক্ষেত্রভিত্তিক প্রাথমিক স্তরের যোগ্যতা
ভাষা ও যোগাযোগ	১. একাধিক ভাষায় কথোপকথন, বক্তৃতা, বর্ণনা শুনে এবং পঠন দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে লিখিত বা অঙ্কিত বিষয়বস্তু পড়ে এবং বুঝে জ্ঞানার্জন অব্যাহত রাখতে সমর্থ হওয়া। ২. পারিবারিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে ভাষা ব্যবহার করে, পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার আলোকে মনোভাব ও অনুভূতি সহজ, সঠিক ও কার্যকরভাবে নানান মাধ্যমে প্রকাশ ও আদান-প্রদান করতে পারা। ৩. গল্প, কবিতা, ছড়াসহ সৃজনশীল রচনা শুনে ও পড়ে আনন্দ লাভ করতে পারা; এবং আবৃত্তি ও ভূমিকাভিনয়ের মাধ্যমে তা প্রকাশ করতে পারা।
গণিত ও যুক্তি	১. গাণিতিক সংখ্যা ও প্রক্রিয়ার (যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ) ধারণা লাভ করে গাণিতিক সমস্যা সমাধানের দক্ষতা অর্জন করা। ২. জ্যামিতিক আকৃতি ও বিভিন্ন ধরণের পরিমাপের ধারণা লাভ করে প্রাত্যহিক জীবনে তা ব্যবহার করতে পারা। ৩. পর্যবেক্ষণ ও পারস্পরিক যোগাযোগের (মিথষ্ক্রিয়া) মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণ করে যৌক্তিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার দক্ষতা অর্জন করা।
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি	১. চারপাশের পরিবেশ, প্রাকৃতিক ঘটনা ও ঘটনা প্রবাহ সম্পর্কে কৌতুহলী হয়ে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে যৌক্তিক ও বিজ্ঞানভিত্তিক কার্যকারণ ব্যাখ্যা করতে পারা। ২. বাড়ি, বিদ্যালয় ও নিকট পরিবেশের প্রপঞ্চ, ঘটনা ও ঘটনা প্রবাহ চিহ্নিত করা এবং বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া ও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের পদ্ধতিসমুহ জেনে ও অনুশীলন করে সৃজনশীল উপায়ে কল্যাণকর সমাধানে সচেষ্ট হওয়া।
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	১ তথ্য, যোগাযোগ ও বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির অব্যাহত বিকাশ সম্পর্কে অবহিত থাকা, নিত্যনতুন প্রযুক্তি সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা এবং দৈনন্দিন জীবনের নানাক্ষেত্রে এর নিরাপদ, ইতিবাচক, কার্যকর ও যথাযথ ব্যবহারে সক্ষম হওয়া।
পরিবেশ ও জলবায়ু	১. প্রকৃতি, পরিবেশ, জলবায়ু ইত্যাদির গুরুত্ব ও আন্তঃসম্পর্ক বুঝে মানবসমাজ ও বাস্তুসংস্থান টিকিয়ে রাখায় এগুলোর গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারা এবং প্রকৃতি ও পরিবেশকে ভালোবাসতে পারা। ২. প্রকৃতি, পরিবেশ ও জলবায়ু দূষণের কারণ ও প্রতিকার, দুর্যোগ, পরিবেশের প্রতিকূলতা, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সম্পর্কে জেনে পরিবেশ সংরক্ষণে সচেষ্ট হওয়া এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে খাপ খাওয়াতে পারা। ৩. টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ, পরিমিত ও পুনঃ ব্যবহার করতে পারা।
সমাজ ও বিশ্ব নাগরিকত্ব	১. জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, সংস্কৃতি, লিঙ্গ, আর্থ-সামাজিক অবস্থান, সক্ষমতা ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যেরপ্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে সম্প্রীতিবোধে উদ্দীপ্ত হওয়া এবং ব্যক্তিগত জীবনে তা চর্চা করা। ২. মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জেনে এর চেতনায় দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধে উদ্দীপ্ত হওয়া এবং নিজের দায়িত্ব ও অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন কর্মকান্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণ করা। ৩. বাংলাদেশের ভৌগোলিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক পরিবেশ এবং এর আন্ত:সম্পর্ক বুঝতে পারা এবং আন্তর্জাতিক পরিমন্ডল, আন্তর্জাতিকতাবোধ, বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও বিশ্ব সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহী ও শ্রদ্ধাশীল হওয়া।
মূল্যবোধ ও নৈতিকতা	১. নিজ নিজ ধর্মীয় আদর্শ ও অনুশাসন অনুশীলনের মাধমে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি অর্জন করে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে সক্ষম হওয়া।

	২. নৈতিক গুণাবলি (সততা, স্বচ্ছতা, পরমতসহিষ্ণুতা, সদাচার, সহমর্মিতা, ন্যায়পরায়ণতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ) অর্জন এবং ভালো-মন্দ ও ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্য করতে সক্ষম হয়ে ব্যাক্তি, পরিবার, বিদ্যালয়ে ও সমাজে তা চর্চা করা। ৩. মানুষ-প্রকৃতি-জীবজগৎ ও পৃথিবীর প্রতি ভালোবাসা ও মমত্ববোধ প্রদর্শন করা।
শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা	১. শারীরিক বৈশিষ্ট্য ও পরিবর্তন সম্পর্কে জেনে স্বাস্থ্যবিধি (ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, শরীরচর্চা ও খেলাধুলা), খাদ্য ও পুষ্টি, সাধারণ রোগ প্রতিকার, পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি মেনে স্বাস্থ্যসম্মত, সুরক্ষিত ও নিরাপদ জীবন যাপনে সক্ষম ও অভ্যস্থ হওয়া। ২. মানসিক বৈশিষ্ট্য ও পরিবর্তন সম্পর্কে জেনে এর পরিচর্চার (আত্মসচেতনতা, মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণ, আবেগ ব্যবস্থাপনা, সুস্থ বিনোদন চর্চা ইত্যাদি) মাধ্যমে সুস্থ, নিরাপদ, সুরক্ষিত ও আনন্দময় ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবন যাপনে সক্ষম ও অভ্যস্থ হওয়া।
শিল্প ও সংস্কৃতি	১. ছবি আঁকা, ছড়া, কবিতা, গল্প, গান, অভিনয় ইত্যাদির মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, জাতীয় ঐতিহ্য, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি লালন করতে সক্ষম হওয়া। ২. চারু ও কারুকলা, সংগীত, নৃত্য, খেলাধুলা এবং সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের মাধ্যমে নান্দনিকতাবোধ অর্জন করে সৃজনশীল মানুষ হিসেবে আত্মপ্রকাশে সক্ষম হওয়া। ৩. বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্কৃতি (রূপকথা, গান, গল্প, লোকাচার, খেলা, চলচ্চিত্র, উৎসব, খাবার ইত্যাদি) সম্পর্কে জানা এবং তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও সহনশীল আচরণ প্রদর্শন করে লালন ও চর্চা করা।

শিখন-ক্ষেত্র থেকে বিষয় নির্বাচন

নির্ধারিত দশটি শিখন-ক্ষেত্রের যোগ্যতা অর্জনের জন্য প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে নির্দিষ্ট সংখ্যক বিষয় নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রাথমিক স্তরে আটটি বিষয় পাঠ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন পরিকল্পনার ফলে প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে বিষয়ের বিন্যাসে সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব হয়েছে, এবং শিক্ষার্থীর ধাপে ধাপে উত্তরণ যাতে স্বচ্ছন্দ এবং চাপমুক্ত হয় সেদিকে বিশেষ নজর দেয়া হয়েছে।

শিক্ষার্থীর বয়স, আগ্রহ এবং বিকাশের চাহিদা অনুযায়ী বিষয়ের সংখ্যা ও ধরন ঠিক করা হয়েছে। শিক্ষার্থীরা যাতে শিক্ষাক্রমের নির্ধারিত মূল যোগ্যতাসমূহ এবং তার ধারাবাহিকতায় শিখন-ক্ষেত্রসমূহের যোগ্যতাসমূহ অর্জনে সমর্থ হয়, কিন্তু একই সঙ্গে বিষয়বস্তুর চাপ যাতে বেড়ে না যায় সেজন্য থিমভিত্তিক ও ইন্টারডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচ গ্রহণ করা হয়েছে।

শিখনকে কার্যকর ও আনন্দময় করতে সক্রিয় ও অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনের উপর জোর দেয়া হয়েছে, যার মাধ্যমে একই শিখন-কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে একাধিক বিষয়ের যোগ্যতা অর্জন করা সম্ভব।

নিচের ছকে প্রাথমিকস্তরের বিষয়সমূহের বিন্যাস দেয়া হয়েছে।

শিখন-ক্ষেত্র	**প্রাথমিকস্তরের বিষয়**
ভাষা ও যোগাযোগ	• বাংলা • ইংরেজি • গণিত • সামাজিক বিজ্ঞান • বিজ্ঞান • শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য এবং সুরক্ষা • ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা • শিল্পকলা
গণিত ও যুক্তি	
জীবন ও জীবিকা	
সমাজ ও বিশ্ব নাগরিকত্ব	
পরিবেশ ও জলবায়ু	
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি	
ডিজিটাল প্রযুক্তি	
শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য এবং সুরক্ষা	
মূল্যবোধ ও নৈতিকতা	
শিল্প ও সংস্কৃতি	

অধিবেশন-০৭	মডার্ন প্রাথমিক শিক্ষা রুপান্তরে প্রতিফলনমূলক শিখন

শিখনফল:
এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ,

ক) প্রতিফলনমূলক শিখনের ধারণা এবং গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
খ) প্রতিফলনমূলক শিখনের কৌশল চিহ্নিত করতে পারবেন;
গ) মডার্ন প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে প্রতিফলনমূলক শিখনের প্রযুক্তিগত সুবিধা একীভূত করার কৌশল চিহ্নিত করতে পারবেন।

সময়: ১.৩০ ঘন্টা
পদ্ধতি: ব্রেনস্টর্মিং, আলোচনা, মাইন্ড ম্যাপিং, প্রশ্ন-উত্তর।
উপকরণ: ভিপ কার্ড, পিপিটি, পুশপিন বোর্ড, বোর্ড, ডায়েরি।

অংশ ক	প্রতিফলনমূলক শিখন	২৫ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীগণকে শুভেচ্ছা জানিয়ে অধিবেশন শুরু করুন।
- প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীগণকে ভিপ কার্ড সরবরাহ করুন। তাদের বলুন, প্রতিফলনমূলক শিখন বলতে কী বুঝায় তা ভিপ কার্ডে লিখতে। এই জন্য ৩মিনিট সময় দিন। সকল ভিপ কার্ড সংগ্রহ করে পুশপিন বোর্ড লাগিয়ে দিন এবং লাগানো শেষ হলে এক এক করে পড়ে শুনান।
- অংশগ্রহণকারীগণের সাথে প্রয়োজনে **সহায়ক তথ্য-১** এর সহায়তায় আলোচনা করুন এবং তাদের ধারণা স্পষ্ট করুন।
- এরপর অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন, প্রতিফলনমূলক শিখনের গুরুত্ব কী তা ১মিনিট চিন্তা করার জন্য সময় দিন এবং ডায়রিতে লিখতে বলুন। এরপর তাদের নিকট থেকে এর গুরুত্ব শুনুন। **সহায়ক তথ্য-১** এর আলোকে পিপিটিতে প্রর্দশনপূর্বক তাদের ধারণা স্পষ্ট করুন।

অংশ খ	প্রতিফলনমূলক শিখনের কৌশল	৩০ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীগণকে, প্রতিফলনমূলক শিখন কৌশল কি হতে পারে তা বলতে বলুন। একজন অংশগ্রহণকারীকে বোর্ডে লিখার জন্য সহায়তা করতে বলুন। বোর্ডের মাঝখানে প্রতিফলন শিখন কৌশল লিখে একটি বৃত্ত আঁকতে বলুন এবং মাইন্ড ম্যাপিং পদ্ধতি এর মতো বৃত্তের চারপাশে অ্যারো চিহ্ন দিয়ে লিখতে বলুন।
- অংশগ্রহণকারীগণের সাথে কৌশল নিয়ে প্রয়োজনীয় আলোচনা করুন। প্রয়োজনে **সহায়ক তথ্য-২** এর সহায়তা নিন।
- ধন্যবাদ দিয়ে পরবর্তী কার্যক্রমে অংশ নিতে বলুন।

অংশ গ	প্রতিফলনমূলক শিখনের প্রযুক্তিগত সুবিধা একীভূত	৩০ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীগণের নিকট জানতে চান, কীভাবে প্রতিফলনমূলক শিখন প্রযুক্তিগত সুবিধা একীভূত করা যায়। কয়েকজনের নিকট থেকে উত্তর শুনুন।
- এরপর **সহায়ক তথ্য-৩** এর আলোকে পিপিটি প্রর্দশনপূর্বক প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করুন এবং তাদের ধারণা স্পষ্ট করুন।

অংশ ঘ	অধিবেশনের সারসংক্ষেপ, মূল্যায়ন এবং সমাপ্তি	০৫ মিনিট

- এবার অংশগ্রহণকারীগণের নিকট জানতে চান,
    - প্রতিফলনমূলক শিখন কী?
    - প্রতিফলনমূলক শিখনসমূহ কি কি?
    - প্রতিফলনমূলক শিখনে কীভাবে প্রযুক্তি সহায়তা নেয়া যেতে পারে?

- এরপর একজনকে আজকের এই অধিবেশন আমরা কি শিখলাম বলতে বলুন।
- ধন্যবাদ দিয়ে অধিবেশন সমাপ্ত করুন।

সহায়ক তথ্য	অধিবেশন-২: শিক্ষকমান এবং এর গুরুত্ব

সহায়ক তথ্য-১

প্রতিফলনমূলক শিখন:

প্রতিফলনমূলক শিখন হলো শিক্ষক তাঁর উপস্থাপিত পাঠের উন্নয়নের ক্ষেত্র চিহ্নিত করে সেই অনুসারে নিজেকে সংশোধনপূর্বক পুনরায় নতুন পাঠ প্রস্তুত করে কার্যকর ও ফলপ্রসু শিখন-শেখানো কার্যকম পরিচালনা করা।

প্রতিফলনমূলক শিখন হল পেশাগত শিখনের সাথে সম্পর্কিত একটি প্রক্রিয়া, যাতে কার্যকর প্রতিফলন এবং চিন্তনের বিকাশ অন্তর্ভুক্ত থাকে এবং কর্ম, শিক্ষা, লক্ষ্য অর্জন এবং তাৎক্ষণিক ও ভবিষ্যতের অনুশীলনে পরিবর্তনের জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়ার দিকে পরিচালিত করে (Hegarty, 2011a, p. 20)।

প্রতিফলনমূলক শিখন হলো এক প্রক্রিয়া যেখানে শিক্ষক তার শিখন-শেখানো পদ্ধতি সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করে তার কার্যকারিতা বাড়ানোর চেষ্টা করে। এতে শ্রেণিকক্ষের অভিজ্ঞতার পুনর্বিবেচনা, কী কাজ করেছে এবং কী কাজ করেনি তা বিশ্লেষণ করা এবং ভবিষ্যতের কর্মকান্ড সম্পর্কে সচেতন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা জড়িত।

প্রতিফলনমূলক শিখনের গুরুত্ব:

- শিক্ষকের অনুসন্ধিৎসু মনোভাব, সৃজনশীলতা এবং আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি
- শিক্ষকের স্ব-মূল্যায়ন, শিক্ষার্থীদের পোর্টফোলিও সংরক্ষণ ও প্রতিবেদন প্রণয়ন
- শিক্ষক নিজ পাঠের উন্নয়ন ক্ষেত্র চিহ্নিতপূর্বক নিজেকে প্রস্তুত করে শিক্ষার্থীর শিখন নিশ্চিতকরণ
- শিক্ষক নিজের ভুল সংশোধনের মাধ্যমে পরবর্তীতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারেন
- শিক্ষার্থীর সবল ও দুর্বল দিক চিহ্নিত করে সেই অনুযায়ী নিজেকে প্রস্তুত করতে পারেন
- শিক্ষক-শিক্ষার্থী-অভিভাবকদের মধ্যে পারস্পারিক সম্পর্ক ও আস্থা দৃঢ় হয়।
- শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ফিডব্যাক গ্রহণ করা এবং তার ভিত্তিতে শিক্ষণ পদ্ধতি পরিবর্তন করা।
- প্রতিটি পাঠের পরে শিখন পরিকল্পনা পর্যালোচনা করে কী কী কার্যকর হয়েছে এবং কী কী পরিবর্তন করা দরকার, তা জানা।
- শিক্ষার্থীদের সাথে নিয়মিত আলোচনা করে তারা কী শিখল, কীভাবে শিখল এবং কীভাবে আরও ভালভাবে শিখতে পারে সে সম্পর্কে তাদের মতামত জানতে চেষ্টা করতে পারেন।
- শিক্ষার্থীদের শিখনে কোনো ত্রুটি হলে শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত কারণ চিহ্নিত করে বিশ্লেষণের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারা যায়।
- সহকর্মীদের সাথে শিক্ষণ পদ্ধতি, সমস্যা এবং সমাধান সম্পর্কে আলোচনা করতে পারেন।
- প্রতিদিনের শিক্ষণের অভিজ্ঞতা, চ্যালেঞ্জ এবং সাফল্যগুলো একটি জার্নালে লিখে রাখতে পারেন।
- শিক্ষণে বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের শিখনকে আরও আকর্ষণীয় এবং কার্যকর করার উপায় খুঁজে বের করতে পারেন।

সহায়ক তথ্য-২

প্রতিফলন শিখন অনুশীলন কৌশল

১. নিয়মিত প্রতিফলন: ব্যক্তিগত উন্নয়নের জন্য নিয়মিত নিজের শিখন-শেখানো কৌশল অধ্যায়ন করা।

শিহাব একজন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। তিনি প্রতি বন্ধের মধ্যে নিজেই কী করেছেন এবং কী শিখেছেন তা নিয়ে প্রতিফলন করেন এবং জার্নাল লিখেন। তিনি তার জার্নালে কেবল কী ঘটেছিল তা নয় বরং কেন এবং নির্দিষ্ট পরিস্থিতি এবং তার নিজের সিদ্ধান্তের প্রতি তার নিজের অনুভূতি এবং প্রতিক্রিয়াও রেকর্ড করেন। তিনি আরও সিদ্ধান্ত নেন যে তাকে কীভাবে আরও কার্যকরভাবে কাজ করতে হবে তা উন্নত করার জন্য তাকে কী ধরনের পদক্ষেপ নিতে হবে এবং নিজের জন্য লক্ষ্য নির্ধারণ করে-এসবই তিনি তার জার্নালে লিখেন এবং সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

প্রতিফলন একজন শিক্ষককে তার অভিজ্ঞতা থেকে শিখতে এবং একজন বিশেষজ্ঞ অনুশীলনকারী হিসাবে বিকশিত হতে সাহায্য করে।

- প্রতিফলন রেকর্ড করার জন্য একজন শিক্ষক যে পদ্ধতিগুলি ব্যবহার করবেন তা নির্ধারণ করতে হবে- জার্নাল লিখন বা প্রতিফলনমূলক প্রতিবেদন লিখন, ব্লগ লিখন, অডিও বা ভিডিও রেকর্ডিং এবং বিশ্লেষণ, ডায়েরি লিখন, নোটবুক লিখন ইত্যাদি।

২. শিখন-শেখানো কার্যক্রম মূল্যায়ন: শিক্ষক নিজে তার গ্রহীত বা সম্পন্নকৃত কার্যক্রম মূল্যায়ন এবং অনুসন্ধান করা।

শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে সমাধান করতে চান এমন একটি সমস্যা খুঁজে বের করে সেটার সমাধানের উদ্দেশ্যে তথ্য সংগ্রহ করে বিশ্লেষণ করে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করবেন। এর জন্য তিনি প্রথমে,

- একটি সমস্যা বা চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা,
- একটি গবেষণা প্রশ্ন (পরিকল্পনা) তৈরি করা,
- কর্ম পরিকল্পনা (শিক্ষণ কৌশল বা পাঠ পরিকল্পনা) প্রস্তুত করা,
- পরিকল্পনা বাস্তবায়ন (শিক্ষণ সেশন বা কার্যকলাপ) - পর্যবেক্ষণ এবং তথ্য সংগ্রহ (নিজের প্রতিফলন এবং শিক্ষার্থী ও অন্যান্য শিক্ষকদের প্রতিক্রিয়া),

- পরিকল্পনার মূল্যায়ন (প্রতিফলন, বিশ্লেষণ, বোঝাপড়া এবং সিদ্ধান্ত),
- এইভাবে পরবর্তী চক্রের জন্য লক্ষ্য নির্ধারণ করা।

- শিক্ষক হিসেবে আপনি আপনার শ্রেণিকক্ষে কোন সমস্যা সমাধান করতে চান-তা নির্ধারণ এবং তারপর অনুসন্ধান এবং সমাধান করুন। এই কাজের জন্য- কর্মসহায়ক গবেষণা, কেস স্টাডি, শিখন পরিকল্পনার মূল্যায়ন, পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন, লেসন স্টাডি কৌশল প্রয়োগ, স্ব-মূল্যায়ন, শিখন-শেখানো কার্যকারিতার পরিমাপ ইত্যাদি পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে।

৩. প্রতিফলন অনুশীলনের সাথে তাত্ত্বিক জ্ঞানের সংযোগ স্থাপন: তত্ত্বকে অনুশীলনের সাথে সংযুক্ত করা- সাহিত্য (শিক্ষাশাস্ত্রের থিওরি বা অন্য তাত্ত্বিক জ্ঞানের ভান্ডার) ব্যবহার করা।
শিক্ষক তার ক্ষেত্র সম্পর্কে বোধগম্যতা বিকাশ করতে শিক্ষা তত্ত্ব অন্বেষণ করা। শিক্ষকের বিষয়বস্তু সম্পর্কিত জ্ঞানের সাথে শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল সম্পর্কিত তাত্ত্বিক জ্ঞান থাকা আবশ্যক। শিক্ষক তার প্রেক্ষাপটে অর্থপূর্ণ এবং বাস্তব সমাধান প্রদান করতে পারে এমন সাহিত্য থেকে তাত্ত্বিক জ্ঞান এবং গবেষণা অনুসন্ধান করলে তাত্ত্বিক জ্ঞানের প্রয়োগ করার উপায় বুঝতে সহায়ক হবে।

- একজন শিক্ষকের এমন তত্ত্ব বা উদাহরণ পড়া (শিক্ষকগণের উত্তম চর্চাসমূহ অনুসরণ করা, শিক্ষামূলক জার্নাল/আর্টিকল পড়া) প্রয়োজন যা তার অনুশীলনকে সাহায্য করবে।

৪. সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ: শিক্ষক হিসেবে নিজের ব্যক্তিগত তত্ত্ব এবং বিশ্বাসকে প্রশ্ন করা। শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে নিজের ব্যক্তিগত তত্ত্ব, বিশ্বাস এবং অনুমানকে চ্যালেঞ্জ করা প্রয়োজন। যেমন, একজন শিক্ষক যদি ধারণা করেন যে, শিক্ষার্থীরা কেবলমাত্র শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের দেওয়া বক্তৃতার মাধ্যমেই শিখে। তাহলে তিনি অনলাইন বা ব্লেন্ডেড বা নমনীয় বিকল্প শিখন পদ্ধতি নিয়ে চিন্তা করতে আগ্রহী হবেন না।
প্রতিফলন অনুশীলন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এটি প্রতিফলনকারী তার প্রেরণা, সাফল্য এবং ব্যর্থতার প্রত্যাশা, সাফল্য অর্জনের প্রচেষ্টা এবং দক্ষতা ব্যবহার ও সম্ভাব্য বাধা সম্পর্কে তার ধারণাকে প্রভাবিত করে। এতে শিক্ষকের আত্নবিশ্বাস বেড়ে যায়। শিক্ষক যত বেশি আত্মবিশ্বাসী হবেন, তত বেশি নতুন জিনিস চেষ্টা করে তার জ্ঞান এবং দক্ষতা বাড়ানোর সম্ভাবনা থাকবে। প্রতিফলন শিখন চ্যালেঞ্জিং হলেও শিক্ষকের আত্নবিশ্বাস বিকাশে সক্ষম।

- শিক্ষক হিসেবে আপনাকে যখন একটি নতুন শিক্ষণ পদ্ধতি চেষ্টা করতে বলা হয় বা একটি অপরিচিত প্রযুক্তি ব্যবহার করতে বলা হয়, তখন আপনি কতটা আরামদায় বোধ করেন তা নিয়ে প্রতিফলন (স্ব-পর্যালোচনা) করুন।

৫. সামাজিক শিখন পরিবেশ: এটি বিকল্প দৃষ্টিকোণ এবং সম্ভাবনা বিবেচনা করতে সহায়ক।

সহকর্মী শিক্ষকদের সমন্বয়ে একটি শিক্ষণ কথোপকথন দল গঠন করা। দলের সাথে আইডিয়া শেয়ার করা। এটি নিজের চিন্তা ভাবনাকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ এবং ধারণা সাথে পরিচয় করিয়ে দিবে। বাস্তব-বিশ্বের প্রেক্ষাপটে আপনার নিজের জ্ঞান বিকাশ করতে সাহায্য করবে। সামাজিক শিখন পরিবেশ আপনার নিজের চিন্তাকে সহজতর করার জন্য দুর্দান্ত। এটি শিখন পরিকল্পনা, নতুন জ্ঞান, তত্ত্বের বিকাশ এবং ভবিষ্যতের অনুশীলন পরিবর্তনে সবচেয়ে বেশি সহায়ক। একইসাথে শিখন-শেখানো কাজে পারদর্শী হওয়ার জন্য একজন মেন্টর গ্রহণ করা। মেন্টর কর্তৃক ফলাবর্তন গ্রহণ করা। শিখন বিষয়ে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী কথোপকথন শিখন-শেখানোর কার্যক্রম পরিবর্তনের অন্যতম হাতিয়ার। সতীর্থ পর্যবেক্ষণ করা। প্রতিফলন শিখন নিজের সাথে এবং নিজের চিন্তার সাথে কথোপকথন প্রতিফলন প্রক্রিয়ার একটি উপকারী দিক।

- শিক্ষক হিসেবে আপনি কীভাবে জ্ঞান বিকাশের জন্য শিক্ষণ কথোপকথন (টিচিং-লার্নিং-সার্কেল গঠন, সতীর্থ পর্যবেক্ষণ, দলগত আলোচনা, শিক্ষার্থী কর্তৃক ফলাবর্তন, সহকার্মীদের সাথে আলোচনা ইত্যাদি) ব্যবহার করতে পারেন?

৬. নতুন কৌশল এবং ধারণা উদ্ভাবন:
শিক্ষা মজাদার, বাস্তবভিত্তিক এবং প্রাসঙ্গিক হলে শিক্ষার্থীরা অনুপ্রাণিত হয়। শিক্ষার্থীদের কৌতূহলী এবং আগ্রহী রাখার জন্য শিখন-শেখানোর কাজে পর্যাপ্ত পরিমাণে বৈচিত্র্য এবং চ্যালেঞ্জ কার্যক্রম রাখা প্রয়োজন। যারা জন্য প্রয়োজন শিক্ষকের নতুন কৌশল এবং ধারণার উদ্ভাবন। এসব নতুন কৌশল এবং ধারণার বাস্তবায়নের জন্য সহকর্মী এবং শিক্ষার্থীদের সমালোচনা এবং তার প্রতিফলন শিক্ষকের দক্ষতা বিকাশ ঘটাবে।
- শিক্ষকতা পেশায় আপনি কীভাবে উদ্ভাবন ব্যবহার করবেন- নির্ধারণ করুন।

৭. অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং নমনীয় অনুশীলন:
আসাদ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একজন নতুন শিক্ষক। শ্রেণিকক্ষে তিনি দেখলেন যে, শিক্ষার্থী অনেক বেশি বৈচিত্রপূর্ণ- কেউ বেশি পরিপক্ক, কারো শিখন খুব দ্রুত, আবার কারো ধীর, সামাজিক অবস্থার কারণে শিক্ষার্থীর দৈনিক কার্যক্রম ভিন্ন, কারো আবার পিতা-মাতা খুবই

ব্যস্ত, কেউ আবার বাবা-মার সাথে বাহিরে কাজ করে ইত্যাদি। তিনি বুঝতে পারলেন যে ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষার্থীর বিভিন্ন চাহিদা পূরণ করাই গুরুত্বপূর্ণ। তাই তিনি তার শিখন কার্যে সবসময় পর্যাপ্ত বিকল্প বিবেচনা করেন। তিনি প্রচুর শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য-তত্ত্ব, আর্টিকেল পড়াশোনা করেন, সহকর্মীদের সাথে আলোচনা করেন, শিক্ষার্থীদের সাথে তার পাঠ শেষে আলোচনা করেন, এবং সবসময় সকল শিক্ষার্থীর জন্য তাদের প্রবেশাধিকার এবং ব্যবহারের জন্য একাধিক বিকল্প সরবরাহ করেন।

- আপনি যে শিক্ষণ পরিবেশ সরবরাহ করেন তা কতটা নমনীয় এবং এটি আপনার সকল শিক্ষার্থীর জন্য সমান প্রবেশাধিকার এবং ব্যবহার উপযোগী কিনা?

৮. শিখন কার্যের মান উন্নয়নে কার্যকর অনুশীলন:

শিক্ষকের শিখন কার্যের মান উন্নয়নে প্রতিফলন অনুশীলন অপরিহার্য। শিক্ষকের বিষয়বস্তুর জ্ঞান ও আবেগ, নিজের ও শিক্ষার্থীর প্রতি আত্নবিশ্বাস-উচ্চ প্রত্যাশা, বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে চ্যালেঞ্জিং এবং শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন প্রয়োজনে উপযুক্ত প্রতিক্রিয়া প্রর্দশন করা শিক্ষকতা পেশার প্রয়োজনীয় অনুঘটক যে শিক্ষক প্রতিফলন অনুশীলনের মাধ্যমে অর্জন করতে পারেন।

- আপনার শিক্ষণের কার্যকারিতাকে প্রভাবিত করতে পারে এমন কারণগুলি এবং পেশাগত বৃদ্ধির জন্য আপনার লক্ষ্যগুলি সম্পর্কে প্রতিফলন করুন।

৯. পেশাগত শিক্ষা:

শিক্ষণের জন্য দক্ষতা এবং জ্ঞান বিকাশ জীবনব্যাপী। শিক্ষায় দ্রুত (বিশেষ করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে) পরিবর্তনের সাথে শিক্ষককেও নমনীয়, স্থিতিশীল এবং আপডেটেট হতে হবে। শিক্ষক একই পেশাগত আগ্রহ এবং নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটের সাথে মিলিয়ে পেশাগত দল গঠন করে অনলাইন বা অফলাইন বা সরাসরি বিভিন্ন বিষয়ে দলের সবার দৃষ্টিভঙ্গি, উদ্বেগ বা আবেগ এবং সমালোচনা করতে পারেন। ওইসিডি (অর্থনৈতিক সহযোগিতা এবং উন্নয়ন সংস্থা) তিনটি মূল যোগ্যতা বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

ক) যোগাযোগের জন্য ইন্টারেক্টিভভাবে সরঞ্জাম ব্যবহার - সংলাপ, প্রতীক এবং লিখিত ভাষা ব্যবহার করুন; এবং ডিজিটাল তথ্য সাক্ষরতা এবং কার্যকরভাবে প্রযুক্তি ব্যবহার;

খ) বিভিন্ন ধরনের গোষ্ঠীতে যোগাযোগ- অন্যদের বৈচিত্র্যকে সম্মান, সহযোগিতামূলকভাবে যোগাযোগ এবং সংঘর্ষের প্রতি যথাযথভাবে সাড়া দান;

গ) স্বায়ত্তশাসন- ব্যক্তিগত পরিকল্পনা তৈরি, প্রকল্পে অংশগ্রহণ এবং দৃঢ়তার সাথে কাজ করা।

তথ্যসূত্র: https://wikieducator.org/GDTE/Reflective_Practice#Models_and_Frameworks_of_Reflection

সহায়ক তথ্য-৩

মডার্ন প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে প্রতিফলনমূলক শিখনের প্রযুক্তিগত সুবিধা একীভূত করার কৌশল:

প্রযুক্তি শিক্ষকদের প্রতিফলনমূলক অনুশীলন বাড়াতে একটি শক্তিশালী সহায়ক মাধ্যম। যার মাধ্যমে শিক্ষক তার শিখন-শেখানো পদ্ধতি, মূল্যায়ন এবং নিজের সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে পারেন। যেমন,

ভিডিও রেকর্ডিং ও বিশ্লেষণ: শ্রেণিকক্ষের কার্যকলাপ রেকর্ড করে পরবর্তীতে বিশ্লেষণ করা। শিক্ষক স্বিভল, GoPro বা এমনকি একটি মডার্নফোন (Swivl, GoPro, or even a smartphone) ব্যবহার করে তার পাঠ রেকর্ড করতে পারেন। এতে শিক্ষকের বাচনিক এবং অবাচনি ভাষা, শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ, শ্রেণি ব্যবস্থাপনা, শিখন মূল্যায়ন, শিখন-শেখানো পদ্ধতি-কৌশলের কার্যকারিতা ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করতে পারেন।

অনলাইন জার্নালিং বা ব্লগিং: একটি ডিজিটাল/অনলাইন জার্নাল বা ব্লগ ব্যবহার করে শিক্ষণ অভিজ্ঞতা, চ্যালেঞ্জ, এবং সাফল্য লিপিবদ্ধ করা। শিক্ষক ওয়ার্ডপ্রেস, ব্লগার বা এডুব্লগসের (WordPress, Blogger, or Edublogs, Penzu, reflection app, journey cloud, evernote, OneNote) মতো প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে একটি অনলাইন প্রতিফলন জার্নাল বা ব্লগ পরিচালনা করতে পারেন। নিয়মিত তার শিক্ষণ অভিজ্ঞতা, চ্যালেঞ্জ এবং সাফল্য সম্পর্কে লিখতে পারেন। এতে তার চিন্তাজগতের বিকাশ ঘটবে, যার ফলে গভীর অন্তর্দৃষ্টি এবং অনুশীলনে আরও চিন্তাশীল পরিবর্তন হবে। এটি সহকর্মীদের সাথে শেয়ার করার এবং একটি সহযোগী শিক্ষণ পরিবেশ গড়ে তোলারও সুযোগ করে দিবে।

অনলাইন ফোরাম ও গ্রুপ: অনলাইন ফোরাম বা শিক্ষক গ্রুপে (E-Teach Forum, Online Teacher Forum) অংশগ্রহণ করে অন্যান্য শিক্ষকদের সাথে অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং প্রতিফলন করা।

শিক্ষার্থী ফিডব্যাক সংগ্রহ: অনলাইন প্ল্যাটফর্ম (Google Forms, Poll Everywhere, or Kahoot) ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের থেকে ফিডব্যাক সংগ্রহ করা এবং বিশ্লেষণ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

ডেটা বিশ্লেষণ: শিক্ষক অনলাইন ডেটা বিশ্লেষণ টুলস (RapidMiner, Knime, Tableau, Google Charts, Datawrapper, Microsoft Excel, Microsoft Power BI, Qlik, Google Analytics, Spotfire, Data mining, Data visualization, bisiness intelligence) ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি, শিখন-শেখানো পদ্ধতির কার্যকারিতা, শিখন মূল্যায়ন, পরীক্ষার ফলাফল, শিক্ষকের নিজের পেশাগত উন্নয়ন ইত্যাদি করতে পারেন।

ভিডিও কনফারেন্সিং: অন্যান্য শিক্ষকদের সাথে ভিডিও কনফারেন্সের (Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Dialpad, TrueConf Online, FreeConference, Slack Huddles) মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষের ভিডিও শেয়ার করে আলোচনা করা।

ডিজিটাল বা ই-পোর্টপোলিও: শিক্ষক ডিজিটাল পোর্টপোলিও তৈরি করে তার সকল ডকুমেন্টস জমা রাখতে পারে। পরে প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার এবং বিনিময় করতে পারে। শিক্ষক তার শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার সময়ের সাথে সাথে নথিভুক্ত এবং প্রতিফলন করার জন্য ডিজিটাল পোর্টফোলিও তৈরি করতে পারেন। গুগল সাইটস, সিসও বা মাইক্রোসফ্ট ওয়ান নোটের (Google Sites, Seesaw, or Microsoft OneNote) মতো সরঞ্জামগুলি পাঠ পরিকল্পনা, শিক্ষণ সামগ্রী এবং শিক্ষার্থীর প্রতিক্রিয়া সংরক্ষণ করতে ব্যবহার করতে পারেন। এটি অতীতের পাঠগুলি সহজেই অ্যাক্সেস এবং পর্যালোচনা করার সুযোগ পাবে, যা শিক্ষক তার অগ্রগতি ট্র্যাক করতে এবং প্রয়োজনীয় সমন্বয় করতে সক্ষম হবে।

সহযোগিতামূলক অনলাইন প্লাটফর্ম (Collaborative Platforms): শিক্ষকরা গুগল ডক্স, মাইক্রোসফ্ট টিমস বা স্ল্যাকের (Google Docs, Microsoft Teams, Slack) মতো সহযোগী প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে সহকর্মীদের সাথে প্রতিফলন, পাঠ পরিকল্পনা এবং ফিডব্যাক বা অভিজ্ঞতা বিনিময় করতে পারেন। এটি পেশাগত শিখন সাইকেল (PLCs) বা সমকক্ষ পর্যালোচনা গোষ্ঠীগুলিতে করা যেতে পারে। গুগল ফর্ম, পোল এভারিওয়্যার বা কাহুটের মতো সরঞ্জামগুলি পাঠ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া সংগ্রহ করতে ব্যবহার করা যেতে পারে। শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের বোধগম্যতা বাস্তব সময়ে মূল্যায়ন করতে প্লিকার্স বা সোক্রেটিভের মতো অ্যাপগুলিও ব্যবহার করতে পারেন।

ফলাবর্তন টুলস (Feedback Tools): গুগল ফর্ম, পোল এভরিওয়ার বা কাহুটের (Google Forms, Poll Everywhere, or Kahoot) মতো সরঞ্জামগুলি পাঠ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া সংগ্রহ করতে ব্যবহার করা যেতে পারে। শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের বোধগম্যতা বাস্তব সময়ের মূল্যায়ন করতে প্লিকার্স বা সোক্রেটিভের (Plickers or Socrative) মতো অ্যাপ্লিকেশনগুলিও ব্যবহার করতে পারেন। এতে শিক্ষার্থীদের চাহিদা পূরণ করা সহজ হবে।

শিখন ব্যবস্থাপনা সিস্টেম (Learning management systems-LMS): শিখণ ব্যবস্থাপনা সিস্টেম (এলএমএস) যেমন ক্যানভাস, মুডল বা ব্ল্যাকবোর্ড (Canvas, Moodle, or Blackboard) শিক্ষার্থীর পারফরম্যান্স এবং জড়িত থাকার ট্র্যাক রাখার জন্য বিশ্লেষণ বৈশিষ্ট্য অফার করে। শিক্ষকরা তাদের শিক্ষামূলক কৌশলের কার্যকারিতা সম্পর্কে প্রতিফলন করতে এই সিস্টেম ব্যবহার করতে পারেন। ডেটা-চালিত প্রতিফলন শিক্ষকদের প্রবণতা চিহ্নিত করতে এবং তাদের শিক্ষণ উন্নত করার বিষয়ে প্রমাণভিত্তিক সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।

পেশাগত উন্নয়নে ওয়েবিনার এবং অনলাইন কোর্স (Professional Development Webinars and Online Courses): শিক্ষক তার পেশাগত উন্নয়নের জন্য কোর্সেরা, এডএক্স বা উডেমি (Coursera, edX, or Udemy) এর মতো প্ল্যাটফর্মে ওয়েবিনার, এমওওসি (ম্যাসিভ ওপেন অনলাইন কোর্স) বা অনলাইন পেশাদার উন্নয়ন (webinars, MOOCs (Massive Open Online Courses), or online professional development courses) কোর্সে অংশগ্রহণ করতে পারেন। এতে নতুন নতুন শিখন কৌশল শিখতে এবং ব্যাপক শিক্ষাগত প্রবণতা এবং গবেষণার প্রেক্ষাপটে বর্তমান অনুশীলন সম্পর্কে প্রতিফলন করার সুযোগ প্রদান করে।

ভার্চুয়াল পর্যবেক্ষক এবং মেন্টর/পরামর্শক (Virtual Observation and Mentorship): শিক্ষক ভার্চুয়াল পর্যবেক্ষণ সেশনে অংশগ্রহণ করতে পারেন যেখানে তারা পর্যবেক্ষণ করেন বা পরামর্শদাতা বা সহকর্মীদের দ্বারা পর্যবেক্ষিত হন। জুম বা মাইক্রোসফ্ট টিমসের মতো টুলসগুলি এই সেশনগুলিকে সহজতর করতে পারে। ভার্চুয়াল পর্যবেক্ষণ নির্মাণমূলক প্রতিক্রিয়া এবং প্রতিফলনমূলক আলোচনার সুযোগ সৃষ্টি করে, যখন ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ সম্ভব নয়।

মূল্যায়ন কার্যক্রম: শিক্ষক শিক্ষার্থী মূল্যায়নের Google forms, socrative, pear deck, Edpuzzle, Quizizz মতো টুলস ব্যবহার করতে পারেন।

সিদ্ধান্ত গ্রহণ (decision-making): শিক্ষক সংগ্রহকৃত ডেটা বিশ্লষণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য প্রযুক্তির সহায়তা গ্রহণ করতে পারেন। যেমন, SWOT Analysis, Pareto analysis, Cascade Strategy, decision matris, PEST analysis ইত্যাদি টুলস ব্যবহার করতে পারেন।

অধিবেশন-০৮	মডার্ন প্রাথমিক শিক্ষা রুপান্তরে প্রতিফলনমূলক শিখন অনুশীলন

শিখনফল:

এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ,

ক) প্রতিফলনমূলক জার্নালের ধারণা বর্ণনা করতে পারবেন;
খ) প্রতিফলনমূলক জার্নালের লেখার ক্ষেত্রে বিবেচ্য দিক এবং ক্ষেত্রসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
গ) প্রতিফলনমূলক জার্নাল লিখন (কাগজ-কলমে এবং অনলাইনে) অনুশীলন করতে পারবেন।

সময়: ১.৩০ ঘন্টা
পদ্ধতি: কেস স্টাডি, মাইন্ড ম্যাপিং, দলগত কাজ, আলোচনা, উপস্থাপনা।
উপকরণ: বোর্ড, পোস্টার পেপার, পিপিটি, রিফ্লেক্টিভ জার্নালের নমুনা ছক, এবং অন্যান্য।

অংশ ক	**প্রতিফলনমূলক জার্নাল (রিফ্লেক্টিভ জার্নাল)**	**২৫ মিনিট**

- অংশগ্রহণকারীগণকে শুভেচ্ছা জানিয়ে অধিবেশন শুরু করুন।
- অংশগ্রহণকারীগণকে কেস স্টাডি এর শীট সরবরাহ করুন।

কেস স্টাডি

মিস সেলিনা একজন ভালো শিক্ষক। তিনি খুব সুন্দরভাবে পাঠদান করেন। প্রতিনিয়ত তিনি তার পাঠদানের উন্নয়নের জন্য চেষ্টা করেন। প্রতিদিনই তিনি তার ডায়েরিতে প্রতিদিনের পাঠের উপর স্ব-অনুচিন্তন লিখেন। তার ডায়েরির একটি লেখা এমন:
আজ দ্বিতীয় শ্রেণির ‘ছয় ঋতুর দেশ’ রচনার যুক্তবর্ণযুক্তশব্দ- ‘গ্রীষ্ম’ ও ‘উষ্ম’ এর উচ্চারণ অনুশীলন করানোর সময় লক্ষ করি অনেক শিক্ষার্থী শব্দসমূহের যুক্তবর্ণটির (ষ্ম) সরল রূপ (ষ ম) পড়তে পারলেও শব্দ দুইটি ঠিকভাবে উচ্চারণ করতে পারছে না। তারা গ্রিশ্‌শোঁ এর মতো করে উশ্‌শোঁ উচ্চারণ করছে, উশ্‌মো করছে না। তাছাড়া আমি নিজেও এ ধরনের শব্দের যথেষ্ট উদাহরণ স্মরণ করতে পারছিলাম না বিধায় চিন্তায় পড়লাম। তাই আমি মনে করি, উচ্চারণ-ভিন্নতার কারণ জানা এবং যথেষ্ট অনুরূপ শব্দ জানা জরুরি। অভিধান থেকে এরূপ আরও নতুন শব্দ সংগ্রহ করে শ্রেণিতে শব্দগুলো চকবোর্ডে লিখে বারবার উচ্চস্বরে উচ্চারণ অনুশীলন করালে ভুলের পরিমাণ কমে আসবে বলে আমার মনে হয়। পরবর্তী দিন আমি এ কাজটি করবো। গতক্লাসে ছবি দেখে গল্প লেখার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা যে সমস্যায় পড়েছিল, আজকে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত কয়েকটি উজ্জ্বল ছবি উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করাতে শিক্ষার্থীরা ভালো সাড়া দিয়েছে।

- সবাই ৩মিনিট মনোযোগ সহকারে পড়তে বলুন।
- এরপর তাদের নিকট থেকে জানতে চান, মিস সেলিনার লেখায় তার পাঠের কোন কোন দিক ফুটে উঠেছে?
  সম্ভাব্য উত্তর: প্রতিফলনমূলক/রিফ্লেক্টিভ জার্নাল।
- তাদের কয়েকজনের উত্তর শুনুন।
- এবার তাদের নিকট জানতে চান, প্রতিফলনমূলক/রিফ্লেক্টিভ জার্নাল বলতে কি বুঝেন?
  রিফ্লেকটিভ জার্নাল হল শিক্ষক কর্তৃক শ্রেণিপাঠদান শেষে তার শিখন শেখানো কার্যক্রম সম্পর্কে নিজস্ব অনুচিন্তন একটি রেজিষ্টারে বা খাতায় বা ডায়রিতে নিধারিত ছক অনুসরণপূর্বক লিপিবদ্ধকরণ প্রক্রিয়া। এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে শিক্ষক নিজেই নিজের পাঠের সবল ও দূর্বল দিক চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি করতে পারেন।
- আলোচনার মাধ্যমে সকলের ধারণা স্পষ্ট করুন।

অংশ খ	**প্রতিফলনমূলক জার্নাল (রিফ্লেক্টিভ জার্নাল)-এর ক্ষেত্র এবং বিবেচ্য বিষয়**	**২৫ মিনিট**

- অংশগ্রহণকারীগণকে, প্রতিফলনমূলক/রিফ্লেক্টিভ জার্নালের ক্ষেত্র কি হতে পারে তা বলতে বলুন। একজন অংশগ্রহণকারীকে বোর্ড লিখার জন্য সহায়তা করতে বলুন। বোর্ডের মাঝখানে প্রতিফলনমূলক/রিফ্লেক্টিভ জার্নালের ক্ষেত্র লিখে একটি বৃত্ত আঁকতে বলুন এবং মাইন্ড ম্যাপিং পদ্ধতি এর মতো বৃত্তের চারপাশে অ্যারো চিহ্ন দিয়ে লিখতে বলুন।
- অংশগ্রহণকারীগণের সাথে কৌশল নিয়ে প্রয়োজনীয় আলোচনা করুন। প্রয়োজনে **সহায়ক তথ্য-১** এর সহায়তা নিন।
- এরপরে এই আলোচনার সূত্র ধরেই তাদের নিকট জানতে চান, প্রতিফলনমূলক/রিফ্লেক্টিভ জার্নাল লেখার ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয় কি হতে পারে? প্রত্যেকের নিকট থেকে শুনুন এবং **সহায়ক তথ্য-১** এর আলোকে বিবেচ্য ক্ষেত্রে সারমর্ম পিপিটি প্রর্দশনপূর্বক আলোচনা করুন।
- ধন্যবাদ দিয়ে পরবর্তী কার্যক্রমে অংশ নিতে বলুন।

অংশ গ	প্রতিফলনমূলক জার্নাল (রিফ্লেক্টিভ জার্নাল) অনুশীলন	৩৫ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীগণকে রিফ্লেক্টিভ জার্নাল এর নমুনা প্রর্দশনপূর্বক আলোচনা করুন।
- এই নমুনা অনুযায়ী তাদের সর্বশেষ একটি পাঠের আলোকে নমুনাটি পূরণ করতে বলুন। এর জন্য ১০ মিনিট সময় দিন। প্রশিক্ষক হিসেবে আপনি মনিটরিং এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দিন। একই সাথে সবচেয়ে ভালো হয়েছে এমন দুইটি সিলেক্ট করে রাখুন।
- সবার পূরণকৃত নমুনাটি পুশপিন বোর্ড বা প্রশিক্ষণ কক্ষে প্রর্দশন করুন।
- নির্বাচিত দুইটি রিফ্লেক্টিভ জার্নাল মাল্টিমিডিয়া স্ক্রিনে প্রর্দশনপূর্বক উক্ত অংশগ্রহণকারীকে পড়ে শুনাতে বলুন।
- তাদের ধন্যবাদ দিয়ে বলুন এই একই কাজ আমরা অনলাইনে করতে পারি।
- এখন, অংশগ্রহণকারীগণকে অনলাইনে কীভাবে অনলাইন প্লাটফর্ম Penzu ব্যবহার করে রিফ্লেক্টিভ জার্নাল লেখা যায় **সহায়ক তথ্য-২** এর আলোকে ধারণা দিন।
- প্রদত্ত ইউটিউব লিংকটিতে (https://www.youtube.com/watch?v=qJaRs9SuLKM) প্রবেশ করে Penzu সম্পর্কে তাদের ধারণা স্পষ্ট করুন।
- এরপর তাদের www.penzu.com প্রবেশ করে অনুশীলন করতে বলুন।

অংশ ঘ	অধিবেশনের সারসংক্ষেপ, মূল্যায়ন এবং সমাপ্তি	০৫ মিনিট

- এবার অংশগ্রহণকারীগণের নিকট জানতে চান,
    - রিফ্লেক্টিভ জার্নাল কি?
    - রিফ্লেক্টিভ জার্নাল লেখার ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়সমূহ কি কি?
    - রিফ্লেক্টিভ জার্নাল লেখার জন্য ক্ষেত্রসমূহ কি কি?
- সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে অধিবেশন সমাপ্ত করুন।

সহায়ক তথ্য	অধিবেশন-২: শিক্ষকমান এবং এর গুরুত্ব

সহায়ক তথ্য-১:

রিফ্লেক্টিভ জার্নাল ক্ষেত্র:

- Teaching learning - শিক্ষণ-শেখানো কার্যক্রম
- Assessment - মূল্যায়ন
- Feedback - ফলাবর্তন
- Students' response - শিক্ষার্থীর প্রতিক্রিয়া
- Individual Work/Group Work/Pair Work – একক কাজ, দলগত কাজ, জোড়ায় কাজ
- Prior knowledge – পূর্বজ্ঞান যাচাই
- Classroom management - শ্রেণি ব্যবস্থাপনা
- Sitting arrangement - আসন ব্যবস্থাপনা
- Peer observation – সতীর্থ পর্যবেক্ষণ
- শিক্ষার্থীর আচরণ
- পাঠ পরিকল্পনা
- শ্রেণি ব্যবস্থাপনা
- বিষয়জ্ঞান
- পদ্ধতি-কৌশল
- উপকরণ
- ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক
- শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ ইত্যাদি।

রিফ্লেক্টিভ জার্নাল প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়সমূহ:

- শিখন-শেখানো কার্যাবলির উল্লেখযোগ্য স্ব-প্রতিফলনসমূহ বর্ণনা করা। যেমন- শিক্ষার্থী কীভাবে শিখছে, কী সমস্যা হচ্ছে-তা কীভাবে উত্তরণ করা যেত, কেনো হচ্ছে, কীভাবে সাড়া দিচ্ছে ইত্যাদি কিংবা নতুন কোন কিছু যা উল্লেখ করার মতো।
- শিখন-শেখানো কার্যাবলির কিংবা শিক্ষার্থীর আচরণের ভালো-মন্দ, ইতিবাচক-নেতিবাচক দিক বিবেচনা করে তার ভিত্তিতে শিক্ষকের অনুভূতির প্রতিফলনের বর্ণনা করা।

  নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ মাথায় রেখে স্বঅনুচিন্তন করতে হবে:
- কি শিখাতে চেয়েছিল, তা শিক্ষার্থীর নিকট স্পষ্ট কিনা?
- শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা করতে শিক্ষকের নিজের নিকট কোনো কিছু অস্পষ্ট মনে হয়েছিল কিনা?
- সম্পাদিত কার্যক্রম স্পষ্ট হয়েছে কিনা?
- পাঠের সবল দিক কি ছিল?
- পাঠের উন্নয়নযোগ্য দিক আছে কিনা?
- আজকের পাঠে নতুন কিছু ছিল কিনা?
- শ্রেণিকার্যক্রেম কোন দিকটি আপনার নিকট সমস্যা/জটিল মনে হয়েছে?
- কিভাবে সমস্যার সমাধান করা হয়েছে?
- ভবিষ্যত উন্নয়নের জন্য করণীয় বর্ণনা করা।
- উন্নয়নের জন্য পূর্ববর্তী প্রতিফলনের আলোকে যে সকল কৌশল/কাজ আজকের পাঠে প্রয়োগ করা হয়েছে সেগুলোর ফলাফল কেমন হচ্ছে তা ব্যাখ্যা করা।

সহায়ক তথ্য-২:

রিফ্লেক্টিভ জার্নালের নমুনা

তারিখ ও বার	শ্রেণি, বিষয় এবং বিষয়বস্তুর নাম	সম্পাদিত কাজ	প্রতিফলন ও করণীয়	মন্তব্য

২২/০৩/২০২৪ সোমবার	২য় শ্রেণি বিষয়: বাংলা বিষয়বস্তু: ‘ছয় ঋতুর দেশ’	ছবি দিয়ে ছয় ঋতুর দেশ সম্পর্কে পরিচিতি	ছবি দিয়ে ছয় ঋতুর পরিচয় শিক্ষার্থীরা খুব উপভোগ করেছে। একই সাথে তারা এসব ঋতুর সম্পর্কে জেনেছে।	১. একই যুক্তবর্ণ শব্দের বিভিন্ন স্থানে থেকে বিভিন্নভা-বে উচ্চারিত হয়, (যেমন –ষ্ম,ক্ষ)। এরূপ সমস্যা নিয়ে Action research করা যেতে পারে।
		উপস্থাপন ………… …………	পাঠ উপস্থাপন আমি লেসন প্লান অনুযায়ী করতে পেরেছি। রিডিং টেক্সের কৌশল ব্যবহার শিক্ষার্থীদের পড়ার দক্ষতা উন্নয়নে সহায়তা করেছে। ………	
		যুক্তবর্ণ অনুশীলন	আজ দ্বিতীয় শ্রেণির ‘ছয় ঋতুর দেশ’ রচনার যুক্তবর্ণযুক্তশব্দ- ‘গ্রীষ্ম’ ও ‘উষ্ম’ এর উচ্চারণ অনুশীলন করানোর সময় লক্ষ করি অনেক শিক্ষার্থী শব্দসমূহের যুক্তবর্ণটির (ষ্ম) সরল রূপ (ষ ম) পড়তে পারলেও শব্দ দুইটি ঠিকভাবে উচ্চারণ করতে পারছে না। তারা গ্রিশ্‌শোঁ এর মতো করে উশ্‌শোঁ উচ্চারণ করছে, উশ্‌মো করছে না। তাছাড়া আমি নিজেও এ ধরনের শব্দের যথেষ্ট উদাহরণ স্মরণ করতে পারছিলাম না বিধায় চিন্তায় পড়লাম। তাই আমি মনে করি, উচ্চারণ-ভিন্নতার কারণ জানা এবং যথেষ্ট অনুরূপ শব্দ জানা জরুরি। অভিধান থেকে এরূপ আরও নতুন শব্দ সংগ্রহ করে শ্রেণিতে শব্দগুলো চকবোর্ডে লিখে বারবার উচ্চস্বরে উচ্চারণ অনুশীলন করালে ভুলের পরিমাণ কমে আসবে বলে আমার মনে হয়। পরবর্তী দিন আমি এ কাজটি করবো। গতক্লাসে ছবি দেখে গল্প লেখার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা যে সমস্যায় পড়েছিল, আজকে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত কয়েকটি উজ্জ্বল ছবি উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করাতে শিক্ষার্থীরা ভালো সাড়া দিয়েছে।	
		মূল্যায়ন	……………………………………………………	

রিফ্লেকটিভ জার্নাল লেখার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দিক:

- প্রতিদিন বিদ্যালয়ে সম্পাদিত কাজ যেমন-বিভিন্ন বিষয়ের কোনো পাঠ/পাঠের অংশসহ শিখন শেখানো কাজের বিশেষ দিক সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করতে হবে। মন্তব্য হবে অনুচিন্তনমূলক। অর্থাৎ বিষয়সহ শিক্ষণের বিভিন্ন কৌশল উল্লেখ করতে হবে।
- কাজের ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে হবে। এ ক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়সমূহের ক্রম অনুসরণ করতে হবে।
- শিক্ষকমান অর্জনের বিষয়টি মনে রাখতে হবে।

অনলাইন জার্নাল পরিচিতি এবং অনুশীলন:

Penzu একটি অনলাইন প্ল্যাটফর্ম যেখানে আপনি একটি ব্যক্তিগত ডিজিটাল জার্নাল তৈরি এবং পরিচালনা করতে পারেন। এটি ঠিক যেন একটি ব্যক্তিগত ডায়েরি, তবে এটি ডিজিটাল ফরম্যাটে থাকে এবং ইন্টারনেট সংযোগ থাকলে যেকোন জায়গা থেকেই আপনি এতে প্রবেশ করতে পারবেন।

Penzu এর ওয়েব ঠিকানা: www.penzu.com

Penzu এর বৈশিষ্ট্য:

গোপনীয়তা: আপনার জার্নাল এন্ট্রিগুলো ডিফল্টরূপে গোপনীয় থাকে, যা আপনার চিন্তাধারা এবং অনুভূতিগুলোকে নিরাপদ রাখে।

কাস্টমাইজেশন: আপনি আপনার পছন্দমতো ফন্ট, রং এবং থিম দিয়ে আপনার জার্নালটিকে ব্যক্তিগতকৃত করতে পারেন।

ছবি যুক্ত করা: আপনার গল্পকে আরও আকর্ষণীয় করার জন্য আপনি আপনার জার্নাল এন্ট্রিতে ছবি যোগ করতে পারেন।
এনক্রিপশন: Penzu আপনার সংবেদনশীল তথ্যগুলোকে রক্ষা করার জন্য উন্নত এনক্রিপশন প্রদান করে।
অ্যাক্সেসযোগ্যতা: আপনি আপনার কম্পিউটার, ট্যাবলেট বা মডার্নফোন থেকে আপনার জার্নালে অ্যাক্সেস করতে পারেন।
মূলত, Penzu আপনার নিজেকে প্রকাশ করার, আপনার চিন্তাধারা রেকর্ড করার এবং আপনার জীবনের অভিজ্ঞতাগুলো ট্র্যাক করার জন্য একটি নিরাপদ এবং সুবিধাজন জায়গা প্রদান করে।

Penzu-এ প্রবেশ প্রক্রিয়া:
প্রথমে http://www.penzu.com প্রবেশ করতে হবে,

এরপরে Select, “Sign Up” অর্থাৎ রেজিস্ট্রেশন করতে হবে,

এছাড়াও বিস্তারিত জানার জন্য নিচের লিংকে প্রবেশ করুন
https://www.youtube.com/watch?v=qJaRs9SuLKM

অধিবেশন-০৯	**পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধিতে মডার্ন কমিউনিকেশন**

শিখনফল:

এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ,

ক) পরিবর্তিত বিশ্বব্যবস্থায় মডার্ন পেশাগত যোগাযোগের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

খ) বৈশ্বিক পরিবর্তনে যোগাযোগের মডার্ন কৌশল শনাক্ত করতে পারবেন।

সময়: ১.৩০ ঘন্টা

পদ্ধতি: ব্রেইন স্টর্মিং, কেইস স্টাডি, মার্কেট প্লেস, একক কাজ, দলীয় কাজ, আলোচনা, উপস্থাপন।

উপকরণ: কর্মপত্র, তথ্যপত্র, পাওয়ার পয়েন্ট, পোস্টার পেপার, মার্কার এবং অন্যান্য।

অংশ ক	**মডার্ন পেশাগত যোগাযোগ**	**৪৫ মিনিট**

- সকলকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে অধিবেশন শুরু করুন।
- অংগ্রহণকারীদের মডার্ন পেশাগত যোগাযোগ সম্পর্কে ধারণা আছে কিনা জিজ্ঞাসা করুন।
- জিজ্ঞাসা করুন "যোগাযোগ বলতে কি বোঝেন?"
- তাদের উত্তরগুলো শুনুন, প্রয়োজনে মাইন্ড ম্যাপিং করুন।
- এবার জিজ্ঞাসা করুন "মডার্ন যোগাযোগ বলতে কি বোঝেন?"
- মতামত প্রদানে উৎসাহ দিন। যারা বলতে চাচ্ছে না এমন দু'একজনকে বলতে বলুন।

বলুন যোগাযোগ মানে ......

- যোগাযোগ মানে ভাব বিনিময় করা (মৌখিক, লিখিত, ইশারা-ইঙ্গিত, অংগভঙ্গি)
- মতামত প্রকাশ করা
- একে অন্যের সাথে তথ্য, অভিজ্ঞতা, জ্ঞান ইত্যাদি আদান-প্রাদান করা।

বলুন মডার্ন যোগাযোগ মানে.........

- মডার্ন যোগাযোগ হলো মডার্নভাবে ভাব বিনিময় করা
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে যোগাযোগ বা তথ্য আদান-প্রদান করা
- যোগাযোগে আধুনিক প্রযুক্তি, ডিভাইস, সংযোগব্যবস্থা ব্যবহার করা
- অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ, ব্যবস্থাপনা, বিনিময় ও সংরক্ষণ করা
- স্বল্প সময়, শ্রম ও খরচে কার্যকরভাবে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করতে পারা
- নির্ভরযোগ্য, নিরাপদ, গোপনীয়তা বজায় রেখে তথ্য আদান-প্রদান
- যেকোন সময় যেকারও সাথে যোগাযোগ তৈরী করা সম্ভব
- যেকেউ সঠিক মাধ্যম ও উপায় নির্ভর করে যেকোন তথ্য পেতে পারে।

- সবাইকে পাচটি দলে ভাগ করুন
- প্রত্যেক দলে সহায়ক তথ্যপত্র ৫.১ প্রদান করুন। সহায়ক তথ্যে প্রদত্ত ৫.১ তথ্যপত্র অংশটি পড়তে বলুন। যোগাযোগের প্রথাগত ও মডার্ন ব্যবহারে কি কি পরিবর্তন দেখা যায় নির্দিষ্ট করতে বলুন। দলীয় আলোচনা করে নোটখাতায় লিপিবদ্ধ করতে বলুন।
- কাজটি করার জন্য ১০ মিনিট সময় দিন। দলীয় আলোচনায় অংশগ্রহণ করুন। প্রয়োজনে সহায়তা করুন।
- কাজটি শেষ হলে "যোগাযোগের প্রথাগত ও মডার্ন ব্যবহারে কি কি পরিবর্তন দেখা যায়" তার উপর একটি দলকে বলতে বলুন, বাকীদের আলোচনায় অংশগ্রহণ করে মিলিয়ে নিতে বলুন, বাড়তি কোন পয়েন্ট থাকলে বলতে বলুন।
- তথ্যপত্র ৫.১ এর আলোকে মডার্ন পেশাগত যোগাযোগের ধারণটি স্পষ্ট করুন, পিপিটির মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে উপস্থাপন করুন।

অংশ খ	**মডার্ন পেশাগত যোগাযোগ ক্ষেত্র ও কৌশল**	**৪০ মিনিট**

- অংগ্রহণকারীদের পূর্বের ৫টি দলে বসতে বলুন।
- প্রত্যেক দলে সহায়ক তথ্যপত্র ৫.২ প্রদান করুন।
- সহায়ক তথ্যপত্রে প্রদত্ত **৫.২ কেইস স্টাডিটি** (মডার্ন পেশাগত যোগাযোগের ক্ষেত্র ও কৌশল) অংশটি পড়তে ও পর্যালোচনা করতে বলুন।
- জিজ্ঞেস করুন ....

- পূর্বকদমতলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (কল্পিত) এর প্রধান শিক্ষক জনাব আব্দুস সালাম সালাম চৌধুরী মডার্ন পেশাগত যোগাযোগের ক্ষেত্রে কি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন?
- কীভাবে ব্যবস্থা নিয়েছেন?
- কিভাবে পরিস্থিতি সামাল দিয়েছেন?

- কর্মপত্র-১ এর আলোকে কাজটি সম্পাদন করে পোস্টারে লিখতে বলুন।
- প্রয়োজনীয় উপকরণ, মার্কার, সাইন পেন, পোস্টার পেপার, রুলার বা স্কেল, সরবরাহ করুন।
- কাজটি করার জন্য ১৫ মিনিট সময় দিন। সবার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করুন।
- কর্মপত্রটি ভালোভাবে বুঝিয়ে দিন, যেভাবে বলবেন । যেমন;

যে অংশিজনের সাথে যোগাযোগ করেছে	যে মডার্ন মাধ্যম/কৌশল ব্যবহার করেছে	ফলাফল	কিভাবে করলে আরো ভালো হতো?
কার কার যোগাযোগ করেছেন ?	**কি কি মডার্ন মাধ্যম/কৌশল ব্যবহার করেছেন?**	**তার গৃহীত ব্যবস্থার ফলে যে ফলাফল অর্জন হয়েছে।**	**তিনি আর কি কি করতে পারতেন?**

- ঘুরে ঘুরে তাদের কাজ পর্যবেক্ষণ করুন, দলীয় কাজে সহায়তা করুন। প্রয়োজনে আলোচনায় অংশগ্রহণ করুন।
- সব দলকে তাদের কাজ মার্কেটপ্লেসে উপস্থাপন করতে বলুন। সব দলকে একে অন্যের পোস্টারের পাশে মন্তব্য লিখতে বলুন। এক দলের সখানে মন্তব্য লিখা শেষে হওয়া মাত্র জোরে হাততালি দিতে বলুন । নিজ নিজ আসন গ্রহণ করতে বলুন।
- সবার আসন গ্রহণের পর সবাইকে জনাব আব্দুস সালাম সাহেবের অবলম্বন করা মডার্ন যোগাযোগের ক্ষেত্র ও কৌশলগুলো কী ছিল বলতে বলুন। কয়েজনের মতামত শুনুন
- আপনি বলুন ....
প্রধান শিক্ষক জনাব আব্দুস সালাম সালাম চৌধুরী যে যে **যোগাযোগ ক্ষেত্রে এবং যে যে যোগাযোগ কৌশল/মাধ্যম ব্যবহার করেছেন।**

যোগাযোগ ক্ষেত্র	**মডার্ন পেশাগত যোগাযোগ কৌশল/মাধ্যম ....**
• সহকর্মী, • শিক্ষার্থী, • অভিভাব, • শিক্ষার্থীর মাতা-পিতা, • জন প্রতিনিধি, • স্থানীয় প্রশাসন, • স্কুল কমিউনিটি, • উর্ধতন কর্তৃপক্ষ, • এসএমসি, • পিটিএ সদস্য • শিক্ষা অফিস/পিটিআই/ইউআরসি • আইসিটি ব্যক্তিত্ব	• অনলাইনের মাধ্যমে, • ইন্টার‍্যাক্টিভ বোর্ড ও • ইন্টার‍্যাক্টিভ কন্টেন্ট, • ডিজিটাল টুলস, • খেলাচ্ছলে (Gamified inter-active Tools) শিক্ষার্থিদের মূল্যায়ন, • ফেসবুক একাউন্টে প্রচার, • বিষয় ভিত্তিক ভিডিও ও মাল্টিমিডিয়া কন্টেন্টগুলো শিক্ষক বাতায়নে আপলোড,

- তথ্যপত্র ৫.২ এর আলোকে পিপিটির মাধ্যমে মডার্ন যোগাযোগের ক্ষেত্র ও কৌশল/মাধ্যম সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন।

অংশ গ	**অধিবেশনের সারসংক্ষেপ, মূল্যায়ন এবং সমাপ্তি**	**০৫ মিনিট**

কয়েকজনকে জিজ্ঞেস করুন –
- বৈশ্বিক পরিবর্তনে যোগাযোগের মডার্ন কৌশল শনাক্ত করতে পারবেন।
- মডার্ন পেশাগত যোগাযোগ কী?
- কয়েকটি পেশাগত যোগাযোগের ক্ষেত্রের নাম বলুন।
- মডার্ন যোগাযোগের কয়েকটি আধুনিক প্রযুক্তির নাম বলুন।

- অধিবেশনটি পরিচালনার ক্ষেত্রে সকলের আন্তরিক সহযোগীতা করার জন্য ধন্যবাদ জানান। বিনয়ের সাথে অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করুন।

সহায়ক তথ্য	অধিবেশন-২: পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধিতে মডার্ন কমিউনিকেশন

৫.১ মডার্ন পেশাগত যোগাযোগ:

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির চরম উৎকর্ষতা বর্তমান সময়ে মানুষের ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাজনৈতিক, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা, চিকিৎসা, কৃষি, পরমাণু, মহাকাশ গবেষণা থেকে শুরু করে মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রে অভূতপূর্ব ভূমিকা পালন করছে।
পূর্বে যে তথ্য মানুষের জোগাড় করতে কয়েক সপ্তাহ, মাস, এমনকি বছর লাগতো সে তথ্য এখন কয়েক সেকেন্ড সংগ্রহ করা যায়। আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার এই অকল্পনীয় উত্থান মানব সভ্যতাকে হাজার বছর সামনে এগিয়ে দিয়েছে।
দুই-এক দশক আগেও যেখানে মানুষ দৈনন্দিন যোগাযোগের ক্ষেত্রে চিঠিপত্র, টেলিগ্রাফ, টেলিগ্রাম ও টেলিফোন ব্যবহার করতো, আজ সেখানে জায়গা করে নিয়েছে মোবাইল ফোন, হোয়াটসঅ্যাপ, টুইটার, লিংকডইন, গুগল মিট, মেসেঞ্জার, জিমেইল ইত্যাদি মতো আধুনিক সব যোগাযোগ প্রযুক্তি কৌশল বা মাধ্যম।
মডার্ন পেশাগত যোগাযোগের অংশহিসেবে দাপ্তরিক যোগাযোগ ও রুটিন কার্য্য সম্পাদন, চিঠি পত্র আদান-প্রদান, দাপ্তরিক সভা, সেমিনার আয়োজনে এসেছে যুগান্তকারী ও বৈপ্লবিক পরিবর্তন। এখন মুহূর্তের মধ্যেই ইমেইল ও হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে দাপ্তরিক বিভিন্ন আদেশ-নির্দেশ কেন্দ্র থেকে মাঠ পর্যায়ে পরিবেশন স্বল্প সময়ের ব্যাপার মাত্র। একইভাবে মাঠ পর্যায়ে যে কোন সমস্যা প্রযুক্তিগত বিভিন্ন সুবিধা ব্যবহার করে তড়িৎগতিতে সংশ্লিষ্ট যেকোনো দপ্তরের দৃষ্টি আকর্ষণ করার মাধ্যমে সমাধান করা যাচ্ছে।
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অকল্পনীয় উন্নতিতে মানুষ এখন স্বল্প সময়ে যে কোন স্থান থেকে যে কোন তথ্য অনেকটা বিনা বাধায় সহজেই সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিতরণ করার সুযোগ পাচ্ছে। প্রযুক্তিগত এই সকল সুবিধা ব্যবহার করে শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সকল অংশিজনকে একত্র করার মাধ্যমে মানসম্মত ও টেকসই শিখন বাস্তবায়ন সম্ভব।

বাংলাদেশে মডার্ন পেশাগত যোগাযোগের পটভূমিঃ

মডার্ন পেশাগত যোগাযোগ বাংলাদেশ সরকারের মডার্ন বাংলাদেশ প্রতিশ্রুতির একটি অবিচ্ছেদ্ধ অংশ। সরকার ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে "ডিজিটাল বাংলাদেশ" থেকে "মডার্ন বাংলাদেশে" রূপান্তরের পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। মাণনীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা সর্বপ্রথম এই প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন। তিনি ১২ই ডিসেম্বর ২০২২ সালে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রের (বিআইসিসি) অনুষ্ঠানে ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস-২০২২ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে সর্বপ্রথম 'মডার্ন বাংলাদেশ' গড়ার কথা বলেন।
'মডার্ন পেশাগত যোগাযোগ হবে সাশ্রয়ী, টেকসই, জ্ঞানভিত্তিক, বুদ্ধিদীপ্ত ও উদ্ভাবনী। সরকারের মডার্ন প্রকল্পের বিবেচনায় প্রাথমিক শিক্ষাখাতকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। তারই অংশ হিসেবে নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো এ পর্যন্ত বাস্তবায়ন হয়েছে। যেমন;

- ৫০৯টি উপজেলায় একটি করে বিদ্যালয়ে সর্বাধুনিক মডার্ন বোর্ডসমৃদ্ধ ডিজিটাল ক্লাসরুম স্থাপন
- ৫০৯টি উপজেলায় বিদ্যালয়সমূহে ৫টি কম্পিউটারসহ ল্যাব
- ৫০৯টি উপজেলায় ভাষাল্যাব স্থাপন করা হয়েছে।
- চর, হাওর, দ্বীপাঞ্চল ও পাহাড়ী এলাকার ৬৫০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৩টি করে শ্রেণিকক্ষ ডিজিটাল ক্লাসরুম স্থাপন
- ১০ টি বিদ্যালয়ে ৩০০০ জন শিক্ষার্থীর মাঝে ডিজিটাল কন্টেন্ট সম্বলিত ট্যাবলেট বিতরণ করা হয়েছে।
- ই-মনিটরিং কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ৩৭০০ ট্যাব বিতরণ করা হয়েছে।
- শিশুর ইউনিক আইডি প্রদানের উদ্দেশ্যে সিআরভিএস প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে।
- ৬৭টি পিটিআইতে রয়েছে উচ্চ প্রযুক্তি সম্পন্ন আইসিটি ল্যাব ও ল্যাপটপ, কম্পিউটার, প্রিন্টার ও মাল্টিমিডিয়া।
- ই-প্রাইমারি স্কুল সিস্টেম কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- প্রত্যেক বিদ্যালয় থেকে ন্যূনতম একজন শিক্ষককে আইসিটি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে
- ডিজিটাল হাজিরা স্থাপন প্রক্রিয়াধীন আছে
- প্রতিটা বিদ্যালয়ে ওয়াইফাই/ ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে।

৫.২ কেইস স্টাডি (মডার্ন পেশাগত যোগাযোগ ও দক্ষতা বৃদ্ধি)

জনাব আব্দুস সালাম সালাম চৌধুরী পূর্বকদমতলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়(কল্পিত) এর প্রধান শিক্ষক। তিনি এ গ্রামে একজন সর্বজন শ্রদ্ধেয়, সৎ, গুণী ও মেধাবী শিক্ষক হিসেবে পরিচিত। তার স্কুলের যেকোন সহকারী শিক্ষক পাঠ সংশ্লিষ্ট যে কোন সমস্যায় প্রধান শিক্ষকের সাথে আলোচনা করেন । প্রধান শিক্ষক তার দক্ষতা ও বুদ্ধিমত্তার সাথে ব্যাপারটি সমাধান করার দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকেন। প্রয়োজনে তিনি নিজে শ্রেণি কার্যক্রমে উপস্থিত থেকে বা বিশেষে ক্ষেত্রে অনলাইনের মাধ্যমে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করে উক্ত সমস্যাটি সমাধানের জন্য চেষ্টা করেন।

তিনি শিক্ষার্থীদের সাথে অত্যন্ত কোমল ও বিনয়ী আচরণ করে থাকেন। তারা প্রধান শিক্ষকের পাঠ দান কার্যক্রম বিশেষ করে ইংরেজি, বিজ্ঞান ও গণিত ক্লাস বেশ উপভোগ করে। তিনি তার শ্রেণি কার্যক্রম মাল্টিপারপাস কক্ষে যথাযথ পেডাগোজি মেনে, ইন্টার‍্যাক্টিভ বোর্ড ও ইন্টার‍্যাক্টিভ কন্টেন্ট ব্যবহার করে উৎসবমূখর পরিবেশে সবার অংশসগ্রহণের মাধ্যমে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা নিশ্চিত করে থাকেন। তিনি প্রায়শই ডিজিটাল টুলস ব্যবহার করে খেলাচ্ছলে (Gamified inter-active Tools) শিক্ষার্থিদের মূল্যায়ন করে থাকেন।

শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনার আকর্ষণীয় অংশগুলো মাঝে মাঝে তিনি তার স্কুলের ফেসবুক একাউন্টে প্রচার করেন। এতে সারাদেশেই তিনি বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। এছাড়া তিনি তার তৈরি করা বিষয় ভিত্তিক ভিডিও ও মাল্টিমিডিয়া কন্টেন্টগুলো শিক্ষক বাতায়নে আপলোড করেন। প্রতিটা কন্টেন্ট উচ্চ রেটিং পাওয়া কন্টেন্ট গুলোর মধ্যে অন্যতম। এ জন্য তিনি তার সেরা কন্টেন্ট তৈরীর জন্য দুইবার শ্রেষ্ঠ কন্টেন্ট নির্মাতা নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি তার উপজেলায় শ্রেষ্ঠ শিক্ষক নির্বাচিত হয়েছেন বেশ কয়েকবার।

জনাব আব্দুস সালাম চৌধুরী তার স্কুলে বাৎসরিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা কার্যক্রমে তার উপজেলার গণ্য-মান্য ব্যক্তিবর্গ, জনপ্রতিনিধি, সমাজসেবক ও প্রশাসনের ব্যক্তিবর্গকে আমন্ত্রন জানিয়ে থাকেন। তার বিদ্যালয়ের যে কোন উদ্ভূত সমস্যা তিনি অকপটে সবার কাছে ব্যক্ত করেন। স্কুলের উন্নয়নে তিনি সবার পরামর্শ চান।

সম্প্রতি বন্যায় তার বিদ্যালয়ে নিরাপদ পানীয় জল ও সড়ক যোগাযোগ ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ায় বিষয়টি তিনি উপজেলা প্রশাসনের দৃষ্টি গোচরে নিয়ে আসেন। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বিষয়টি উপজেলা প্রকৌশলী ও এলজিইডি এর সাথে পরামর্শ করে সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে তড়িৎ নির্দেশনা প্রদান করেন। ফলে উপজেলা প্রকৌশল দপ্তর, এলজিইডি, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি ও এলাকাবাসির সার্বিক সহায়তায় স্কুলগামী সড়কটি দ্রুত মেরামত ও একটি গভীর নলকূপ স্থাপনের ব্যবস্থা হয়।

জনাব আব্দুস সালাম চৌধুরী তার স্কুলের যাবতীয় কার্যক্রমের আপডেট প্রায়ই তার স্কুলের ফেসবুক পেইজে আপলোড দিয়ে থাকেন। এতে পুরো উপজেলাসহ পুরো দেশবাসি তার কার্যক্রমের হালনাগাদ জানতে পারে। তার সাথে সাথে অন্যান্য স্কুলও এ ধরনের কার্যক্রমে উৎসাহিত হচ্ছে।

তার বিদ্যালয়ের অভিভাবক মহল ও এলাকাবাসী জনাব আব্দুস সালাম চৌধুরীর সততা ও যোগ্য নেতৃত্বে বেশ আশাবাদী ও গর্বিত। প্রধান শিক্ষকের আয়োজন করা মা সমাবেশ, অভিভাবক সমাবেশ ও স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটির সভায় সবার সরব উপস্থিতি লক্ষ্যনীয়। সম্প্রতি স্কুল ক্যাস্টমেন্ট এরিইয়ার একজন দানবীর ও শিল্পপতী জনাব আক্কাস আলী সাহেব তার স্কুলটি দেখতে আসেন। স্কুলের সার্বিক কার্যক্রম দেখে তিনি বিস্ময়াভিভূত হন। জনাব আক্কাস আলী সাহেব তার এলাকার শিক্ষার্থীদের কল্যাণে ৫টি ল্যাপটপ ও ৫টি ট্যাব প্রদান করেন এবং ভবিষ্যতে স্কুলটির যেকোন প্রয়োজনে পাশে থাকার অঙ্গিকার ব্যক্ত করেন।

সর্বোপরি, জনাব আব্দুস সালাম চৌধুরী সাহেব তার দক্ষতা, যোগ্যতা, জ্ঞান ও গুণে আজ একজন শ্রেষ্ঠ মডার্ন প্রধান শিক্ষক। টেকসই উন্নয়ন ও চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রতিটা বিদ্যালয়ে এ ধরণের একজন মডার্ন আব্দুস সালাম দরকার।

কর্মপত্র-১

যে অংশিজনের সাথে যোগাযোগ করেছে	যে মডার্ন মাধ্যম/কৌশল ব্যবহার করেছে	ফলাফল	কিভাবে করলে আরো ভালো হতো?

মডার্ন পেশাগত যোগাযোগের ক্ষেত্র:

বিদ্যালয় একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। সমাজের মানুষের আশা আকাঙ্খার প্রতীক হলো বিদ্যালয়। সেদিকে খেয়াল রেখে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষগণ নিজেদের দায়-দায়িত্ব মডার্নভাবে পালন করলে মানুষের আশা আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটে। বিদ্যালয়ের ফলাফল ও শিক্ষার মান ভালো হয়। এলাকবাসী বা কমিউনিটি আস্তে আস্তে নিজেদের সম্পৃক্ততা বাড়াতে শুরু করে। সকলে মিলে এগিয়ে আসলে অনেক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা সহজ হয়। সরকারী বাজেট ও সহায়তা যেখানে অপ্রতুল, এলাকাবাসীর সহযোগীতা থাকলে সে অপ্রতুলতা সজেই মেটানো যায়।

১. সহকর্মী
২. শিক্ষার্থী
৩. অভিভাবক
৪. শিক্ষার্থীর মাতা-পিতা
৫. জনপ্রতিনিধি
৬. স্থানীয় প্রশাসন
৭. স্কুল কমিউনিটি
৮. উর্ধতন কর্তৃপক্ষ
৯. এসএমসি, পিটিএ
১০. শিক্ষা অফিস/পিটিআই/ইউআরসি
১১. আইসিটি ব্যক্তিত্ব

মডার্ন পেশাগত যোগাযোগ মাধ্যম বা কৌশল

কম্পিউটার ও স্যাটেলাইট নির্ভর যোগাযোগ ব্যবস্থার অবিশ্বাস্য উন্নয়নের ফলে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে অকল্পনীয় পরিবর্তন এসেছে। প্রযুক্তি কোম্পানিগুলো নিয়মিত তাদের মডার্ন যোগাযোগ প্রযুক্তি পণ্য (হার্ডওয়ার, সফটওয়ার, ডিভাইস, গেজেট, প্রটোকল, নেটওয়ার্ক) হাজির করার মাধ্যমে প্রতিনিয়ত আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থাকে পাল্টে দিচ্ছে। ফলে মানুষ দিন দিন নিত্যনতুন মডার্ন প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে নিজেদের আরো বেশি দক্ষ ও যোগ্যতাসম্পন্ন করে গড়ে তুলছে।

নির্বিঘ্ন, দ্রুত, বিশ্বস্ত ও নিরাপদ যোগাযোগের জন্য যে সকল মডার্ন অনলাইন যোগাযোগ পরিসেবা সারা বিশ্ব ব্যাপী মানুষের আস্থা ও বিশ্বাস অর্জন করেছে সেগুলোর মধ্যে অন্যতম মডার্ন যোগাযোগ প্রযুক্তিগুলো হলো নিম্নরূপ।

১. জিমেইল	১৭. ইয়ান্ডেক্স সার্চইঞ্জিন	৩২. গুগল ক্রম
২. গুগল মিট	১৮. পিপিলীকা সার্চইঞ্জিন	৩৩. মাইক্রসপ্ট কোপাইলট
৩. জুম এপ	১৯. মডার্ন ফোন	৩৪. মাইক্রসপ্ট বিং সার্চইঞ্জিন
৪. হোয়াটসএপ	২০. ওয়েব সাইটস	৩৫. গুগল ড্রাইভ
৫. ফেসবুকমেসেঞ্জার	২১. টেলিভিশন	৩৬. সিমলেস-ক্লাউড স্টোরেজ
৬. ফেসবুক	২২. ইউটিউব	৩৭. ওয়ান ড্রাইভ
৭. ইস্কাইপ	২৩. এসএমএস	৩৮. ইন্টার‌্যাক্টিভ ডিভাইস
৮. ইন্সট্রাগ্রাম	২৪. গুগল ডক	৩৯. ইন্টার‌্যাক্টিভ হোয়াইট বোর্ড
৯. লিংকডইন	২৫. গুগল শীট	৪০. আইপি কেমেরা
১০. টুইটার	২৬. গুগল ফর্ম	৪১. ভিডিও কনফারেন্সিং টুলস
১১. গুগল সার্চইঞ্জিন	২৭. গুগল স্লাইড	৪২. সিসি টিভি ও কেমেরা
১২. ইয়াহু সার্চইঞ্জিন	২৮. গুগল ম্যাপ	৪৩. টেলিগ্রাম সফটওয়ার
১৩. বার্ড/এআই	২৯. গুগল ক্লাসরুম	৪৪. ট্রু কলার
১৪. জেমিনি/ এআই	৩০. গুগল কিপ নোটস	৪৫. মোবাইল ব্যাংকিং এপস
১৫. জিপিটি/ এআই	৩১. মাইক্রোসপ্ট অফিস	
১৬. বাইদু সার্চইঞ্জিন		

অধিবেশন-১০	পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে প্রযুক্তি

শিখনফল:
এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ,

ক) নিজ বিদ্যালয়ের একটি সমস্যা সমাধানে মডার্ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারবেন।
খ) মডার্ন পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধিতে ই-লার্নিং প্ল্যাটফর্মের পরিচয় ব্যখ্যা করতে পারবেন।
গ) মডার্ন পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধিতে অনলাইন প্ল্যাটফর্মের ব্যবহার করতে পারবেন।

সময়: ১.৩০ ঘন্টা
পদ্ধতি: মাইন্ড ম্যাপিং, থিংক-পেয়ার-শেয়ার, দলগত কাজ, আলোচনা, উপস্থাপনা।
উপকরণ: বোর্ড, পোস্টার পেপার, পিপিটি, কর্মপত্র-১, এবং অন্যান্য।

অংশ ক	মডার্ন যোগাযোগ দক্ষতা ব্যবহার করে নিজ বিদ্যালয়ের সমস্যা সমাধান পরিকল্পনা	২৫ মিনিট

- সকলকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে অধিবেশন শুরু করুন।
- অধিবেশন-৫ এঁর সাথে সম্বয় রেখে মডার্ন পেশাগত যোগাযোগের ক্ষেত্র ও কৌশল/মাধ্যম সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন করুন।

[যেমন প্রশ্ন করুন; প্রধান শিক্ষক জনাব আব্দুস সালাম সালাম চৌধুরী কার কার সাথে যোগাযোগ করেছেন? যোগাযোগ করার সময় কি কি যোগাযোগ কৌশল/মাধ্যম ব্যবহার করেছেন?]

- এবার সবাইকে আবার পাচটা দলে ভাগ করুন।
- প্রত্যেক দলকে সহায়ক তথ্য ১১.১ এর কর্মপত্র-১ প্রদান করুন।
- দলগুলোকে আলোচনা করে নিজ বিদ্যালয়ের একটি সমস্যা চিহ্নিত করতে বলুন। (প্রধান শিক্ষক জনাব আব্দুস সালাম সালাম চৌধুরী যেভাবে করেছেন)।
- উক্ত সমস্যাটি সমাধানের জন্য একটি মডার্ন পরিকল্পনা প্রদত্ত ছক (কর্মপত্র-১) অনুযায়ী পোস্টারে লিপিবদ্ধ করতে বলুন ।
- কাজটি করার জন্য ১০ মিনিট সময় দিন।
- প্রয়োজনীয় উপকরণ, মার্কার, সাইন পেন, পোস্টার পেপার, রোলার বা স্কেল, সরবরাহ করুন।
- ঘুরে ঘুরে তাদের কাজ পর্যবেক্ষণ করুন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দিন।
- পরিকল্পনাগুলো দিয়ে মার্কেট প্লেসে আলোচনা করতে বলুন। কাজ শেষ হলে প্রতিটি দল মার্কেট প্লেস পদ্ধতি.........

[প্রতিটি টেবিলে প্রত্যেক দল কাজ সাজিয়ে রাখেব। একজন ব্যতিত দলের অন্য সদস্যগণ ঘুরে ঘুরে প্রত্যেক দলের কাজ দেখবে এবং প্রতিটি কাজের ব্যাখ্যা জানতে চাইবে। প্রতিটি টেবিলে একজন উপস্থিত থেকে অন্য দলের সদস্যগণকে তাদের কাজের বর্ণনা দিবে।]

.........অনুসরণপূর্বক উপস্থাপন করতে বলুন। দলের অন্যান্য সদস্যগণ ঘুরে ঘুরে প্রত্যেকের নমুনা প্রতিবেদন দেখবে। প্রশিক্ষক প্রতিটি নমুনা দেখে প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন দিন।

- সকলকে পরিকল্পনাগুলো পর্যবেক্ষণ করে পরিকল্পনার পাশে মন্তব্য লিখতে বলুন।
- কাজ শেষে নিজ নিজ আসনে বসতে বলুন।
- সব দলকে সুচারুভাবে দলগত কাজ করে উপস্থাপনের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করুন।

অংশ-খ	মডার্ন পেশাগত দক্ষতা তৈরীতে অনলাইন প্ল্যাটফর্মের পরিচয়	২৫ মিনিট

- সবার মনোযোগ আকর্ষণ ও আন্তরিক সহযোগীতা কামনা করে এ অধিবেশনের “অংশ-খ” শুরু করুন।
- উপস্থিত অংশগ্রহণকারীগণকে অনলাইন প্ল্যাটফর্ম কী তা জিজ্ঞেস করুন।
- প্রশ্ন করুন; অনলাইন প্ল্যাটফর্ম কী? অনলাইন প্ল্যাটফর্মে কী করা যায়? অনলাইন প্ল্যাটফর্মের প্রয়োজন আছে কী? ইত্যাদি
- কয়েকজনের উত্তর শুনুন ।

> - আপনি বলুন......... অনলাইন প্ল্যাটফর্ম হলো ইন্টারনেট ভিত্তিক ভার্সুয়াল শিখন স্কুল
> - কম্পিউটার ও ইন্টারনেট ভিত্তিক এ শিখন ব্যবস্থাতে যে কেউ যেকোন স্থান থেকে উন্মুক্ত ই-লার্নিং প্লাটফর্মে নিজের দক্ষতা বৃদ্ধি করতে পারে।
> - উন্মুক্ত ই-লার্নিং প্লাটফর্মে বিষয় ভিত্তিক বিভিন্ন কোর্সে ভর্তি হয়ে সার্টিফিকেট অর্জনসহ দক্ষতা বৃদ্ধির সহজ সুযোগ থাকে।

- ➢ শিক্ষক বাতায়ন ও মুক্তপাট দুটি ই-লার্নিং প্লাটফর্মের উদাহরণ।

- এবার প্রশ্ন করুন ইতোমধ্যে কেউ কোন ই-লার্নিং প্লাটফর্মে নিবন্ধিত আছেন কিনা?
- কোন কোন ই-লার্নিং প্লাটফর্মে নিবন্ধিত আছেন? বলতে বলুন
- তাদের উত্তরের সাথে মিল রেখে আপনিও বলুন "শিক্ষক বাতায়ন" ও "মুক্তপাট" দুটি বৃহৎ ই-লার্নিং প্লাটফর্ম।
- জিজ্ঞেস করুন কোন ই-লার্নিং প্লাটফর্মে কী করা যায়? (যদি কারো কোন আইডিয়া থাকে শেয়ার করতে বলুন)
- এবার সংক্ষেপে বলুন, পিপিটির সহযোগীতা নিতে পারেন।

- ➢ "শিক্ষক বাতায়ন" মূলত বাংলাদেশের সব স্তরের শিক্ষকের জন্য।
- ➢ তারা তাদের নিজ নিজ কন্টেন্ট, লেখা, প্রবন্ধ ও উদ্ভাবন গল্প শেয়ার করতে পারেন।
- ➢ আর মুক্তপাঠ হচ্ছে অনলাইন কোর্সে অংশগ্রহণের উন্মুক্ত ই-লার্নিং প্লাটফর্ম।

- প্রত্যেক দলে সহায়ক তথ্যপত্র ১১.২ প্রদান করুন।
- এবার প্রত্যেক দলকে তথ্য ১১.২ পড়ে দলে আলোচনা পূর্বক অনলাইন ই-লার্নিং প্ল্যাটফর্ম "মুক্তপাঠ" কি কি ক্যাটাগরিতে কি কি কোর্স প্রদান করে তার তালিকা প্রস্তুত করা এবং

"শিক্ষক বাতায়ন" এ শিক্ষকরা কি কি দক্ষতা উন্নয়নমূলক কাজ করার সুযোগ পেয়ে থাকেন এবং এখানে কি কি ফিচার্স রয়েছে তার একটি তালিকা প্রস্তুত করে পোস্টারে লিপিবদ্ধ করতে বলুন।

- কাজটি করার জন্য ১০ মিনিট সময় দিন।
- প্রয়োজনীয় উপকরণ, মার্কার, সাইন পেন, পোস্টার পেপার, রোলার বা স্কেল, সরবরাহ করুন।
- ঘুরে ঘুরে তাদের কাজ পর্যবেক্ষণ করুন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দিন।
- দলগত কাজ শেষে যেকোন একটি দলকে উপস্থন করতে বলুন, বাকীদের আলোচনায় অংশ নিতে বলুন। সব দল থেকে আলোচনায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করুন।
- সবার আলোচনা শেষে সহায়ক তথ্যপত্র ১১.২ এর আলোকে পিপিটির মাধ্যমে "শিক্ষক বাতায়ন" ও "মুক্তপাট" সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলো উপস্থাপন করুন। সবাইকে বলুন প্রাথমিক শিক্ষা কারিকুলাম-২০২১ এর বিস্তরণ ট্রেনিংটি আপনারা প্রথমে অনলাইনে মুক্তপাঠের মাধ্যমে নিয়েছেন। এটি একটি অনলাইন প্ল্যাটফর্ম।

অংশ- গ	**অনলাইন ই-লার্নিং প্ল্যাটফর্মের ব্যবহার**	**৪০ মিনিট**

- বলুন যেহেতু আপনারা প্রাথমিক শিক্ষা কারিকুলাম-২০২১ এর বিস্তরণ প্রশিক্ষণটি অনলাইনে মুক্তপাঠের মাধ্যমে নিয়েছেন। তাই আপনাদের অধিকাংশের মুক্তপাঠে রেজিস্ট্রেশন থাকার কথা।
- তাহলে কেউ কি বলতে পারেন, মুক্তপাঠে আর কি কি প্রশিক্ষণ করা যায়? কি কি প্রশিক্ষণ করার সুযোগ আছে? কয়েকজনের উত্তর শুনুন। প্রয়োজনে মাইন্ড ম্যাপিং করুন।
- যেহেতু তাদের অধিকাংশের অনলাইনে একটি প্রশিক্ষণ করার পূর্ব অভিজ্ঞতা আছে, তাই প্রথমে আপনি আপনার নিজের মুক্তপাঠ প্রফাইলে ঢুকে কারিকুলাম-২০২১ এর বিস্তরণ প্রশিক্ষণটি ছাড়া আর কি কি পেশাগত উন্নয়নধর্মী প্রশিক্ষণ আছে তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন।
- কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল চেপে ধরে মুক্তপাঠ লিংকে ক্লিক করুন https://muktopaath.gov.bd/
- এবার শিক্ষক বাতায়নে তাদের কারো নিবন্ধন আছে কিনা জিজ্ঞেস করুন।
- বলুন আমরা এখন শিক্ষক বাতায়ন নিবন্ধন প্রক্রিয়া দেখবো। কোন একজন যার নিবন্ধন নাই তাকে নিবন্ধন করে দিয়ে সবাইকে দেখতে বলুন । কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল চেপে ধরে মুক্তপাঠ লিংকে ক্লিক করুন, শিক্ষক বাতায়ন- https://teachers.gov.bd/
- নিবন্ধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে শিক্ষক বাতায়নে কনটেন্ট আপলোড, ডাউনলোড প্রক্রিয়া দেখানো সম্পন্ন করুন।
- কি কি প্রক্রিয়া অনুসরণ করে বিষয় ভিত্তিক কনটেন্ট সার্চ করে ডাউনলোড করতে হয় দেখানো সম্পন্ন করুন।
- আপনার দেখানো শেষ হলে তাদের দলগতভাবে নিজ দলের কম্পিউটারে প্রথমে মুক্তপাঠের যেকোন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করার প্রক্রিয়া অনুশীলন করতে বলুন, তারপর শিক্ষক বাতায়নে নিবন্ধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে বলুন। নিবন্ধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে প্রয়োজনে নিজ নিজ মডার্ন ফোন ব্যবহারের সুযোগ দেয়া যেতে পারে।
- সবার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করুন। প্রথমে মুক্তপাঠ নিয়ে দলীয় কাজ করতে বলুন। দলীয় কাজের বিষয়গুলো দলের একজনকে নোট খাতায় ক্রমান্বয়ে লিপিবদ্ধ করতে বলুন। যেমন; যে যে বিষয় গুলো নিয়ে তারা অনুশীলন করবে তা হলো,
    - প্রথমে মুক্তপাঠে প্রবেশ প্রক্রিয়া
    - নির্দিষ্ট প্রশিক্ষণ বাছাই করা
    - এক এক করে ঐ প্রশিক্ষণটি সম্পন্নকরণ প্রক্রিয়া
- তারপর শিক্ষক বাতায়ন নিবন্ধন কার্যক্রম সম্পন্নকরণ

- যাদের যাদের নিবন্ধন নেই তারা ল্যাপটপ কম্পিউটার অথবা মডার্ন ফোনের মাধ্যমে নিবন্ধন কাজ করবেন। নিবন্ধন শেষে দলীয়ভাবে কনটেন্ট আপলোড ও বিষয় ভিত্তিক কনটেন্ট সার্চ করে ডাউনলোড করার প্রক্রিয়া অনুশীলন করতে বলুন। পুরো প্রক্রিয়াটি দলীয়ভাবে পূর্বেরমতো নোট খাতায় লিপিবদ্ধ করতে বলুন।
- উক্ত কাজটি অনুশীলন করতে ২০ মিনিট সময় দিন।
- অনুশীলন শেষে যেকোন একটি দলকে মুক্তপাঠ ও শিক্ষক বাতায়নে নিবন্ধন, প্রবেশ ও অনুশীলন প্রক্রিয়া কার্যক্রম ব্যাখ্যা করতে বলুন। বাকী দলগুলোকে আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে বলুন।

অংশ-ঘ	অধিবেশনের সারসংক্ষেপ, মূল্যায়ন এবং সমাপ্তি	০৫ মিনিট

কয়েকজনকে জিজ্ঞেস করুন –

- মুক্তপাঠে দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক কয়েকটা কোর্সের নাম বলুন।
- শিক্ষক বাতায়নে কিভাবে নিবন্ধন করতে হয়?

অধিবেশনটি পরিচালনার ক্ষেত্রে সকলের সহযোগীতার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। বিনয়ের সাথে অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করুন।

সহায়ক তথ্য	**অধিবেশন-২: পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে প্রযুক্তি**

কর্মপত্র_১_ নিজ বিদ্যালয়ের সমস্যা সমাধানে মডার্ন পরিকল্পনাঃ

আপনার নিজ বিদ্যালয়ের একটি সমস্যা চিহ্নিত করে তা সমাধানের জন্য তৈরী করা মডার্ন পরিকল্পনা নিচের ছকে লিখুন।

বিদ্যালয়ের সমস্যার শিরোণাম (বিদ্যালয়ের যেকোন একটি সমস্যা)				
সমস্যা সমাধানে গৃহীত পদক্ষেপ		অংশীজনের ভূমিকা	অংশীজন যে উপায়ে সহায়তা করবে	ফলাফল
যে উপায়ে সমস্যা সনাক্ত করা হবে				
সমস্যা সমাধানে যে যে পদক্ষেপ নেয়া হবে				
সমস্যা নিষ্পত্তি মূল্যায়ন				

১১.২ মুক্তপাঠ

'মুক্তপাঠ' বাংলা ভাষায় নির্মিত একটি সরকারী উন্মুক্ত ই-লার্নিং প্লাটফর্ম। যার মূলমন্ত্রই হলো "শিখুন... যখন যেখানে ইচ্ছে”। এ প্লাটফর্ম থেকে আগ্রহী যে কেউ যে কোনো সময় যে কোনো স্থান থেকে অনলাইন কোর্সে অংশগ্রহণের মাধ্যমে জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করতে পারবেন। ২০১৬ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আনুষ্ঠানিকভাবে মুক্তপাঠের উদ্বোধন করেন। এই প্লাটফর্মে সাধারণ শিক্ষা, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক এবং জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ রয়েছে। এমনকি বাংলাদেশের সুবিধাবঞ্চিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীও 'মুক্তপাঠ' থেকে বৃত্তিমূলক শিক্ষা গ্রহণ করে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ পেতে পারেন।

'মুক্তপাঠ'-এর ব্যবহারকারী হল শিক্ষক, শিক্ষার্থী, যুবসমাজ, কর্মজীবী ব্যক্তিবর্গ, বিদেশগামী কর্মী, প্রবাসী কর্মী কিংবা গৃহিণী সবাই।

'মুক্তপাঠ'-এ যেমন রয়েছে শিক্ষকদের জন্য "মাল্টিমিডিয়া কনটেন্ট তৈরি", "মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম মনিটরিং এন্ড মেন্টরিং” নামক অনলাইন কোর্স তেমনি রয়েছে সাধারণ, কারিগরি, বৃত্তিমূলক শিক্ষা, দেশের প্রান্তিক পর্যায়ের চাষিদের জন্য বিভিন্ন কোর্স ও

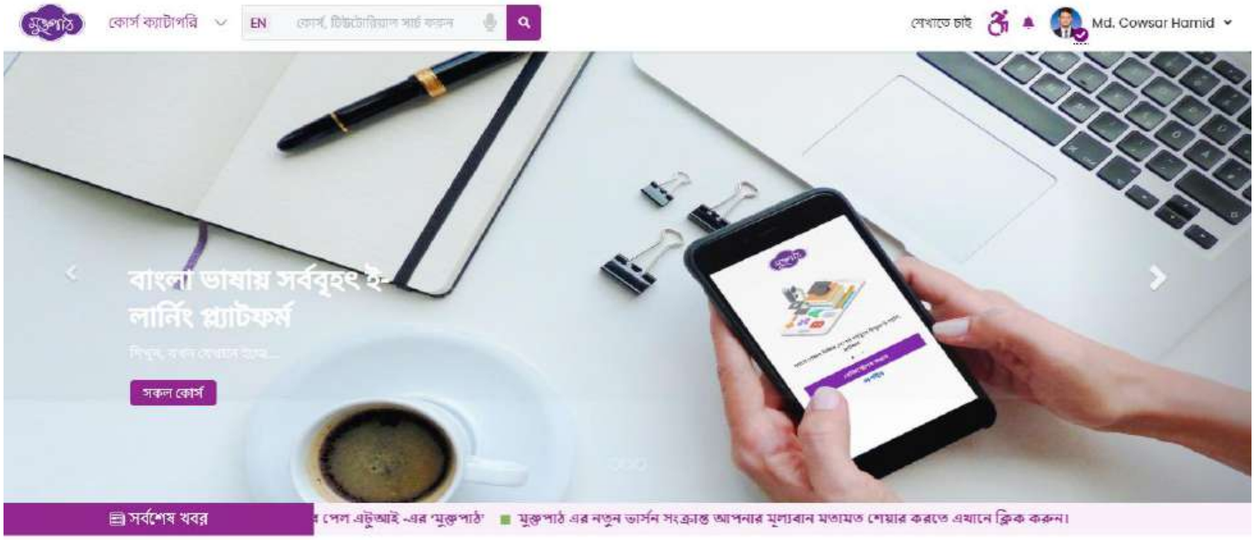

পরীক্ষামূলকভাবে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের প্রস্তুতি সহ বিদেশগামী কর্মীদের প্রশিক্ষণমূলক অনলাইন কোর্স।

'মুক্তপাঠ' জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২১ (প্রাথমিক স্তর) এর বিস্তরণ বিষয়ক অনলাইন প্রশিক্ষণ কোর্সটি অনলাইনে উন্মুক্ত করে এবং সফলতার সাথে বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা ও শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন করে সনদপত্র বিতরণ করে।

মুক্তপাঠের অনলাইন কোর্সগুলোর মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় কোর্সগুলোর কয়েকটি হলো ডিজিটাল নিরাপত্তা, কোভিড-১৯ সচেতনতা ও প্রতিকার, গণিত অলিম্পিয়াড কৌশলে গণিত শেখা, জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা -২০২১, গ্রাফিক ডিজাইন উইথ কেনভা।

এসকল প্রশিক্ষণগুলো ১২ টির অধিক ক্যাটাগরিতে বিন্যস্ত। রয়েছে দুইশত এর অধিক ফ্রি এবং পেইড ট্রেনিং কোর্স। এছাড়াও মোবাইল কন্টেন্ট তৈরি, অ্যাসসেসমেন্ট সেন্টার, ভার্চুয়াল ক্লাসরুম।

মুক্তপাঠের যে কোন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য ভ্যালিড ইমেইল ও ফোন নাম্বার দিয়ে রেজিস্ট্রেশন করে নিতে হবে। এ প্ল্যাটফর্মে কোন ব্যক্তি বিভিন্ন ভূমিকায় অংশ নিতে পারে, যেমন শিক্ষার্থী, ইন্সট্রাক্টর, কন্ট্রিবিউটর বা পার্টনার।

এখানকার ক্লাসগুলি ভার্চুয়ালি করার পাশাপাশি ব্লেন্ডেড পদ্ধতিতে করার সুযোগ থাকে। মুক্ত পাঠে শুধু প্রশিক্ষণই নেয়া যায় এমন নয় বরং ব্লগ লেখালেখি, লেখা বা প্রবন্ধ প্রকাশ ও যে কোন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে শিক্ষক শিক্ষার্থী পরস্পরের মধ্যে নিবিড় যোগাযোগ করা যায়।

সূত্রঃ

- ১৪ দিন ব্যাপী আইসিটি ইন এড্যুকেশন প্রশিক্ষণ (সংক্ষেপিত)
- মুক্তপাঠ

শিক্ষক বাতায়ন

শিক্ষক বাতায়ন শিক্ষকদের জন্য তৈরি একমাত্র অনলাইন ওয়েব পোর্টাল প্ল্যাটফর্ম যার মাধ্যমে শিক্ষকগণ তাদের তৈরীকৃত শ্রেণী উপযোগী কনটেন্ট, ছবি, ভিডিও আপলোড এবং ডাউনলোড করতে পারেন। শিক্ষকরা নিজেদের মনোভাব ও চিন্তা ভাবনার প্রকাশ সাধারণত ব্লগ ও খবর-দার অংশে করে থাকেন। শিক্ষায় উদ্ভাবনী সংস্কৃতির বিকাশে শিক্ষকগণ আধুনিক ও মানসম্মত শিক্ষা শহর থেকে গ্রাম পর্যায়ে নিয়ে যেতে নিত্য নতুন উদ্ভাবনের গল্প আপলোড করতে পারেন। নেতৃত্বের বিকাশ ও ভবিষ্যৎ শিক্ষা বাস্তবায়নে প্রতিষ্ঠান প্রধান ও সহকারী প্রধানগণ নেতৃত্বের গল্পও (পরিবর্তনের গল্প) আপলোড করতে পারবেন।

শিক্ষক বাতায়নে এক্সেসঃ

আপনি এ অনলাইন ওয়েব পোর্টাল প্ল্যাটফর্মে এক্সেস পেতে হলে, প্রথমেই একটি ব্রাউজারের সাহায্য নিয়ে শিক্ষক বাতায়ন এর ওয়েব এড্রেস (www.teachers.gov.bd) দিয়ে সার্চ করুন ও পেজ ওপেন করুন। হোম পেজের বাম দিকে উপরে রয়েছে আজকের তারিখ, নিচে লোগো ও মেন্যু ড্রপডাউন। আর ডান দিকে উপরের অংশে রয়েছে কনটেন্ট, মডেল কনটেন্ট ও সদস্য সংখ্যা এবং আপনি চাইলে ভাষা মাধ্যম বাংলা অথবা ইংরেজি নির্ধারণ করতে পারেন। নিচেই কনটেন্ট বাটনে ক্লিক করে দেখে নিন নানা ধরণের কনটেন্টের সমাহার এবং পাশেই রয়েছে লগইন এবং নিবন্ধনের সুবিধা।

নিবন্ধন প্রক্রিয়াঃ

নিবন্ধন সম্পন্ন করতে নির্দেশনা অনুযায়ী নাম, ইমেইল, মোবাইল (মোবাইল নাম্বার ইংরেজিতে দিন ও ০ সংখ্যা বাদ দিয়ে শেষ ১০ ডিজিট দিন) সর্বনিম্ন ৬ অক্ষরের পাসওয়ার্ড দিন ও পুনরায় প্রদান করুন। আপনার নিবন্ধনটি সফল হয়েছে কিনা চেক করুন।
নিবন্ধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে এবার ইমেইল ও পাসওয়ার্ড দিয়ে প্রফাইলে লগইন/এক্সেস করুন । প্রথমেই আপনার প্রোফাইল পরিপূর্ণভাবে আপডেট বা হালনাগাদ করুন। ‘আমার পাতা’ এই অংশে একজন শিক্ষক তার সামগ্রিক অবস্থান, মাস, বছরব্যাপী নির্ণয় করতে পারবে। এমনকি প্রতিদিনের কার্যক্রম এখানে যাচাই করা যাবে। আপনার প্রোফাইলের এডিট অপশনে ক্লিক করে নির্দেশনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করুন এবং ১০০% প্রোফাইল সম্পন্ন করুন। সম্পর্কিত অংশে অবশ্যই নিজ সম্পর্কে লিখুন এবং নিজেকে তুলে ধরুন।

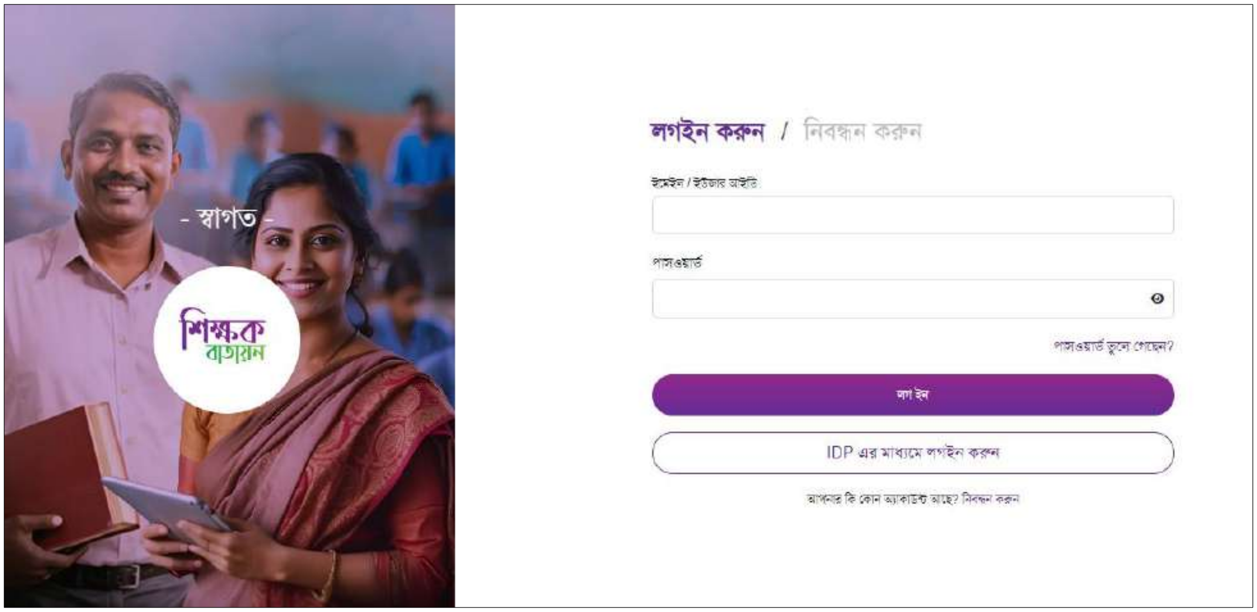

কনটেন্ট দেখা ও আপলোড করাঃ

শিক্ষক বাতায়নে কনটেন্ট দেখতে হোম পেজের কনটেন্ট বাটনে ক্লিক করুন এবং যে ধরণের কনটেন্ট দেখতে চান তা নির্ধারণ করুন। আপনার কাঙ্ক্ষিত কনটেন্ট দেখতে ড্রপডাউন মেন্যু থেকে নির্দিষ্ট অপশনটি অনুসরণ করুন, যেমন- ব্লগ, চিত্র, প্রেজেন্টেশন, ভিডিও, ডকুমেন্ট, প্রকাশনা, ম্যাগাজিন, উদ্ভাবনের গল্প, খবর-দার, নেতৃত্বের গল্প ইত্যাদি থেকে নির্দিষ্ট অপশনটি বাছাই করে কন্টেন্ট দেখতে পারেন।

এবার কনটেন্ট আপলোড করতে চাইলে রেজিস্টার্ড শিক্ষকগণ 'আমার পাতা'য় ক্লিক করুন। পরবর্তী ধাপে আপলোড বাটনে ক্লিক করুন এবং আপনার পছন্দ অনুযায়ী কনটেন্ট এর ধরণ নির্ধারণ করুন। নির্ধারিত কনটেন্ট আপলোড করতে প্রয়োজনীয় এবং সঠিক তথ্যবলি আপলোড করুন। শিক্ষক বাতায়ন শিক্ষকদের পেশাগত উন্নয়নে নিয়মিত যে কার্যক্রমগুলো সম্পাদন করে করে থাকে সেগুলোর কয়েকটি হলো নিম্নরূপ।

সপ্তাহের সেরা কনটেন্ট নির্মাতা

শিক্ষক বাতায়নের সদস্য শিক্ষকদের আপলোডকৃত কনটেন্ট এ প্রদত্ত লাইক, ভিউ ও রেটিং সর্বোপরি কনটেন্টের গুণগত মানের ভিত্তিতে ১৫ দিন অন্তর অন্তর ৭ জন শিক্ষককে প্রাথমিক বাছাইয়ে মনোনীত করা হয় এবং পরবর্তীতে সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, মাউশি অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও এটুআই যৌথভাবে গঠিত পেডাগজি এক্সপার্ট টিম ঐ ৭ জন শিক্ষকের কনটেন্ট এর গুনগত দিক বিচার বিশ্লেষণ করেন। পেডাগজি এক্সপার্টদের থেকে প্রাপ্ত রেটিং এর ভিত্তিতে সামনের দিকে এগিয়ে থাকা ২ জন শিক্ষক ১৫ দিন অন্তর অন্তর সেরা কনটেন্ট নির্মাতা হয়ে থাকে। সেরা কনটেন্ট নির্মাতা হওয়ার ক্ষেত্রে কনটেন্ট এর সংখ্যার চেয়ে এর গুণগত দিক ও লক্ষ্য, উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা তা বিবেচনা করা হয়ে থাকে।

সেরা উদ্ভাবকঃ

শিক্ষায় উদ্ভাবনী সংস্কৃতির বিকাশ ও নিত্য নতুন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে শিক্ষকদের ভূমিকা অগ্রগন্য। ২০৪১ সালের উদ্ভাবনী বাংলাদেশ বিনির্মাণে শিক্ষায় উদ্ভাবনের কোন বিকল্প নেই। আপনার উদ্ভাবনই হোক আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় বিদ্যমান সমস্যা সমাধানের পথ। আপনার সমস্যার সমাধান আপনি নিজেই সেই চিন্তাকে সামনে রেখে ও সরকারের নানাবিধ আদেশ বাস্তবায়নে কাজ করবে আমাদের শিক্ষকগণ। তাদেরকে স্বীকৃতি প্রদানে তাদের উদ্ভাবনের গল্প দেখবে সারা বাংলাদেশ। আপনি যদি শিক্ষক বাতায়নের সদস্য হয়ে থাকেন তাহলে আপনার উদ্ভাবনের গল্প যা গুণগত শিক্ষা বাস্তবায়নে করছে তাহলে আজই এর ইউটিউব ভিডিও লিংক আপলোড করে দিন পারেন **'উদ্ভাবনের গল্প পাতায়'**।

হোম পেজের উপরে ডান দিকে আপনার নামে ক্লিক করুন আর পেয়ে যাবেন আমার পাতা। আমার পাতায় ক্লিক করুন আর পেয়ে যাবেন উদ্ভাবনের গল্প আপলোডের সুযোগ। এখানে আপনার গল্প আপলোড করে দিতে পারেন। শিক্ষক বাতায়নের সদস্যদের প্রাপ্ত লাইক, ভিউ ও রেটিংয়ের ভিত্তিতে সামনের দিকে এগিয়ে থাকা ৫ জন শিক্ষকের উদ্ভাবনের গল্প সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, মাউশি অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও এটুআই যৌথভাবে গঠিত পেডাগজি এক্সপার্ট টিম যাচাই বাছাই করেন। পেডাগজি এক্সপার্ট টিমের রেটিং যিনি প্রথম স্থান অবস্থান করেন তিনি সেরা উদ্ভাবক (পাক্ষিক) মনোনীত হয়ে থাকেন।

মূল্যায়নের ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো প্রাধান্য দেয়া হবেঃ

১. আইডিয়া টি নতুন কিনা?
২. উদ্যোগটি নিজের তৈরি/ সম্পৃক্ত কিনা?
৩. আইডিয়া টি কোন সমস্যা সমাধানের সহায়ক কিনা?

৪. ৬ টি টিটি (সমালোচনা, সৃজনশীলতা, নৈতিকতা, সামাজিক প্রতিশ্রুতি, কর্মসংস্থান এবং স্বাস্থ্য) কোন একটি অর্জনে সহায়ক কিনা?

৫. আইডিয়াটি শিখন প্রক্রিয়ার সাথে কতটুকু সম্পৃক্ত?

সেরা নেতৃত্ব (প্রতিষ্ঠান প্রধান ও সহকারী প্রধানগণ):

'স্বপ্নের স্কুল গড়ি, নিজেকে দিয়ে শুরু করি' এই স্লোগান কে সামনে রেখে দক্ষ নেতৃত্ব ও প্রতিষ্ঠান ব্যবস্তাপনায় শীর্ষে থাকা প্রতিষ্ঠান প্রধান ও সহকারী প্রধানদের জন্য শিক্ষক বাতায়নে যোগ হলো সেরা নেতৃত্ব ফিচার। আপনি কি আপনার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে রোল মডেলে পরিণত করেছেন? আপনার শিক্ষার্থীরা কি একুশ শতকের জন্য উপযোগী? আপনার প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের ফলাফলে কি আপনি সন্তুষ্ট? আপনি আপনার প্রতিষ্ঠানে কি পরিবর্তন এনেছেন যার জন্য আপনি সবার কাছে খুব পরিচিত?

যদি আপনার নেতৃত্বের গল্পে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর থাকে এবং গুণগত শিক্ষা বাস্তবায়নে করে থাকে তাহলে আজই এর ইউটিউব ভিডিও লিংক আপলোড করে দিতে পারেন **"নেতৃত্বের গল্প পাতায়"**। হোম পেজের উপরে ডান দিকে আপনার নামে ক্লিক করুন আর পেয়ে যাবেন আমার পাতা। আমার পাতায় ক্লিক করুন আর পেয়ে যাবেন নেতৃত্বের গল্প আপলোডের সুযোগ। শিক্ষক বাতায়নের সদস্যদের প্রাপ্ত লাইক, ভিউ ও রেটিংয়ের ভিত্তিতে সামনের দিকে এগিয়ে থাকা ৫ জন শিক্ষকের নেতৃত্বের গল্প সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, মাউশি অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও এটুআই যৌথভাবে গঠিত পেডাগজি এক্সপার্ট টিম যাচাই বাছাই করে থাকেন। পেডাগজি এক্সপার্ট টিমের রেটিংয়ে যিনি প্রথম স্থান অর্জন করেন তিনি সেরা নেতৃত্ব মনোনীত হবেন।

মুল্যায়নের ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো প্রাধান্য দেয়া হবেঃ

১. উদ্যোগটি একাডেমিক/ প্রাতিষ্ঠানিক সমস্যা সমাধানে সহায়ক কিনা?

২. ৬ টি দক্ষতা (Criticality, Creativity, Morality, Social Commitment, Employability and Health) কোন একটি অর্জনে সহায়ক কিনা?

৩. উদ্যোগটি টিসিভি (টাইম, কস্ট, ভিজিট) হ্রাস করতে সহায়ক কিনা?

৪. উদ্যোগটিতে দৃশ্যমান কোন পরিবর্তন আছে কিনা?

অ্যাম্বাসেডরশিপ প্রোগ্রামঃ

অ্যাম্বাসেডরশিপ প্রোগ্রাম জানতে ক্লিক করুন হোম পেজের অ্যাম্বাসেডর কর্নারে। অ্যাম্বাসেডরশিপ প্রোগ্রাম বিস্তারিত অ্যাম্বাসেডর পাতা ভিজিট করুন। অ্যাম্বাসেডর হওয়ার শর্তাবলি ও কার্যক্রম জানতে 'শর্তাবলি' শব্দে ক্লিক করুন। আপনি চাইলেই বিভাগ, জেলা ও উপজেলা অনুযায়ী অ্যাম্বাসেডর শিক্ষকদের খুঁজে নিতে পারেন। অ্যাম্বাসেডর শিক্ষকদের প্রতিষ্ঠান, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে শিক্ষা সম্পর্কিত যেকোন ধরণের নিউজ খবর-দার অংশে আপলোড করতে পারবেন।

সূত্রঃ

- ১৪ দিন ব্যাপী আইসিটি ইন এড্যুকেশন প্রশিক্ষণ (সংক্ষেপিত)
- শিক্ষকবাতায়ন

অধিবেশন-১১	শিক্ষকমান অর্জনে করণীয়

শিখনফল:

এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ,

ক) শিক্ষক মান বাস্তবায়নে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ নির্ণয় করতে পারবেন।

খ) শিক্ষক মান বাস্তবায়নে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ দূরীকরণে পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারবেন।

সময়: ১.৩০ ঘন্টা

পদ্ধতি: মাইন্ড ম্যাপিং, থিংক-পেয়ার-শেয়ার, দলগত কাজ, আলোচনা, উপস্থাপনা।

উপকরণ: বোর্ড, পোস্টার পেপার, পিপিটি, কর্মপত্র-১, এবং অন্যান্য।

অংশ ক	শিক্ষকমান বাস্তবায়নে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ	১০ মিনিট

- প্রশিক্ষণার্থীগণকে স্বাগত জানিয়ে অধিবেশন শুরু করুন।
- অংশগ্রহণকারীদের বলুন আমরা ইতোমধ্যে জেনেছি যে,
  - ➢ শিক্ষকমান ৯ ও ১২টি এবং নির্দেশক/সূচক ৬২ও ৮২টি তার সাথে কিছু প্রমাণক বা টুলসও আছে।
- এবার অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞেস করুন শিক্ষকমান বাস্তবায়নে কী কী সমস্যা মোকাবেলা করতে হয়? দুই একজনকে বলতে বলুন।
- সকলকে এবার নবীন প্রবীণ নির্বিশেষে চারটি দলে ভাগ করুন।
- সব দলকে তাদের কাজ বুঝিয়ে দিন। বলুন শিক্ষকমান সফল বাস্তবায়নে বিদ্যমান কী কী চ্যালেঞ্জ/অন্তরায় রয়েছে তার উপর ২ এবং ২ মোট ৪ দলে কাজ করুন।
- ২ দলকে বলুন আপনারা নিজেদের প্রধান শিক্ষক হিসেবে কল্পনা করে দলগত কাজ করবেন। আর অন্য ২ দলকে বলুন আপনারা নিজেদের সহকারী শিক্ষক হিসেবে কল্পনা করে দলগত কাজ করুন।
- সবাইকে শিক্ষকমানের শীট প্রদান করুন। প্রতিটি মানের বিপরীতে কী কী চ্যালেঞ্জ রয়েছে তা দলে আলোচনা করে পোস্টারে লিখতে বলুন।
- তাদের প্রয়োজনীয় উপকরণ পোস্টার, মার্কার, সাইনপেন সরবরাহ করুন। কাজটি করার জন্য তাদের ১৫ মিনিট সময় দিন।
- দলগত আলোচনা ও দলীয় কাজ চলাকালীন ঘুরে ঘুরে দেখুন। সবার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করুন। প্রয়োজনে তাদের আলোচনায়/কাজে সহযোগীতা করুন।
- দলগত কাজ শেষ হলে প্রথমে প্রধান শিক্ষক দল থেকে ১ দলকে উপস্থাপন করতে বলুন। অন্য প্রধান শিক্ষক দলকে অনুসরণ করতে বলুন এবং বাকীদের আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে বলুন।
- প্রথম দলের উপস্থাপন শেষ হলে এবার সহকারী শিক্ষকদের দল থেকে যেকোন ১টি দলকে উপস্থাপনের জন্য আমন্ত্রন জানান। বাকী দলকে অনুসরণ করতে বলুন। এবং অন্য সবাইকে আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে বলুন।
- ২ দলের উপস্থাপন শেষ হলে এবার তথ্যপত্র ৯.২ এর আলোকে পিপিটিতে শিক্ষকমান বাস্তবায়নে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসমূহ উপস্থাপন করুন। সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

অংশ খ	বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ দূরীকরণে পরিকল্পনা প্রণয়ন	৪০ মিনিট

- অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে বলুন-

➢ **শিক্ষকমান বাস্তবায়নে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসমূহ নির্ণয়ে আপনারা যথেষ্ট কাজ করেছেন। আমরা ইতোমধ্যে অনেকগুলো চ্যালেঞ্জ জানতে পেরেছি। স্কুল পর্যায়ে আমরা বাস্তবে আরো অনেক রকম চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে থাকি এবং সেগুলো বিভিন্ন উপায় ও মাধ্যমে সমাধানও করে থাকি।**

- এবার সকলকে আবার ৫টি দলে ভাগ করুন। আপনার ডান পাশ থেকে একজনের পর একজনকে ১, ২, ৩, ৪, ৫ এভাবে বলতে বলে সবাইকে পাচটি দলে ভাগ করুন।
- পাচটি দলকে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ দূরীকরণে প্রদত্ত ছকে ১টি করে পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে বলুন। সব দলকে পরিকল্পনার ছক প্রদান করুন।

চ্যালেঞ্জ দূরীকরণে পরিকল্পনা ছক

সমস্যা/ চ্যালেঞ্জ	**সমস্যার ধরণ**	**উত্তরনের উপায়/কৌশল**	**ফলাফল**

- আলোচনায় দলের সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করুন। পর্যবেক্ষণ করুন, প্রয়োজনে সহায়তা করুন। সকলকে আলোচনা করে পরিকল্পনা ছকটি পূরণ করে সহায়তা করতে বলুন।
- প্রতিটি দলকে ২০ মিনিট সময় দিন। কাজ শেষ হলে প্রতিটি দল মার্কেট প্লেস পদ্ধতি
  [প্রতিটি টেবিলে প্রত্যেক দল কাজ সাজিয়ে রাখেব। একজন ব্যতিত দলের অন্য সদস্যগণ ঘুরে ঘুরে প্রত্যেক দলের কাজ দেখবে এবং প্রতিটি কাজের ব্যাখ্যা জানতে চাইবে। প্রতিটি টেবিলে একজন উপস্থিত থেকে অন্য দলের সদস্যগণকে তাদের কাজের বর্ণনা দিবে।]
- অনুসরণপূর্বক উপস্থাপন করতে বলুন। দলের অন্যান্য সদস্যগণ ঘুরে ঘুরে প্রত্যেকের পরিকল্পনা দেখবে। সবাইকে অন্যদলের পরিকল্পনার পাশে মন্তব্য লিখতে বলুন। প্রয়োজনে ফলাবর্তন প্রদান করুন।

অংশ গ	**অধিবেশনের সারসংক্ষেপ, মূল্যায়ন এবং সমাপ্তি**	**৪০ মিনিট**

কয়েকজনকে জিজ্ঞেস করুন –

- ➢ কয়েকজনকে দু'একটি শিক্ষকমান বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণ উপায় বলতে বলুন।
- অধিবেশনটিতে সকলের সহযোগীতা করার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। বিনয়ের সাথে অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করুন।

সহায়ক তথ্য	অধিবেশন-২: শিক্ষকমান অর্জনে করণীয়

শিক্ষকমান

শিক্ষকমান হলো শিক্ষকের পেশাগত পারদর্শিতা মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত কিছু আদর্শের (ঝঃধহফধৎফ) সমন্বয়, যার মাধ্যমে শিক্ষকতা পেশার নির্দিষ্ট ক্ষেত্রগুলোতে শিক্ষকের পারদর্শিতার অবস্থা/মাত্রা যাচাই করা হয়। বাংলাদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য শিখনের ৩টি ক্ষেত্রের (পেশাগত জ্ঞান এবং উপলব্ধি, পেশাগত অনুশীলন ও পেশাগত মূল্যবোধ এবং সম্পর্ক স্থাপন) আলোকে মোট ০৯টি শিক্ষকমান নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রতিটি শিক্ষকমানের জন্য নির্দেশক ও পরিমাপের জন্য পারদর্শিতার সূচক নির্ধারণ করা হয়েছে।

[শিক্ষকমান এবং নির্দেশক অধিবেশন ২]

শিক্ষকমান বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জসমূহ

- শিক্ষার্থী প্রোফাইল বিদ্যালয়ে available নয়।
- শিক্ষকেরা শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক অবস্থা, আগ্রহ, সক্ষমতা এবং শিখন ঘাটতি বিবেচনায় নিয়ে পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন না।
- শিক্ষকমানে শিখনফল সম্পর্কে শিক্ষকের পরিপূর্ণ ধারণা থাকতে হবে বলা হলেও শিক্ষক সহায়িকায় শিখনফলের উল্লেখ নেই (জাতীয় শিক্ষাক্রম-২০২১ এর আলোকে প্রণীত শিক্ষক সহায়িকা দ্রষ্টব্য)।
- ল্যাপটপ, প্রজেক্টর ব্যবহারে শিক্ষকদের অনীহা রয়েছে। এছাড়া নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎসহ প্রয়োজনীয় সংখ্যক ল্যাপটপ, প্রজেক্টর সকল বিদ্যালয়ে পৌঁছায়নি।
- শিক্ষকদের অনেকেই প্রমিত, সুস্পষ্ট ও বোধগম্য ভাষায় নির্দেশনা প্রদান করেন না।
- শিক্ষার্থীদেরকে মূল্যায়ন করার পর প্রাপ্ত ফলাফল বিশ্লেষণ করে তাদের শিখন উন্নয়নে তা ব্যবহার করা হয়না।
- যোগ্যতাভিত্তিক অভীক্ষাপদ প্রণয়নে শিক্ষকদের সীমাবদ্ধতা রয়েছে।
- শিক্ষকেরা নিয়মিত স্ব উদ্যোগে অ্যাকশন রিসার্চ, কেস স্টাডি, লেসন স্টাডি পরিচালনা করে নিজেদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে আন্তরিক নন।
- শিক্ষকদের পেশাগত অঙ্গীকার এ ঘাটতি রয়েছে। যার প্রমাণ তাঁরা তুচ্ছ বা বিনা প্রয়োজনে সপ্তাহের শুরু বা শেষ দিন সিএল-এ থাকেন।
- শিক্ষোপকরণ তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় পোস্টার/মার্কার/পুশপিন বোর্ড বিদ্যালয়ে available থাকেনা।

শিক্ষকমান অর্জনে প্রধান শিক্ষকের ভূমিকা

- আত্মমূল্যায়নের মাধ্যমে নিজের শিক্ষকমানের কোন ঘাটতি রয়েছে কিনা তা যাচাই করবেন।
- ঘাটতি পূরণের মাধ্যমে নিজেকে যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষক হিসেবে গড়ে তুলবেন।
- সহকারী শিক্ষকগণের শিক্ষকমানের কোন ঘাটতি রয়েছে কিনা তা যাচাই করবেন।
- ঘাটতি পূরণের জন্য তাদের সাথে আলোচনা করে কর্মপরিকল্পনা করবেন।
- শিক্ষকমান অর্জনে শিক্ষকদের লক্ষ্য নির্ধারণ করবেন।
- প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও সহযোগিতা প্রদান করবেন।
- কিছুদিন পর পর অগ্রগতি মূল্যায়ন করবেন।
- অগ্রগ্রতির স্বীকৃতি প্রদান করবেন।
- যেসব ক্ষেত্রে ঘাটতি পূরণ হয়নি শিক্ষকের সাথে আলোচনা করে তার কারণ চিহ্নিত করবেন।
- চিহ্নিত কারণগুলোর আলোকে পুনরায় কর্মপরিকল্পনা করবেন।
- প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও সহযোগিতা প্রদান অব্যাহত রাখবেন।

অধিবেশন-১২	মুক্ত আলোচনা এবং সমাপনী

পোস্ট টেস্ট

মুক্ত আলোচনা

সমাপনী অনুষ্ঠান